প্রকাশক ঃ
মাওলানা মাহমুদুল হাসান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার, ঢাকা–১২১১

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

মূল্য ঃ সাদা ৪৮.০০ টাকা

কম্পোজ ঃ
আল–আমীন কম্পিউটারস
২–ডি, ১৪/২৫, মিরপুর, ঢাকা–১২২১

মুদ্রণ ঃ

সূচীপত্র

আদাবুল মু'আশারাত

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

হাদিয়ার আদব

সুপারিশের আদব

বাচ্চাদের আদব

চিঠিপত্রের আদব

বিষয়	পৃষ্ঠা

মসজিদের আদব

ব্যবহারিক জিনিস পত্রের আদব

ওয়াদা অঙ্গীকারের আদব

অপেক্ষা করার আদব

ঋণ দেয়া ও নেয়ার আদব

রুগী পরিদর্শন সম্পর্কীয় আদব

হাজত পেশ করার আদব

বিষয় পৃষ্ঠা

পানাহারের আদব

ইস্তেঞ্জার আদব

ছাত্রদের আদব

বড়দের আদব

প্রকাশকের আরজ

হামদ ও সালাতের পর, ইসলাম মানুষের ইহ ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়। ইসলাম চায় মানুষ তার প্রকৃত প্রভুর পরিচয় লাভ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত–পন্থায় নিজ জীবন পরিচালনা করুক, স্বজনদেরও সে পথে চলতে অনুপ্রাণিত করুক। আকায়েদ, ইবাদাত, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত ও আখলাকিয়াত—ইসলামী জীবন বিধানের এ পাঁচটি বিভাগ। ইসলাম যেমন তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দেয়; নামায রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাত পালনের তাগিদ দেয়; ক্রয়–বিক্রয়, উপার্জনে হালাল পন্থা অবলম্বনের উপর জোর দেয়; পারস্পরিক আচার–ব্যবহারে নিষ্ঠা ও সৌহার্দপূর্ণ জীবন যাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়; ঠিক তেমনি উত্তম চরিত্র গঠনের অর্থাৎ অহংকার, বিদ্বেষ, শত্রুতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি পরিহার করে বিনয়, সহানুভূতি, ত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনেরও শিক্ষা দেয়। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত পাঁচটি বিভাগের উপর আমল করেই একজন মানুষ খাঁটি মুসলমান হতে পারে। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় বর্তমানে ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী জীবন যাপন এমনভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে যে, সাধারণ লোক তো দূরের কথা, বিশিষ্টরাও তা দ্বীনের অংশ বলে মনে করে না। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এ অভাব অনুভব করে তালীমুদ্দীন, বেহেশতী জেওর, তাবলীগে দ্বীন ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন। এছাড়া আরো কতিপয় রেসালা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও মলফুযাতের মাধ্যমে তিনি এ শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করেন।

'আদাবুল মুআশারাত' কিতাবখানি তাঁর এ বিষয়ের একটি রচনা। বাংলাভাষী মুসলমান ভাইবোনের খেদমতে আমরা এর বাংলা সংস্করণ পেশ করতে প্রয়াস পেলাম।

কিতাবখানি হযরত থানভী (রহঃ) এতই পছন্দ করেছিলেন যে, তিনি এটিকে খানকাহে ইমদাদিয়ার 'সার শিক্ষা' নামে আখ্যায়িত করেন। আশা করি এই পুস্তক খানা পেলে পাঠক সাধারণের অর্থ ও শ্রম দু'টিরই সাশ্রয় হবে। মূল উর্দু সংস্করণের ন্যায় বাংলা সংস্করণের মাধ্যমেও মুসলিম উম্মাহ উন্নত চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত হোক মহান আল্লাহর নিকট এ–ই আমাদের একান্ত দু'আ।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান
১লা জানুয়ারী ১৯৯৩

গ্রন্থকারের ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর আবেদন বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ দ্বীনের পাঁচটি অংশ থেকে কেবল মাত্র আকায়িদ ও ইবাদাত এ দুটি অংশকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, আলিমগণ তৃতীয় অংশটি অর্থাৎ মু'আমালাতকেও দ্বীন মনে করে, আর বুযুর্গানে দ্বীন চতুর্থ অংশ অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি করাকেও দ্বীনের অংশ বলে মনে করেন। পঞ্চম আর একটি অংশ হলো আদাবুল মু'আশারাত, (অর্থাৎ পরস্পর সুসম্পর্ক ও আদান প্রদানের পদ্ধতি) তিন দলের প্রায় অধিকাংশই উক্ত অংশটিকে বিশ্বাসগতভাবে দ্বীন থেকে বহির্ভূত ও সম্পর্কহীন সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন।

এ কারণেই দেখা যায় অন্যান্য অংশগুলো নিয়ে সাধারণ কিংবা বিশেষ জলছায় কমবেশী শিক্ষা দেওয়া হলেও এ পঞ্চম অংশটির আলোচনা করা কেউ আদৌ প্রয়োজন মনে করেনি। তাই এ অংশটি জ্ঞানগত ও আমলগতভাবে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টিতে পরস্পর একতা ও মিল মহব্বতের যার প্রয়োজনীয়তায় (শরীয়ত যার খুব গুরুত্ব প্রদান করেছে) বর্তমান বুদ্ধিজীবিরাও শ্লোগান তুলছে এর অভাবের সবচেয়ে বড় কারণ হলো পরস্পর ত্রুটিপূর্ণ সম্পর্ক। কেননা এতে করে একে অপরকে কষ্ট ক্লেশের মাঝে নিক্ষেপ করে এবং উহা একেবারে নিষিদ্ধ, পরস্পর সম্প্রীতি ও সন্তুষ্টি অটুট রাখার মূল ভিত্তি হলো ভালবাসা, উহা খতম হয়ে যায়। পরস্পর সুসম্পর্ক গড়ে তোলাকে দ্বীনের বহির্ভূত মনে করা আয়াতে কুরআন এবং হাদিছে রাসুল ও ধর্মীয় জ্ঞান বিশারদগণের উক্তিকে প্রত্যাখান ও অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু প্রমাণ উদাহরণ স্বরূপ পেশ করছি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও তখন তোমরা স্থান করে দিবে।"

অন্য আয়াতে এসেছে وَاِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا
"আর যখন বলা হয় উঠে যাও তোমরা উঠে যাবে।"
অন্যত্র এসেছে—

لَا تَدْخُلُ بَيْتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না (যদিও তা পুরুষের ঘর কিংবা বিশেষ নির্জন কক্ষ হয়)।"

লক্ষ্য করুন উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মানুষের আরাম আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যে কেমন তাগিদ প্রদান করেছেন। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক সঙ্গে খেতে বসলে সাথী থেকে অনুমতি না নিয়ে দু'টি খেজুর এক সঙ্গে হাতে নিবে না। এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাধারণ বিষয় থেকে কেবল এ কারণে নিষেধ করেছেন যেহেতু উহা অভদ্রতার পরিচায়ক এবং অন্যের চোখে অপ্রীতিকর।

অন্যের সামান্য পরিমাণ যেন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রসুন কিংবা কাঁচা পেয়াজ খাবে সে যেন আমার মজলিস থেকে দুরে থাকে।" দেখুন কাউকে বিন্দু পরিমাণ কষ্ট দেওয়া থেকেও রসূল বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। (বুখারী মুসলিম)

কেউ অন্যের দ্বারা কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করুক তা থেকে রসূল নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, মেহমানের জন্যে মেজবানের বাড়িতে এতটুকু সময় অবস্থান করা বৈধ নহে যাতে করে মেজবান অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। (বুখারী মুসলিম) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, মানুষের সঙ্গে খেতে বসলে সকলে খাবার শেষ করার পূর্বে খানার পাত্র থেকে হাত উঠাবে না। কারণ তোমাকে দেখে অন্য লোক খাবারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা নিয়ে খাবার বর্জন করবে। (ইবন মাজা) এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল এমন কাজ করা চাইনা যা অপরের লজ্জার কারণ হতে পারে। কোন কোন লোক এমন আছে যারা স্বভাবতঃ লোক সমাগমে

কোন কিছু নিজ থেকে আগে বেড়ে নিতে লজ্জাবোধ করে এবং এটা তার নিকট অত্যন্ত কষ্টকর হয়, অথবা লোক সমাগমে তার নিকট যদি কিছু চাওয়া হয় তাহলে সে উহা প্রদানে অস্বীকার করতেও আপত্তি পেশ করতে সংকোচ বোধ করে। যদিও সে প্রথম পদ্ধতিতে নিতে আগ্রহী এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে না দিতে আগ্রহী এমন ব্যক্তিকে লোক সম্মূখে কিছু দিবে না এবং তার নিকট কিছু চাবে না।

হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা হযরত জাবির (রাঃ) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় এসে করাঘাত করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন কে? তিনি নিজের নাম বলার পরিবর্তে বললেন, আমি। হুজুর তার উত্তর অপছন্দ করে ক্রোধস্বরে তিনবার বললেন, আমি, আমি, আমি। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চেয়েছেন কথা স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে, যাতে শ্রোতার বুঝার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা ও অস্পষ্টতা বাকী না থাকে। এমন অস্পষ্ট কথা বলা যাতে শ্রোতার কষ্ট হয় ও বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়, এ ধরণের কথা থেকে আল্লার রসূল উক্ত হাদিসের মধ্যে বারণ করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট হুজূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অধিক প্রিয় মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ ছিল না। এতদসত্বেও তাঁরা হুজূরকে দেখে শুধুমাত্র এ কারণে দণ্ডায়মান হতেন না যেহেতু হুজূর তা অপছন্দ করেন। এতে আশিকানে রসূলের বুঝা উচিত, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না। তার ওফাতের পর কি করে মিলাদ মাহফিলে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো পছন্দ করবেন? এই হাদীছ থেকে বুঝা গেল, বিশেষ কোন আদব-সম্মান, কিংবা খেদমত কারো জন্যে পেশ করতে হলে দেখতে হবে সেটা তাঁর মনঃপূত হয় কিনা, যদি সেটা তার মনঃপুত না হয় ও স্বভাব বিরোধী হয় তাহলে সে শ্রদ্ধা ও খেদমত যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন উহা থেকে বিরত থাকবে। যদিও তাঁর সম্মান ও খেদমতের জন্যে মনে প্রবল বাসনা জাগে, কারণ অন্যের চাহিদাকে নিজের চাহিদার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। মনে রাখবেন অনেক লোক বুযুর্গগণের খেদমত

করার জন্যে অনীহা প্রকাশ করা সত্বেও পীড়াপীড়ি করে, এতে তাদের আরামের পরিবর্তে কষ্ট হয় এবং খেদমতকারীর ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হয়। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, দু'ব্যক্তি কোথাও এক সঙ্গে বসা থাকলে তাদের অনুমতি ছাড়া নিকটে গিয়ে বসবে না, এতে স্পষ্ট হয়ে গেল এমন কথা বলা উচিত নয় যাতে অন্যের মনে কষ্ট জাগতে পারে।

হাদীছ শরীফে রয়েছে, যখন হুজুরের হাঁচি আসত তিনি হাত অথবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিতেন এবং যথাসম্ভব আওয়ায ছোট করার চেষ্টা করতেন। সুবহানাল্লাহ! এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাথী-সঙ্গীদের প্রতি এত বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত যেন হাঁচির কঠিন আওয়ায দ্বারাও তার কোন প্রকার কষ্ট কিংবা মনে আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়।

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত— আমরা হুজুরের দরবারে এসে যে যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই বসে পড়তাম কিন্তু মানুষকে সরিয়ে দিয়ে আগে গিয়ে বসার চেষ্টা করতাম না। এই হাদীছে মজলিসের আদব রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে করে অন্যের এতটুকু কষ্টও না হয়।

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইবনুল মুছায়্যেব থেকে হাদীছ বর্ণিত—রুগী দেখতে গিয়ে তার নিকট অধিক সময় বসে থাকবে না। কিছু সময় বসে চলে যাবে, কেননা অনেক সময় কেউ নিকটে বসার ফলে রুগীর পার্শ্ব পরিবর্তন করতে অথবা পা ছড়িয়ে দিতে পারে না কিংবা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার কারণে কষ্ট হয়। তবে যার বসার দ্বারা রুগীর আরাম হয় তার কথা ভিন্ন।

চিন্তা করুন কারও যেন কষ্ট না হয় সেজন্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সূক্ষ্ম জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাগিদ করেছেন। কিন্তু আজ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে অথচ আমরা সে ব্যাপারে চরম ভাবে উদাসীন রয়েছি।

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) জুমুআর গোসল অপরিহার্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের সূচনা কালে অধিকাংশ লোক গরীব ও নিঃস্ব ছিল। মজুরী করে নিত্য দিনের খাবারটুকু জোগান করত, কাপড়ের স্বল্পতার কারণে ময়লা কাপড় নিয়ে তাঁরা জুমুআর নামাযে উপস্থিত হতেন।

প্রচণ্ড গরমে শরীর থেকে ঘাম বের হতো, ফলে ময়লা কাপড় ও অপরিচ্ছন্ন দেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত এবং মুছুল্লীদের কষ্ট হতো। তাই জুমুআর গোসল ওয়াজেব করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সে প্রয়োজন না থাকায় ওয়াজিবের হুকুম রহিত করা হয়। এতে বুঝা গেল এতটুকু চেষ্টা করা প্রত্যেকের জন্যে জরুরী যাতে অন্য ভাইয়ের কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

সুনানে নাসায়ীর মধ্যে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, শবেবরাতের রাত্রিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠলেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) পাশে ঘুমন্ত ছিলেন তাঁর যেন ঘুমের ক্ষতি না হয় এবং জাগ্রত হয়ে অস্থির হয়ে না পড়েন সে জন্যে তিনি আস্তে জুতা মুবারক পরিধান করলেন, এবং আস্তে দরজা খুলে বের হলেন। অতঃপর আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দেখুন আল্লার রসূল ঘুমন্ত ব্যক্তির আরামের প্রতি কতটুকু সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এমন শব্দও করা যায় না যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি হঠাৎ জেগে যায় এবং অস্থির হয়ে পড়ে।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ (রাঃ) বিন আসওয়াদ থেকে একটি লম্বা ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা রসূল-এর অতিথি ছিলাম রসুলের বাড়ীতে অবস্থান করতাম, প্রতিদিন ইশার নামায শেষে এসে শুয়ে পড়তাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরীতে আসতেন। (যেহেতু মেহমানের ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত থাকা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু) হুজুর জাগ্রত মনে করে সালাম করতেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আওয়াযে সালাম করতেন যাতে জাগ্রত হলে শুনতে পায় এবং ঘুমন্ত হলে ঘুম ভেঙ্গে না যায়। এই হাদীছ ও তার পূর্ববর্তী হাদীছ থেকে মানুষের আরামের প্রতি রসূলের সীমাহীন সতর্কতার কথা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে আরও ভুরী ভুরী হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে। ফকীহগণের মাসয়ালা হলো কেউ পানাহার, লেখাপড়া কিংবা ওযীফায় রত থাকলে তাকে সালাম দিবে না। পরিস্কার বুঝা গেল, কেউ জরুরী কাজে লিপ্ত থাকলে বিনা প্রয়োজনে তার অন্তরকে বিক্ষিপ্ত কিংবা অন্যমনস্ক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। এভাবে ফকীহগণের ফতুয়া হলো, যে ব্যক্তি পাইওরিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, যার কারণে অন্য লোকের

তার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে। ফকীহগণের উক্তি থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, মানুষের কষ্টদায়ক বস্তু ও উপকরণগুলো দূর করা প্রত্যেকের জন্য একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।

উল্লিখিত প্রমাণাদির মাঝে সমষ্টিগতভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত নামায রোযার প্রতি যেমন গুরুত্ব প্রদান করেছে তেমনি ভাবে উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিও অসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেমন ঃ ইসলামের শিক্ষা হলো কারও আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম যেন অন্যের সামান্যতম অসুবিধা, কষ্ট, মানসিক চাপ, ঘৃণা, সংকোচ, খারাপ ধারণা কিংবা অস্বস্তির কারণ না হয়। ইসলামী আইনের প্রবর্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আশারাত তথা সামাজিকতার গুরুত্ব প্রদানে শুধু কথা ও স্বীয় কাজের উপর ক্ষান্ত হননি; বরং সেবক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সামান্য পরিমাণ উদাসীনতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করতে বাধ্য করেছেন। এমনকি কাজের তরিকা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন এক সাহাবী হাদিয়া নিয়ে সালাম ও অনুমতিবিহীন হুজুরের খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হুজুর তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে বললেন, যাও, পুনরায় সালাম দিয়ে অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করবে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সর্বোত্তম চরিত্রের মানদণ্ড হলো সদাচরণ এবং তার কৃতকর্ম দ্বারা কেউ কষ্ট না পাওয়া। উন্নত চরিত্রের মাপকাটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ ঃ প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত অথবা জিহ্বা দ্বারা মুসলমানগণ কষ্ট না পায়। আর্থিক সেবাই হউক কিংবা দৈহিক অথবা আদব সম্মান হউক, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের কাছে মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক। যদি উহা দ্বারা কোন মানুষ কষ্ট পায়, তাহলে সেটা মহৎ চরিত্র নয় ; বরং নিকৃষ্ট চরিত্র এবং তার ঐ সেবা ও সম্মান প্রদর্শনকে বেয়াদবী বলা হবে। কেননা

শান্তির উৎস হলো চরিত্র মাধুর্য, আর চরিত্র মাধুর্যের ভিত্তি হলো সেবা, অন্য কথায় বলতে গেলে চরিত্র মাধুর্যের দৈহিক রূপ সেবা এবং সেবার আসল লক্ষ্য হলো অন্যকে শান্তি পৌছানো। সুতরাং শান্তি পৌছানো চরিত্র মধুরতার প্রাণকেন্দ্র, আর সেবা করা তার দৈহিক অবয়ব সাদৃশ্য। পক্ষান্তরে এমন অসুন্দর খেদমত যা শান্তির পরিবর্তে কষ্টদান করে তার দৃষ্টান্ত হলো দানাবিহীন বাদাম যা কোন কাজে আসে না।

বলা বাহুল্য, লৌকিকতার দিক থেকে যদিও মু'আশারাত বা সামাজিকতার স্থান ফরয আকায়েদ ও ইবাদত থেকে পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি তাহলে দেখব মু'আশারাতের স্থান ইবাদাত ও আকায়েদের উপর। কারণ ইবাদাত ও আকায়েদের ত্রুটির কারণে যে ক্ষতি হয়। তা নিজস্ব আর মু'আশারাতের ত্রুটির কারণে যে ক্ষতি হয় তা অন্যের দিকে সংক্রামক আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, অন্যের ক্ষতি করা নিজের ক্ষতি করার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ। এছাড়াও হয়ত এমন কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তাআলা সূরায়ে ফুরকানের মধ্যে সদাচরণ সম্বলিত আয়াত নামায, আল্লাহভীরুতা, ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয় ও আল্লার একত্ববাদ সম্বলিত আয়াতের পূর্বে এনেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

অর্থ ঃ "যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম।" উপরের বর্ণিত সূরায়ে ফুরকানের আয়াতটির মধ্যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এই আয়াতকে আগে বর্ণনা করা হয়েছে এর পরবর্তী আয়াতে নামায, আল্লাহভীরুতা ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। তবে একথা সর্বস্বীকৃত যে, নামায, আকায়েদ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর উপর মু'আশারাতের প্রাধান্য যদিও বিশেষ একটি দিক থেকে কিন্তু নফল ইবাদতের উপর বান্দার হকের প্রাধান্য সর্ব দিক থেকে। এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে দু'জন মহিলার আলোচনা চলছিল। তাদের একজন সম্পর্কে বলা হলো যে নামায রোযায় খুবই অনুরাগী। ফরয নামায রোযা ছাড়াও অধিক পরিমাণে

নফল নামায পড়ে ও নফল রোযা রাখে কিন্তু আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। অপরজন নামায রোযার প্রতি তেমন অনুরাগী নয়। শুধু ফরয নামায আদায় করে ও ফরয রোযাগুলো রাখে কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। হুজুর নির্দ্বিধায় বললেন, প্রথম জন জাহান্নামী, আর দ্বিতীয় জন জান্নাতী। মু'আমালাতের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার কারণেও অন্যের কষ্ট হয় যেমনিভাবে মু'আশারাতের মধ্যে ত্রুটির কারণে অন্যের কষ্ট হয়। এ দিক থেকে মু'আমালাত–এ মু'আশারাত উভয় সমান, কারও উপর কারও প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কারণ মু'আমালাতকে সাধারণ ও বিশিষ্ট উভয় শ্রেণীর লোক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে মু'আশারাতকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোক ছাড়া অনেক বিশিষ্ট লোকেরাও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। কেউ কেউ যদিও মনে করে থাকে তাও মু'আমালাতের সমপর্যায়ে মূল্যায়ন করে না, এজন্যে তাদের কাজে কর্মে উহার প্রতি উদাসীনতা ও অনীহা প্রকাশ পায়। মনে রাখবে আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা ফরয ইবাদতের ন্যায় অপরিহার্য। ইবাদতের উপর মু'আশারাতের যে প্রধান্য উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য।

সারকথা হলো, দ্বীনের সমস্ত অংশগুলোর প্রতি তাকালে দেখা যাবে মু'আশারাত কোন কোন অংশ থেকে বিশেষ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিক গুরুত্বের দাবী বহন করে। আবার কোন কোন অংশ থেকে সর্বদিক দিয়ে অধিক গুরুত্বের দাবীদার। এতদসত্বেও সর্ব সাধারণ ও অধিকাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমলের দিক দিয়ে এ অংশটি চরম ভাবে উপেক্ষা করে আসছে। অনেকে যদিও ব্যক্তিগত ভাবে আমল করে কিন্তু আত্মীয়–স্বজন বন্ধু–বান্ধব ও অন্যান্য লোকদের এ ব্যাপারে আদেশ–নিষেধ করা মোটেও কর্তব্য মনে করে না। তাই এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করার মনোবাসনা পোষণ করে আসছিলাম যার মধ্যে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে সব বিষয়ের সম্মুখীন হয় উহার প্রয়োজনীয় দিকগুলোর বিবরণ থাকবে। যদিও অধমের সঙ্গে সম্পর্কীয় লোকদেরকে এ ব্যাপারে সর্বদা বাধা–নিষেধ করে আসছি। এতে অনেক সময় কটু বাক্যও মুখ থেকে বের হয়ে গেছে সেজন্যে আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী

এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় তালীমও দিয়েছি। কিন্তুএতদসত্বেও প্রসিদ্ধ প্রবাদটির

اَلْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدٌ

অর্থ ঃ 'ইলম হলো শিকার এবং লিখা হলো তার পিঞ্জরা।' গুরুত্ব অভিধান করে লিখার প্রতি মনোনিবেশ করলাম ।

আল্লাহ তাআলার কোন গুপ্ত রহস্যের কারণে লিখার কাজে বিলম্ব হচ্ছিল, আল্লার অসংখ্য হামদ ও তারীফ বর্ণনা করছি যিনি অবশেষে লিখার কাজ আরম্ভ করার সুযোগ করে দিলেন। প্রতিটি শিক্ষাকে "আদব" শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করে দেব। মনে যখন যা আসে অবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করে দেব। আমি আল্লার কাছে এতটুকু আশাবাদী যে, এ কিতাবটি যদি ছোট বড় সকলকে পড়ানো হয়, তাহলে দুনিয়ায় বসে স্বর্গীয় মহা সুখ আস্বাদন করবে। যেমন কবি সুমধুর কন্ঠে গেয়ে উঠলেন—

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد ؛ کسے را با کسے کارے نباشد

অর্থ ঃ বেহেশত এ মন সুখ নিকেতন যেখানে কোন কষ্ট নেই এবং কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ তুলবে না।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَهُوَ خَيْرُ رَفِيْقٍ

আল্লাহ সহায়ক ও সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী।

সালামের আদব

সুযোগমত সালাম করবে

আদাব ঃ যদি মজলিসে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে, তখন নতুন কোন ব্যক্তি আগমন করল অযথা সালাম করে আলোচনায় বাঁধা সৃষ্টি করা ঠিক নয় ; বরং তিনি চুপ থেকে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নীরবে বসে পড়বেন এবং সুযোগ মত সালাম কালাম করবে।

আদাব ঃ একে অপরকে পরস্পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে সালাম দিবে এবং সালামের উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে।

আদাব ঃ কয়েক জনের মধ্য থেকে যদি একজনেই সালাম দেয়; তাতেই যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যদি গোটা মজলিস থেকে একজন উত্তর দেয়, তাতে সকলের পক্ষ থেকে উত্তর আদায় হয়ে যাবে।

আদাব ঃ প্রথমে যে সালাম দিবে; সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে। (বেঃ যেওর)

আরও কতিপয় আদব ও মাসায়েল

সালামের কতিপয় মাসায়েল

(১) সালাম দেওয়া সুন্নত ও সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিবে এবং 'ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে উত্তর দিবে। (২) পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দেওয়া উচিত। (৩) মসজিদে উপস্থিত সকলেই যদি নামায বাঅন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকে; তাহলে মসজিদে প্রবেশ করে সালাম দেওয়া যায় না। আর যদি কেউ কোন কাজে লিপ্ত থাকে আর কেউ অবসর; তাহলে সালাম দেওয়া না দেওয়া দুই–ই সমান। (৪) যদি একাধিক লোকের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে একজনকে সালাম দেওয়া হয়, তাহলে অন্য কেউ উত্তর দিলে উত্তর আদায় হবে না।

(৫) কারো নিকট কেউ অন্যের সালাম পৌছালে

عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ

বলে উত্তর দেওয়া উত্তম। শুধু وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলাও জায়েয আছে।

(৬) ছোটরা বড়দেরকে, চলন্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর আরোহী ব্যক্তি পদাতিককে সালাম দেওয়া উচিত। (৭) কারো নিকট থেকে বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম দেওয়া সুন্নত।

(৮) খালি মসজিদে কিংবা ঘরে প্রবেশ করে

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ বলা সুন্নত।

(৯) কবরস্থানে কবরবাসীদেরকে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ

বলে সালাম দিবে। (১০) মুসলমান ও অমুসলমান একত্রে থাকলে, তখন মুসলমানদের নিয়তে সালাম দিবে। (১১) কোন অমুসলমান মুসলমানকে সালাম দিলে উত্তরে هَدَاكَ اللهُ (আল্লাহ তোকে হিদায়াত দিক) বলবে।

(১২) প্রয়োজনে **অমুসলমানকে সালাম** দিতে হলে

سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

বলবে। **(১৩) ফাসেক ফাজের অর্থাৎ** গান–বাজনা শ্রবণকারী, তাস খেলোয়াড় **বা দর্শক ইত্যাদি গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে** সালাম দেওয়া উচিত নয়। (১৪) **যার উপর গোসল ফরয হয়েছে,** সে সালাম দিতে পারে। (১৫) আযানের **সময়, জুমুআ, দুই** ঈদ ইত্যাদির খুতবা চলাকালে, তেলাওয়াত, দরস ও ওয়াযের সময়, আলাপরত অবস্থায়, খাওয়ার সময় ও পেশাব–পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেওয়া অনুচিত। যদি কেউ দিয়ে ফেলে, তাহলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়। (বাহর, শামী)

সালামের উত্তর দেয়ার নিয়ম পদ্ধতি

আদব ঃ কেউ স্যালাম দিলে মুখেই তাঁর উত্তর দিবে। (মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা বা হাত ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করা যথেষ্ট নয়) উপকারের প্রতিদান উপকারের চেয়ে উত্তম হওয়া চাই। অর্থাৎ সালামের উত্তর সালামের চেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। যদি সালাম দাতা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে, তাহলে উত্তর দাতা وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে। এমনকি যদি এর সাথে وَبَرَكَاتُهُ ও যোগ করে বলা হয়; তাহলে আরো উত্তম। (মাজালিসুল হিকমাহ পৃঃ ২৩১)

চিঠির সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব

আদব ঃ চিঠির মাধ্যমে যে সালাম দেওয়া হয়; তার উত্তর দেয়াও ওয়াজিব। চাই তা চিঠি মারফত হোক বা মৌখিক।

চিঠির সালামের উত্তর দেয়ার পদ্ধতি

আদব ঃ চিঠিতে যে আসসালামু আলাইকুম লিখা থাকে, ফুকাহাদের মতে তার উত্তরে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বা وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ দুই-ই বলা যেতে পারে। (আলইফাযাতু ইওয়াওমিয়্যা পৃঃ ১৪৪)

শিশুদের চিঠিতে সালাম ও দুআর পদ্ধতি

আদব ঃ আমি (হযরত থানভী (রহঃ) শিশুদের চিঠিতে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য দুআও লিখে দেই। তবে সুন্নত হিসেবে আগে সালাম উল্লেখ করি। অর্থাৎ এইভাবে লিখি যে, 'আসসালামু আলাইকুম, দুআপর সমাচার এই যে, ...' (কামালাতে আশরাফিয়া খঃ ৪ পৃঃ ১২)

আদব ঃ সাধারণতঃ শিশুদের চিঠির সালামের উত্তরে শুধু দুআ লিখে দেয়া হয়। কিন্তু আমার মতে এতে সালামের উত্তর আদায় হয় না। তাই আমি সালাম ও দুআ দুই-ই লিখে থাকি। (আল ইফাযাতু ইয়াওমিয়্যা পৃঃ ১৪৪)

আদব ঃ যদি এমন হয় যে, শিশু নিজে সালাম লিখায়নি বরং অন্য কেউ শিশুর পক্ষ থেকে সালাম পাঠিয়ে থাকে, তাহলে এর উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। (আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা পৃঃ ১৪৪)

কারো ব্যস্ততার সময় সালাম দেওয়া ঠিক নয়

আদব ঃ কেউ যদি কথাবার্তা কিংবা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকে. তাহলে সালাম দিয়ে কিংবা মুসাফাহার চেষ্টা করে তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। কারণ ইহা অভদ্রতা বরং প্রয়োজন থাকলে চুপচাপ একদিকে বসে পড়বে। (কামালাতে আশরাফিয়া ১ পর্ব, ১৫০ পৃঃ)

জনৈক বিবেকবান ব্যক্তি প্রায়ই আমার কাছে এসে সালাম-মুসাফাহা ব্যতীত বসে পড়ত। এক দিন এক ব্যক্তি তাকে বলল, মিয়া! তুমি বড় অভদ্র, সালাম নেই কালাম নেই হঠাৎ করে আসলে আর বসে পড়লে। সে বলল, বরং তুমিই অভদ্র। সালাম দিয়ে তুমি অন্যের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি কর। ফুকাহাগণ এর রহস্য বুঝেছেন বলেই তো এমন মুহূর্তে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন। সত্যিই দু' শ্রেণীর লোক বিজ্ঞ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত এক হলো সুফিয়ায়ে কিরাম আরেক হলো ফুকাহায়ে কিরাম।

আদব ঃ যে ব্যক্তি কোন ধর্মীয় বা স্বাভাবিক কাজে লিপ্ত; তাকে সালাম দেয়া মাকরূহ। তাই পানাহারের সময় কথা বলা জায়েয হলেও সালাম দেয়া মাকরূহ। (হুসানুল আজীজ খঃ ৯৭-১০৭)

নত হয়ে সালাম দেয়া নিষেধ

আদব ঃ কোন এক জমিদারের চাকর চিঠি মারফত আমার নিকট জানতে চায় যে, মাথা নত করে মনিবকে সালাম দেয়া জায়েয আছে কি না? চিন্তা করলাম, যদি লিখে দেই জায়েয আছে; তাহলে উত্তর সঠিক হবে না আর যদি বলি জায়েয নেই; তাহলে মনিব জানতে পারলে মনে করবে যে, মৌঃ সাহেব আমার চাকরটিকে বে-আদব বানিয়ে দিল। তাই আমি লিখে দিলাম, নত না হয়ে সালাম দিলে কি তোমার মনিব অসন্তুষ্ট

হন? এখন সে যদি উত্তর দেয় যে, হ্যাঁ তিনি অসন্তুষ্ট হন; তখন আমি লিখে দিব যে, না। তাহলে জায়েয নেই। (আল ইফাঃ ইয়াওমিয়্যা ২৭৩ পৃঃ)

কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী

আদব ঃ কাউকে কষ্ট না দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন অন্যের ঘরে বা গোপন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে অন্যের কষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

আদব ঃ অনুমতি নেয়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম দিবে, অতঃপর অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি যে কোন ভাষায়-ই চাওয়া যেতে পারে। তবে এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যদ্বারা বুঝা যাবে যে, তুমি অনুমতি চাচ্ছ।

কিন্তু সালামের ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত শব্দে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। শরীয়ত যা নির্ধারণ করে দিয়েছে ঠিক তাই বলতে হবে।

ওয়াদা করে থাকলে সালাম পৌঁছানো ওয়াজিব

মাসআলা ঃ যদি কেউ ওয়াদা করে যে, আমি আপনার সালাম পৌছে দিব তবে সালাম পৌছানো ওয়াজিব।

সালামের ভঙ্গী বা সূর

আদব ঃ কি বলে সালাম দিতে হবে এ ব্যাপারে ছোট বড়র কোন ভেদাভেদ নেই। সকলের জন্য আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়াই শরীয়তের বিধান। তবে সালাম দেয়ার ভঙ্গীতে তারতম্য হওয়া উচিত। যেমন ছোটরা বড়দেরকে চাঁপা গলায় বিনয় সুলভ ভঙ্গীতে সালাম

দিবে। শুধু সালামই কেন কোন কথা বলার সময় এই নিয়ম অবলম্বন করবে।

আদব ঃ বড়রাও আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিবে। তবে পার্থক্য এটুকু হবে যে, ছোটরা বিনয়ের ভঙ্গীতে সালাম বলবে আর বড়রা তাদেরকে তুচ্ছ করবে না।

আদব ঃ ছেলে পিতাকে এমন ভঙ্গীতে সালাম দিবে যে, যেন সালামের ভাব দ্বারাই বুঝা যাবে যে, এদের মধ্যে বাপ-বেটার সম্পর্ক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই।

অনেক সময় শুধু এক সালামেই জীবনের জন্য পরস্পর মহব্বত সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। অনেকের সালামের ভাব-ভঙ্গীতে মনে হয় যেন মহব্বত টপকে পড়ছে। (হুসনুল আযীয পৃঃ ৩৭৪)

মুসাফাহার আদব

সুযোগ বুঝে মুসাফাহা করবে

আদব ঃ যখন কারো হস্তদয় বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে হাত খালি করে তোমার সঙ্গে মুছাফাহা করতে অসুবিধা হয় তখন শুধু সালাম দিয়ে ক্ষান্ত হবে। এমনকি ঐ সময় বসার অনুমতি লাভের আশায় থাকবে না, নিজ থেকে বসে পড়বে।

আদব ঃ যে ব্যক্তি দ্রুত গতিতে পথ চলছে, পথিমধ্যে তাকে আটকিয়ে মুসাফাহা করার চেষ্টা করবে না। এতে তার কোন অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন মুহূর্তে তাকে দাড় করিয়ে কথা বলবে না।

আদব ঃ কতক লোক এমন আছেন যারা কোন মজলিসে গেলে পরিচিত–অপরিচিত সবার সাথে একের পর এক হাত মিলাতে থাকে। এতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়। আর এভাবে তার মুসাফাহা শেষ করা পর্যন্ত সমস্ত মজলিস অশান্ত ও পেরেশান হয়ে উঠে এটা ঠিক নয়। যার নিকট মুসাফাহার জন্য আসা হয়েছে শুধু তার সাথে মুসাফাহা করেই বিরত থাকা উত্তম। অবশ্য মজলিসের অন্য ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় থাকলে তার সাথে মুসাফাহা করা খারাপ নয়।

আরও কতিপয় আদব

মুসাফাহা ও মুআনাকার কতিপয় মাসায়েল

(১) মুসাফাহা করা সুন্নত। সাক্ষাতের প্রথম দিকে সালামের পর মুসাফাহা করার নিয়ম।

(২) কোন বিশেষ সময়কে মুসাফাহার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া সুন্নত পরিপন্থী। যেমন ঃ ফজর বা আসরের নামাযের পর ইত্যাদি।

(৩) মোসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নত। একান্ত ঠেকা ব্যতীত একহাতে মুসাফাহা করা সুন্নতের খেলাফ ও অহংকারের লক্ষণ।

(৪) মুসাফাহা খালি হাতে করা সুন্নত। অর্থাৎ মুসাফাহা করার সময় দুজনের হাতের মাঝে কাপড় বা কোন আবরণ না থাকা।

(৫) মুসাফাহার পর হাতে চুমো খাওয়া বা হাত বুকের উপর রাখা সুন্নতের খেলাফ ও বেদআদ। (শামী, বাহরুর রায়েক)

(৬) মুয়ানাকা মহব্বত প্রকাশের উত্তম পন্থা ও স্নেহের নিদর্শন। যদি কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে, তাহলে ইহা ছওয়াবের কাজ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর সুন্নত। (হেদায়া)

(৭) ঈদের নামাযের পর মুয়ানাকা করাকে আবশ্যক মনে করা বেদআত ও পরিত্যাজ্য।

একটি ঐতিহাসিক তথ্য

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এই দুনিয়ায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম মুয়ানাকা করেন। হযরত যুলকারনাইন সফর করে মক্কার 'আবতাহ' নামক স্থানে উপনীত হওয়ার পর শুনতে পেলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে আছেন; তখন তিনি ছওয়ারী থেকে অবতরণ করে পায়ে হেটে গিয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) সালাম দিয়ে যুলকারনাইনের সাথে মুয়ানাকা করেছিলেন। ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অন্য কেউ মুয়ানাকা করেঁন নাই। (বাহরুর রায়েক, ফতহুল কাদীর)

মুসাফাহা খালি হাতে করা চাই

অনেকে মুসাফাহা করার সময় হাতে টাকা দিয়ে থাকে। এটা ভাল নয়। কারণ মুসাফাহা করা সুন্নত ও ইবাদত। আর সুন্নত ও ইবাদতের সাথে এমন কিছুর সংমিশ্রন অনুচিত যা দুনিয়া বলে বিবেচিত। (মাকালাতে হিকমাত পৃঃ ৩৬)

মুসাফাহার পর হস্ত চুম্বন

মুসাফাহার পর হস্ত চুম্বনের যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে তা বন্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ মুসাফাহা করাই হলো আসল সুন্নত। হস্ত চুম্বন জায়েয

হলেও সুন্নত তো নয়। আবেগবশতঃ অনেকে হস্ত চুম্বন করে থাকে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা হলো আবেগ তো আর সব সময় প্রবল থাকে না। এখন কেউ যদি সত্যকার আবেগবশতঃই হস্ত চুম্বন করে তাহলে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু আবেগ না থাকাবস্থায় চুম্বন করা লৌকিকতা বৈ কিছু নয়। আর তরীকতপন্থীগণ লৌকিকতা পছন্দ করেন না।

আরেকটি সূক্ষ্ম কথা এই যে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রাধান্য রয়েছে তারা এটাকে সীমাহীন অপছন্দ করে থাকেন। আমিও বুযুর্গদের হস্ত চুম্বন করে থাকি। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি যে, কখনও আবেগাপ্লুত হয়ে যদি হস্ত চুম্বন করি তবে অধিকাংশ সময়ই করি এই খেয়ালে যে, লোকে হয়ত মনে করবে বুযুর্গদের সাথে আমার সম্পর্ক ভাল নেই। আলহামদুলিল্লাহ বুযুর্গদের সাথে আন্তরিকতা আছে বটে কিন্তু আবেগ নেই। (কামালাতে আশরাফিয়া ২ পর্ব ১২৩ পৃঃ)

মুসাফাহা সম্পর্কে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহঃ)-এর একটি শিক্ষণীয় কাহিনী

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রঃ) শীতের মওসুমে একদিন খদ্দরের মোটা কাপড় পরে বসেছিলেন ইতোমধ্যে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রঃ) ও হাকীম জিয়াউদ্দিন সাহেব এসে তাঁর ডানে-বামে বসে পড়লেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে দু'পাশের দু'ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করলেন। কিন্তু মাওলানা গাংগুহী (রঃ)কে সাধারণ লোক মনে করে দুজনের মাঝখানে বসে থাকা সত্ত্বেও তাঁর সাথে মুসাফাহা করল না দেখে মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) মুচকি হাসতে লাগলেন। হাসির কারণ বুঝতে পেরে হযরত (রঃ) বললেন, আল হামদুলিল্লাহ! আমি চাই না যে, মানুষ আমার সাথে মুসাফাহা করুক। (মাহফুযাত, পৃঃ ৮৭)

ফায়েদা ঃ এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসাফাহার আশা ও অপেক্ষায় না থাকা উচিত।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সাথে মদীনাবাসীদের মুসাফাহা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের সময় যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন আনসারগণ সাক্ষাতের জন্য দলে দলে এসে তাঁদের কাছে সমবেত হয়। বয়সে হযরত আবু বকর (রাঃ) বড় হওয়ার কারণে তাঁরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কেই রসূল মনে করে তাঁর সাথে মুসাফাহা করতে শুরু করে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) অস্বীকার করলেন না ; বরং একে একে সকলের সাথে মুসাফাহা করতে থাকলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এই জন্য আবুবকর (রাঃ) তাঁকে ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করলেন। আজকাল কেউ পীরের সামনে এমন করলে তাকে বড় বে-আদব মনে করা হয়। বাহ্যিক সম্মানকেই আজকাল খেদমত মনে করা হয়। অন্যকে শান্তি দান করাই তো প্রকৃত খেদমত।

মজলিসে গিয়ে সকলের সাথে পৃথক পৃথকভাবে মুসাফাহা করা জরুরী নয়

এক ব্যক্তি আগমন করে হযরতের সাথে মুসাফাহা করার পর মজলিসের অন্যান্য সকলের সাথে মুসাফাহা করতে শুরু করল। হযরত বললেন ঃ তোমাকে এই তরীকা কে শিখিয়েছে? মজলিসে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকে; তাহলে বেশ ভাল কাজ পেয়ে যাবে। সকলেই নিজ নিজ কাজ রেখে দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। একজনের সাথে মুসাফাহা করলেই তো সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। আচ্ছা তুমি প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে সালাম করলে না কেন? মানুষের কাছে আজকাল সামাজিকতা নেই বললেই চলে। (আলইফাতুল ইয়াওমিয়্যা, খঃ ৩, পৃঃ ২৩)

বড়দের সাথে বে-পরোয়া ভাবে মুসাফাহা করা উচিত নয়

এক ব্যক্তি এসে মুসাফাহা করল। আর তা এমন ভাবে করল যে, তাতে আদবের কোন লেহায ছিল না। এজন্য হযরত বলেন ঃ আজকাল সব

কিছু থেকেই ভারসাম্য বিদায় নিয়েছে। আদব করতে গেলে তা হয়ে যায় ইবাদত আর সরলতা দেখাতে গেলে তা হয়ে যায় নিবুর্দ্ধিতা আর বদতমীযী। সমাজে মানবতা আর ভদ্রতার লেশমাত্র নেই।

(আলইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা খঃ ৩, পৃঃ ৩৫১)

যার সাথে মুসাফাহা করা হবে তাঁর আরামের-প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত

এক ব্যক্তি আসরের নামাযের পর জায়নামাযে থাকাবস্থায় হযরতের সাথে মুসাফাহা করতে চাইল। হযরত বললেন ঃ আচ্ছা তোমাদের কি হলো? জায়নামায থেকে একটু উঠতেও দিবে না? একটু আরাম করার সুযোগও দিবে না নাকি? লোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, হুযুর! ভুল হয়ে গেছে। হযরত বললেন, সরে যাও এখান থেকে। অপরাধই যদি হয়ে থাকে তবে আবার এখনো নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?

(ইফাঃ ইয়াওমিয়্যা খ. ৬, পৃঃ ১৭৮)

একদিন জুমুআর নামাযের পর হযরত কামরায় যাওয়ার জন্য জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়ালেন। লোকজন মুসাফাহা করতে শুরু করলে শুরু হলো হাংগামা। হযরত বললেন ঃ আপনারা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন হাংগামা করবেন না। যত সময়ই ব্যয় হোক আজ আমি সকলের সাথে মুসাফাহা না করে যাব না। কিন্তু কার কথা কে শুনে! একজন আরেকজনের উপর পড়তে লাগল। এতে হযরত খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি মুসাফাহা না করেই কক্ষে চলে গেলেন। বললেন, কি এদের স্বভাব! নিয়ম নেই, শৃংখলা নেই। বলে দিলাম, তবুও কোন পরোয়া নেই। আবার দুর্নাম করে যে, হুযুরের আখলাক ভাল নয়। ওদের জন্য কষ্ট করে বোধহয় মরেই যেতে হবে। এতটুকু পর্যন্ত বললাম যে, আপনাদের কষ্ট করতে হবে না আমিই আসব। এক ঘন্টা প্রয়োজন হলেও সকলের সাথে মুসাফাহা করে তারপর যাব। তবুও হাংগামা করো না। কিন্তু কে শুনে আমার কথা! কারো সুবিধা-অসুবিধার কোন বিচার-বিবেচনা নেই, মনে যা চায় তাই করে— কে মরল আর কে বাঁচল, তার খবর রাখে কে? এমন হাংগামার মধ্যে কোন মানুষের

দাঁড়িয়ে থাকাও তো সম্ভব নয়। আমার তো আশংকা হয়েছিল যে, প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারব কি না। এরপর আর এক মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। যে কোন বিদআতই কষ্টদায়ক। নামাযের পর মুসাফাহা করার প্রথাও বিদআত। পক্ষান্তরে যে কোন সুন্নতই ইহ-পরকালের শান্তি নিহিত। যারা আমাকে কঠোরতা পরিহার করে কোমলতা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাদেরকে এই দৃশ্যটি এক নজর দেখে যাওয়ার অনুরোধ করি। এছাড়া স্বভাবগতভাবেও আমি এসব হাংগামাকে অপছন্দ করি। সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যেন অন্যের কোন কষ্ট না হয়। এমন টানা-হেঁচড়ার মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা মস্ত বড় ষাড়ও পড়ে যাবে। সকলেই যদি আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে আমি নিজেই তো তাদের কাছে গিয়ে মুসাফাহা করতাম। সময় মত কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি কিন্তু এখন তো বেকার দাঁড়িয়ে আছে। তখন তারা এতই তাড়াহুড়া করছিল যে, মনে হয়েছিল। পিছন থেকে কোন সৈন্য-সামন্ত তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে।

তবে পাঞ্জাবের পীরদের সাথে এমন আচরণ করা যায়। কারণ তারা এতে খুশী হন। কিন্তু আমার এসব পছন্দ হয় না। আমি তো এমন বুযুর্গদেরকে দেখেছি, যারা এমন ভাবে থাকতো যে, মনে হতো তাঁরা কিছুই নয়।

হযরত বললেন যে, একদিন এক গ্রাম্য লোক মজলিসের সকল লোকদেরকে ডিংগিয়ে আমার দিকে আসতে লাগল। আমি বললাম, আরে ভাই! কিছু বলার থাকলে তো সেখান থেকেই বলতে পার। এতগুলো মুসলমানকে কষ্ট দিয়ে সামনে আসছ কেন? লোকটি বলল ঃ হযরত মুসাফাহার জন্য এসেছি। বললাম, আরে আল্লাহর বান্দা! মুসাফাহা কি ফরয? ওয়াজিব? যে তুমি এতগুলো মানুষকে কষ্ট দিয়ে মুসাফাহা করবে? একটি মুস্তাহাবের এতটুকু গুরুত্ব! মনে রেখ, মুসাফাহা করা মোস্তাহাব আর অন্যকে কষ্ট না দেয়া ফরয। কিন্তু অন্যকে কষ্ট দেয়া যে, মারাত্মক গুনাহ, একথা আজ মানুষ বেমালুম ভুলেই গিয়েছে। আদব-তমীজের খবর নেই, জায়েয-নাজায়েযের কোন ভেদাভেদ নেই।

(আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা, খঃ ১, পৃঃ ২৯৮)

এক ব্যক্তির মুসাফাহার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা

এক ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বললও না, বসলও না। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার তুমি কিছু বলও না, বসও না, দিব্যি দাঁড়িয়ে রইলে! লোকটি বলল, হযরত মুসাফাহার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হযরত বললেন, আশ্চর্য! তুমি না বললে আমি কি করে বুঝব যে, তুমি কেন এসেছ আর কেনই বা দাঁড়িয়ে আছ? লোকটি বলল, এই তো এই জন্যই দাঁড়িয়ে রইলাম। হযরত বললেন, আমি কি বলছি তা বুঝতে চেষ্টা কর। সোজা কথাটাকে অত পেঁচাও কেন? আমার কথা বুঝে তার পর উত্তর দাও। আমার প্রশ্ন হলো, তুমি না বললে, আমি কিভাবে বুঝব যে, তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছ? লোকটি বলল, হুযুর! ভুল হয়ে গেছে। হযরত বললেন, এতো আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। তোমার এই ভুলের কারণে তো আমি পেরেশান হলাম। এবার লোকটি বললো, আমি নিজেও এতে পেরেশান হয়েছি। (আলইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যা, খঃ ২, পৃঃ ৭১)

মুসাফাহা সালামের সম্পূরক

إِنَّ مِنْ تَحِيَّاتِكُمُ الْمُصَافَحَة

অর্থাৎ— মুসাফাহা সালামের সম্পূরক। আর সালামের জন্য যেহেতু নির্দিষ্ট নিয়ম–নীতি আছে; তাই মুসাফাহার জন্য নিয়ম–নীতি থাকা চাই। কতক অবস্থায় সালাম করা নিষিদ্ধ যেমন ঃ খাওয়ার সময়, আযানের সময় ইত্যাদি। মোটকথা ব্যস্ততার সময় সালাম দেয়া উচিত নয়। এতে বুঝা যায় যে, ব্যস্ততার সময় মুসাফাহা করাও উচিত নয়।

কোন এক সোমবার মাগরিবের নামাযের পর সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা রাত একটায় রেল যোগে 'মেউ' নামক শহরে রওয়ানা হবো। হযরত পথিমধ্যে এক ষ্টেশন নেমে ফতেহপুর তালনারজায় যাবেন আর খাদেমগণ সরাসরি 'মেউ'তে চলে যাবেন এবং দুপুরের সময় হযরত সেখান থেকে মেউ উপস্থিত হবেন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী একটার গাড়ী ধরার জন্য আমরা ষ্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হলাম। বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অনেক লোকের সমাগম

হলো। রওয়ানা হওয়ার সময় একবার মুসাফাহা হয়। ষ্টেশন পৌঁছে আবার মোসাফাহার জন্য হাংগামা শুরু হয়ে যায়। হযরত চিৎকার করে বলতে লাগলেন, মিয়ারা! একটি কাহিনী আর একটি মাসআলা শোন। কাহিনীটি এই ঃ

কোন এককালে দুষ্ট প্রকৃতির একদল ছেলে এ উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন করল যে, শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার আমরা আমাদের হাতে তুলে নিব। অতঃপর তারা গোটা শহরের নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিল। কিছুদিন পর সংগঠনের একটি ছেলে একজন বহিরাগত লোককে সালাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহর থেকেই বের করে দিল। (মুচকি হেসে হযরত বললেন) অনুরূপভাবে তোমরাও বুঝি আমাকে তেমনি বের করে দিতে চাও! কিন্তু মোসাফাহা করে আমাকে বিরক্ত করা কি প্রয়োজন, আমি তো এমনিতেই বের হয়ে যাব।

আর মাসআলাটি হলো, হাদীছে এসেছে যে, 'মুসাফাহা সালামের সম্পূরক' তাহলে সালামের জন্য যেমন কতিপয় নিয়ম–নীতি আছে, অনুরূপভাবে মুসাফাহার জন্য ও নিয়ম–নীতি আছে। সারকথা ব্যস্ততার সময় মুসাফাহা করে কাউকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে না। (হুসানুল আযীয খঃ ৪, পৃঃ ২১৬)

আংগুলে মহব্বতের রগ থাকা সম্পর্কিত হাদীছটি ভিত্তিহীন

আংগুলে চাঁপ দিয়ে মুসাফাহা করার নিয়মটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং 'আংগুলে মহব্বতের রগ থাকে' এই হাদীছটি বানোয়াট বা ভিত্তিহীন।

(হুসানুল আযীয খঃ ৪, পৃঃ ২৩৬)

মজলিসের আদব

কারও একাগ্রতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না

আদব ঃ যদি কারও অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন হয় তাহলে এমন জায়গায় এমন ভাবে বসবে না, যাতে সে লোক তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে বলে মনে করতে পারে। কারণ তাতে অনর্থক তার মনে অস্থিরতা জাগবে এবং একাগ্রতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে, বরং তার চক্ষুর আড়ালে দুরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে বসবে।

আদব ঃ কেউ তোমাকে শেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বললে তার কথা সম্পূর্ণ না শুনে উঠবে না। নচেৎ আলোচনার অপমূল্যায়ন ও আলোচকের মনে ব্যথা দেয়া হবে।

আদব ঃ কারও নিকট বসতে হলে এমন ভাবে গা ঘেষে বসবে না যাতে সে বিরক্ত হয়। এতটুকু দূরেও বসবে না যাতে কথা বার্তা বলতে ও শুনতে কষ্ট হয়।

আদব ঃ অযথা কারো পিছনে এসে বসবে না, এতে তার খুব অস্বস্তি বোধ হয়। উঠতে বসতে সর্বাবস্থায় কাউকে সম্মান দেখাবে না। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয় যে, যখন সম্মান দেখাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন সম্মান দেখান সম্ভব হয় না। তাই এমন না করাই ভাল।

কারো অযীফার সময় বসার আদব

আদব ঃ অযীফা পাঠকালে কারো অতি নিকটে (গা ঘেষে) বসবে না, কারণ এতে অযীফা পাঠকারীকে অন্যমনস্ক করে ফেলায়, অযীফা পাঠে বিঘ্ন ঘটে। অবশ্য কেউ নিজ স্থানে বসে থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

আদব ঃ একজন তালবেইলম বাজারে যাওয়ার অনুমতি নিতে এসে দাঁড়িয়ে রইল, এ সময় আমি কোন একটা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার অপেক্ষায় তার এ দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার নিকট খুবই বোঝা (অসুবিধা) মনে হচ্ছিল। আমি তাকে বুঝালাম, এরূপ দাঁড়িয়ে থাকায় মেযায খারাপ হয়। তোমার উচিত ছিল আমাকে ব্যস্ত দেখে বসে যাওয়া এবং যখন অবসর হই তখন কথা বলা।

আদব ঃ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে কাজের লোকের নিকট অকেজো লোক গিয়ে বসে থাকার ফলে কাজের লোক বিরক্ত হয় এবং তার একাগ্রতায় বাঁধা পড়ে। বিশেষ করে যখন অকেজো ব্যক্তি তার কাজে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরিলক্ষণ করে, তাই এমন আচরণ থেকে বেঁচে থাকা চাই।

সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বসার আদব

আদব ঃ যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে যাও, তাহলে দীর্ঘ সময় সেখানে বসা কিংবা কথা বলা ঠিক নয়, কারণ এতে সে বিরক্তি বোধ করতে পারে কিংবা তার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

আদব ঃ এমন জায়গা যেখানে অন্য লোকজন বসে আছে, সেখানে থু থু ফেলা কিংবা নাক সাফ করবে না। প্রয়োজন হলে এক পার্শ্বে গিয়ে সেরে আসবে।

আদব ঃ মানুষের বসা অবস্থায় ঝাড়ু দিবে না।

কথা বলার আদব

কথাবার্তা পরিস্কার ও স্পষ্ট বলা চাই

আদব ঃ কিছু লোক এমন আছে যারা পরিস্কার ও সোজা ভাবে কথা বলে না, ইঙ্গিতে ও প্যাচিয়ে কথা বলাকে ভদ্রতা মনে করে, অথচ শ্রোতার অনেক সময় উহা বুঝতে অসুবিধা হয় কিংবা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা থাকে ফলে বর্তমানে কিংবা পরিণামে দুর্দশা ভোগ করতে হয়। সুতরাং কথা খুবই স্পষ্ট বলা চাই।

আদব ঃ কারো সাথে কথা বলতে হলে সামনের দিক থেকে কথা বলবে, পিছন দিক থেকে কথা বলার দ্বারা শ্রোতা বিরক্ত হতে পারে।

আদব ঃ পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে এমন কোন বিষয় যদি কারও সঙ্গে পুনর্বার আলোচনা করতে হয় তাহলে পূর্বাপর খুলে বলবে, আগের কথার উপর নির্ভর করে অসম্পূর্ণ কথা বলবে না। কারণ হতে পারে আগের আলোচনা সে ভুলে গিয়েছে। ফলে সে ভুল বুঝবে অথবা বুঝতে গিয়ে চিন্তিত হবে।

আদব ঃ কিছু লোক আছে কারো পিছনে বসে গলা খাখা ও কাঁশি দেয় যাতে সে তার প্রতি মনোযোগ দেয় এবং তার কথা শ্রবণ করে। এতে সে ভীষণ কষ্ট পাবে, এর চেয়ে সুন্দর হলো যা বলার সামনে গিয়ে বলবে। কাজে রত ব্যক্তির নিকট বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এভাবে গিয়ে বসাও উচিত নয়, কারণ এতে অনেক সময় সে বিরক্তি বোধ করতে পারে। সে যখন কাজ থেকে অবসর হবে নিকটে গিয়ে যা বলার বলবে এবং তার কথা শুনবে।

আদব ঃ এমন কিছু লোক আছে যারা কথা বলার সময় আংশিক কথা উচ্চস্বরে ও আংশিক কথা এতই নিম্ন স্বরে বলে যে, হয়তো শ্রোতা তার কথা শুনতেই পায় না। যদিও শুনে কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এ উভয় অবস্থাতেই শ্রোতা ভুল বুঝতে পারে অথবা সন্দেহের মধ্যে

পড়তে পারে যা খুবই অসহনীয় ও আপত্তিকর। সুতরাং বক্তব্যের প্রতিটি অংশ খুবই পরিস্কার করে বলা উচিত।

আদব ঃ একজন নবাগত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কখন যাবেন? তিনি জবাব দিলেন, যখন নির্দেশ হবে। এতে বুঝা গেল যে, এটা একটা নিরর্থক জবাব। কারণ খুলে না বললে এটা বুঝা সম্ভব নয় যে, আপনার মানষিক অবস্থা কি, হাতে কি পরিমাণ সময় আছে অথবা এখানে আসার উদ্দেশ্যই বা কি, তাই আপনার উচিত উত্তরের মধ্যে নিজের ইচ্ছার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। আর যদি বুজুর্গকে সম্মান করার বা আনুগত্য দেখাবার তাকিদে এরূপ বলতেই হয় তবে নিজের নির্ধারিত সময় তাঁকে জানিয়ে বলবেন আমার ইচ্ছা এরূপ এখন আপনি অনুমতি দান করেন। মোটকথা এমন জবাব দিবে না যা প্রশ্নকারীর বুঝতে অসুবিধা হয়।

আদব ঃ কথা সর্বদাই স্পষ্ট করে বলবে। লৌকিকতা করে ভূমিকা সাজাবার চেষ্টা করবে না।

আদব ঃ নিষ্প্রয়োজনে কারো মাধ্যমে সংবাদ পাঠাবে না। কিছু বলার থাকলে নিজেই সরাসরি বলবে।

আদব ঃ কিছু লোক এমন আছে যাদের তাবীয প্রয়োজন হলে শুধু এতটুকুই বলে যে, আমাকে একটা তাবীয দিন। কিন্তু কি জন্য তাবীয প্রয়োজন, তা প্রশ্ন না করা পর্যন্ত বলে না। এতে তাবীয দাতার তাবীয দিতে খুবই কষ্ট হয়।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চিত না হয়ে উত্তর দিবে না

আদব ঃ একটি ছাত্রকে এক চাকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে এখন কি করছে? ছাত্র উত্তরে বলল, সে শুয়ে রয়েছে। পরে জানা গেল সে নিজ কামরায় জেগে আছে। তারপর ছাত্রকে বলা হলো, প্রথমতঃ একটি ধারণামূলক বিষয়কে সুনিশ্চিত মনে করা এক প্রকার ভুল। যদি কোন একটা বিষয়কে অনিশ্চিত বলে মনে হয়, তাহলে সম্বোধনকারীকে অনিশ্চিত ভাবেই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়, এরূপভাবে বলা যে, সম্ভবতঃ সে শুয়ে রয়েছে।

অন্যথায় সবচেয়ে এই উত্তরটাই ভাল যে, আমার জানা নাই আমি দেখে বলব। তারপর যাঁচাই করে সঠিক উত্তর দিবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহার একটি খারাপ দিকও রয়েছে, তাহলো যদি আমি এরপরে তার জেগে থাকাটা না জানতে পারতাম এবং এই খেয়ালেই থাকতাম যে সে শুয়ে আছে, অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে সে ঘুমিয়ে আছে মনে করে বিশেষ প্রয়োজনেও ডাকাটা ঠিক মনে করতাম না। অথচ তার খুবই প্রয়োজন আবার সে জেগেও আছে। কেননা ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো নির্দয়তার পরিচয়। এ সমস্ত কিছু চিন্তা করে বিশেষ কাজটি ফেলে রাখতাম আর মনে মনে অস্বস্তিবোধ করতাম। আর অনিশ্চিত ভাবে সংবাদদাতার উপরে রাগ হত, এর একমাত্র কারণ বিনা যাঁচাইয়ে সংবাদ দিয়ে দেওয়া। তাই উচিত হলো, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে সঠিক খবর বলা আর না জানা থাকলে না বলে দেয়া। তাই এ সকল ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আদব ঃ কারও শোক-দুঃখ কিংবা অসুস্থতার সংবাদ শুনলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কাউকে জানাতে নেই, বিশেষ করে তার আত্মীয় ও প্রিয়জনদের নিকট বলবে না।

আদব ঃ এক ব্যক্তি আসল, জিজ্ঞেস করা হল কি মনে করে আসলেন? কিছু বলবেন কি? উত্তর দিলেন কিছু বলব না ; শুধুমাত্র সাক্ষাতের জন্যই এসেছি। কিন্তু মাগরিবের পর সুন্নাত পড়ারও পূর্বে যখন সে ব্যক্তি চলে যেতে চাইলেন তখন আমার নিকট একটি তাবীযের আবেদন রাখল। তখন আমি বললাম, প্রত্যেকটা কাজের জন্য একটি সময় সুযোগ আছে। এখন তাবীয লেখার সময় না। যখন আপনি আসলেন তখনই জিজ্ঞেস করলাম আপনার কিছু বলার আছে? তখন আপনি বলেছিলেন শুধুমাত্র সাক্ষাতের জন্যই এসেছি। আবার এই মুহূর্তে এ আবেদন কিভাবে রাখছেন? সেই সময় জিজ্ঞেস করার সাথে সাথেই বলা দরকার ছিল। লোকেরা এইরূপ করাটাই আদব বলে মনে করে, কিন্তু আমার মতে এটা বড়ই অশোভনীয়। এইরূপ করার অর্থ এই দাড়ায় যে, আমি তার চাকর। যে সময় ইচ্ছা আদেশ করবে আর আমি উহা পালন করব। আপনিই একটু চিন্তা করে দেখুন, আমার এসময় কত কাজ আছে। প্রথমতঃ সুন্নত ও নফল নামায পড়া, তারপর

যাকিরীনদের কিছু বলা ও তাদের থেকে কিছু শোনা, তারপর মেহমানদেরকে খানা খাওয়াতে হবে। আফসূসের বিষয় বর্তমানে ভদ্রতা ও আদব-কায়দা উঠে গেছে।

এখন কথা হলো, তাবীযের জন্য পরে আসবেন, আর মনে রাখবেন যখন কারো নিকট যাবেন তার নিকট প্রথমেই নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবেন। বিশেষ করে তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার এ একটা অভ্যাস যে, কেহ আমার নিকট এলে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করে নেই যাতে কিছু বলার থাকলে সে যেন বলে দেয় যে, আমি এ প্রয়োজনে এসেছি। ইহাতে আমারও কষ্ট হয় না আর তারও কষ্ট হয় না।

নীরব না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কথা বলা আরম্ভ করেন না

আদব ঃ একজন মুরীদকে পীর সাহেব সবক দিচ্ছিলেন, সবক শেষ হওয়ার পূর্বেই সবকের মাঝে মুরীদ তার স্বপ্নের কথা আলোচনা করতে শুরু করে দিল। তাকে বলা হলো এটা কেমন কথা যে, একটি বিষয়ের কথা শেষ হতে না হতেই অন্য বিষয়ের কথা শুরু করে দিলে।

سخن راسرست اے خردمند وبن ؛ میاور سخن درمیان سخن
خداوند تدبیر و فرہنگ ہوش ؛ نگوید سخن تا نہ بیند خموش

অর্থ ঃ জ্ঞানীদের কথার শুরু ও শেষ আছে, একটি কথার মাঝখানে অন্য কথা বলতে শুরু করো না। আর লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত নীরব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কথা বলা আরম্ভ করে না।

সবকের মাঝখানে কথা বলার অর্থ এই দাড়ায় যে, স্বপ্নকে ব্যক্ত করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আর তোমার নিকটে সবকটা ছিল একটি অতিরিক্ত বিষয়। মনে হচ্ছে যে, এতক্ষণ যাবত আমার বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে বিফলে গেল। ভবিষ্যতে আর কোন কথার মাঝখানে কথা শুরু করবে না কেমন? এখন যাও পরে বাকীটুকু বলবো। এ মুহূর্তে তোমার নিকট সবকের অমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

আদব ঃ বক্তা যে দলীলের মাধ্যমে কোন বিষয় খণ্ডন করেছে কিংবা কোন দাবীর উল্টো প্রমাণ করেছে তোমার সে দলীলের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হুবহু সে দলীল বা দাবীর পুনরাবৃত্তি করার ফলে বক্তা মনে কষ্ট পায়। তাই এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

আদব ঃ খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম মুখে আনবে না যা শুনে অন্য লোকের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দুর্বল নাড়ির লোকের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আদব ঃ যদি কারো সম্পর্কে গোপনে আলাপ করতে হয় এবং সেই ব্যক্তি আশে পাশে উপস্থিত থাকে, তাহলে তার প্রতি হাতে কিংবা চোখে ইশারা করে কথা বলবে না। কারণ এতে তার অযথা সন্দেহের সৃষ্টি হবে, তবে এর জন্যে শর্ত হলো আলোচনা শরীয়ত সম্মত হতে হবে আর যদি সে আলোচনা বৈধ না হয়, তাহলে সে সম্পর্কে কথা বলাই গোনাহ্।

কথা শুনার আদব

কথা না বুঝে কাজ করার ফলে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের কষ্ট হয়

আদব ঃ অপরের কথা খুবই ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত। কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকলে পুনরায় বক্তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া চাই। না বুঝে শুনে অনুমান করে কাজ করবে না। কোন কোন সময় না বুঝে কাজ করার ফলে বক্তার কষ্ট হয়।

আদব ঃ এক মুরীদকে যিকির ও ওজিফা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হলো, নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাকে না পেয়ে কিছু বলার জন্য ডাকা হল (পরস্পরের মাঝে কিছু দূরত্ব ছিল)। যিকিরকারী ব্যক্তি জী বলে উত্তর দেওয়া ব্যতিরেকেই ওখান থেকে আহ্বানকারী ব্যক্তির নিকটে আসার জন্য রওয়ানা হলো। আহ্বানকারী মনে করলেন সে হয়ত শুনতে পারে নাই, বিধায় পুনরায় ডাকলেন। ইতিমধ্যে সে সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন— কেন উত্তর দিলেন না? আমি কি তোমার উত্তরের উপযুক্ত নই? উত্তর দিলেই তো আহ্বানকারী জানতে পারে যে আহুত ব্যক্তি শুনেছে, আর উত্তর না দেওয়ার কারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে পুনরায় ডাকতে হয়, আবারো ডাকতে থাকে।

তাই তোমার অবহেলা করে উত্তর না দেয়ার কারণে অপরের কষ্টে পড়তে হলো। মনে হয় তোমার মুখকে কথা বলতে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে ইলেমের চর্চা প্রত্যেক জায়গাতেই হচ্ছে তবে, ভদ্রতা ও চরিত্রের শিক্ষা নাই বললেই চলে। তোমার এ আচরণে আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই পরে এসো তখন সময় দিব। আর উপদেশগুলো মেনে চলার চেষ্টা করো।

কেউ কথা বললে মনোযোগ সহকারে শুনবে

আদব ঃ যখন তোমার সাথে কেউ কথা বলে তখন তার কথার প্রতি অমনযোগী না হওয়া উচিত। এতে বক্তার অন্তরে আঘাত পায়। বিশেষ করে যখন তোমারই উপকারের জন্য কথা বলে বা তোমারই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে খুবই মনযোগী হওয়া প্রয়োজন। আর তোমার সাথে বক্তার অন্তরঙ্গতা থাকুক বা নাই থাকুক, বক্তা যখন কথা বলে তখন অন্যমনস্ক হওয়া বড় অন্যায়।

আদব ঃ তোমাকে কেউ কোন কাজ করে দিতে বললে মুখে স্পষ্টভাবে "হাঁ" অথবা "না" বলে দিবে, যেন নির্দেশদাতা তোমার ব্যাপারে এক দিক নিশ্চিত হতে পারে। এমন যেন না হয়, নির্দেশদাতা মনে করেছে তুমি শুনেছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি শুন নাই, অথবা মনে করেছে তুমি সে কাজ করবে, অথচ তোমার কাজটি করার মোটেও ইচ্ছে নেই। এমতাবস্থায়, এ ব্যক্তি অযথা তোমার উপর নির্ভর করে থাকল।

আরও কতিপয় আদব

উস্তাদের কথা শ্রবণ সম্পর্কে আদব

আদব ঃ কেউ তোমার সামনে তোমার ওস্তাদকে মন্দ বললে তখন তুমি নিস্তব্ধ হয়ে শুনে থাকবে না, বরং সাধ্যানুসারে তার কথার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবে। আর সাধ্য না থাকলে সেখান থেকে উঠে চলে আসবে। (ফুরুউল ঈমান পৃঃ ১২)

আদব ঃ উস্তাদের কথা খুব একাগ্রচিত্তে ও মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং ওস্তাদ অভিমূখী হয়ে বসবে, এদিক ওদিক তাকাবে না।

(ফরুউল ঈমান পৃঃ ১২)

আদব ঃ ওস্তাদ আলোচনা করার সময় ছাত্রদের জন্যে আদব হলো, সর্বক্ষণ ওস্তাদের প্রতি মনোযোগ রাখবে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখবে.। অন্য কাজে মগ্ন হবে না। স্থির হয়ে চুপ করে শুনবে। চক্ষু ওস্তাদের চেহারায় ও কর্ণ ওস্তাদের আলোচনায় নিবদ্ধ রাখবে, মন মস্তিষ্ক সজাগ ও উপস্থিত রাখবে, উদ্দম ও সতর্ক থাকবে। (ফজলুল বারী পৃঃ ১১, ৩য় খণ্ড)

আদব ঃ ওস্তাদের আলোচনা শ্রবণ করার পর কোন কথা বুঝতে না পারলে নিজের মেধা ও মনোযোগের ত্রুটি মনে করবে, কিন্তু ওস্তাদের ত্রুটি মনে করবে না। (ফরুউল ঈমান পৃঃ ১২)

শরীয়ত বিরোধী আওয়ায শ্রবণ সম্পর্কে আদব

আদব ঃ গান-বাদ্য শুনবে না, কেননা উহাতে অন্তর নষ্ট হয় যায়। কারণ মানুষের অন্তরে কু-অভ্যাস প্রবল। আর গান বাদ্যের আওয়ায পেলে ঐ সুপ্ত অবস্থা আরও প্রবল হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, পাপের সূচনাও পাপের অন্তর্ভুক্ত। (তালিমুদ্দীন ও বেহেস্তী জেওর ৭ম খণ্ড)

আদব ঃ অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের আওয়ায অনিচ্ছাসত্বেও কানে আসলে কান বন্ধ করে রাখবে। (আনফাসে ঈসা পৃঃ ৩২৭)

আদব ঃ মহিলাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, যাতে তাদের আওয়ায পর পুরুষের কানে না পৌছে। (ফুরুউল ঈমান, পৃঃ ১২)

কথা শ্রবণের বিবিধ আদব

আদব ঃ কেউ তোমাকে শেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বললে তার কথা সম্পূর্ণ না শুনে উঠবে না। নচেৎ আলোচনার অপমূল্যায়ন ও আলোচকের মনে ব্যথা দেওয়া হবে। (রাহমাতুল মোঃ)

আদব ঃ কেউ যদি তোমাকে অন্য ব্যক্তি মনে করে সে ব্যক্তির নামে ডাকে এবং তুমি তা বুঝতে পার যে, তোমাকে ডাকছে না তাহলে তুমি চুপ করে থাকবে না, বরং তৎক্ষণাৎ নিজের নাম বলে দিবে, যেমন আমি বেলাল। তাহলে আহ্বানকারী বিভ্রান্ত ও পেরেশান হবে না। (রাঃ মোঃ)

আদব ঃ কোন সমাবেশে বয়ান হতে থাকলে বয়ানের প্রতি মনোযোগ রাখবে। কারো সাথে কথা বলবে না। কারণ এতে উপেক্ষা ও অভদ্রতা প্রকাশ পায়। (রাহমাতুল লিল মোতায়াল্যেমীন)

আদব ঃ কেউ আড়াল থেকে ডাকলে শ্রবণমাত্রই উত্তর দিবে, আমি আপনার ডাক শুনছি। সে তোমাকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে আর তুমি চুপ করে আছ এমন যেন না হয়। (রাঃ মোঃ)

আদব ঃ কেউ কোন কাজ করতে বললে ভাল ভাবে বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করবে। যাতে কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় এবং চিন্তিত হতে না হয়। কাজ শেষ করার পর জানিয়ে দিবে যে, আমি কাজ শেষ করেছি যাতে সে তোমার অপেক্ষায় না থাকে এবং তুমি নিজেও দায়িত্বমুক্ত হতে পার। (রাঃ মোঃ)

আদব ঃ কথা শুনার পর যদি কোন কথা বুঝে না আসে তাহলে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করে নিবে। না বুঝে 'জি হাঁ' 'খুব ভাল' 'ধন্যবাদ' ইত্যাদি বলবে না। যদি অন্ধকার অথবা আড়ালের কারণে স্বর কিংবা অবস্থা দ্বারা চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে তুমি কে? তখন উত্তরে 'আমি' বলবে না, বরং নিজের নাম বলে দিবে, যথা ঃ 'আমি খলীল'। (রাঃ মোঃ)

আদব ঃ কোন কথা শুনলে সে কথা বুঝে চিন্তা করে উত্তর দিবে' উঠাবসা সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখবে যাতে তোমার দ্বারা কারও কষ্ট না হয়, কখনও অস্পষ্ট কথা বলা উচিত নয়। প্রশ্ন ভালভাবে বুঝে পরিস্কার ও পরিপূর্ণ উত্তর দেওয়া চাই যাতে প্রশ্নকারীর বারংবার প্রশ্ন করে বিরক্ত হতে না হয়। (কামালাতে আশ্রাফী পৃঃ ১৫০ প্রথম খণ্ড)

কথার উত্তর না দেয়া বে-আদবী

আদব ঃ কথা শুনেও উত্তর না দেওয়া চরম বে-আদবী। এভাবে উত্তরে বিলম্ব করে কাউকে অপেক্ষার যাতনায় ফেলাও বে-আদবী।

(কামালাতে আশ্রাফী ১২৪ পৃঃ ১ অংশ)

আদব ঃ কথা শুনে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলে জবাব দেয়া উচিত।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি একটি কাগজের টুকরা দিলে হযরত থানবী উহাতে তাবীয লিখে ব্যবহার পদ্ধতি বলে দিলেন। লোকটি পদ্ধতি শুনে কোন উত্তর দিল না। ফলে হযরত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি যে নিয়ম বলেছি শুনেছ কি? লোকটি বলল ঃ জ্বি শুনেছি। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তাহলে তুমি হ্যাঁ, অথবা 'না' কোন একটা জবাব দিলে না কেন? অন্ততঃ এতটুকু তো বলতে

পারতে ধন্যবাদ। সে উত্তর দিল ঃ আমি কম শুনতে পাই। হযরত বললেন ঃ তুমি না একটু পূর্বে বলেছ 'আমি নিয়ম শুনেছি' আশ্চর্য! তুমি না শুনেই বললে ঃ আমি শুনেছি। তোমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল আমি কম শুনতে পাই। পরিস্কার করে বলুন। সে বলল ঃ কম শুনেছি। হযরত বললেন ঃ যতটুকু শুনেছ ততটুকুর জবাব দিতে তাহলে প্রশ্নকারী আশ্বস্ত হতে পারত। এবার লোকটি বলল ঃ আমার ভুল হয়েছে। হযরত বললেন ঃ এমন ভুল আর কখনও করবে না। কারণ ভুল কখনও কাহিনীতে পরিণত হয়, যেমন এখন হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত বললেন ঃ এ সকল নিরীহ লোকদের কোন দোষ নেই দোষ হলো বড়দের, কারণ তাঁরা কখনও এদেরকে টোকে না। এ কথা শুনে লোকটি বললো ঃ জ্বি হ্যাঁ, আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন, কারণ আপনি পীর মানুষ। সুতরাং আপনার কথার প্রতিবাদ করবে কে? হযরত তখন আক্ষেপ করে বললেন ঃ আল্লাহর বান্দা! আমি তোমাকে মানবতা শিক্ষা দিচ্ছি। আর তুমি আমাকে যালিম সাব্যস্ত করছ! আমি কি কোন অন্যায় কথা বলেছি! (আল এফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪)

সাক্ষাতের আদব

উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানো উচিত

আদব ঃ কারও নিকট যেতে হলে সালাম দিয়ে অথবা কথা বলে কিংবা একেবারে তার সামনে গিয়ে বসবে নতুবা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবে যাতে সে তোমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তার অজান্তে কিংবা তার চক্ষুর অন্তরালে কোথাও বসে থাকবে না। কেননা সম্ভবতঃ সে এমন কোন আলোচনায় রত রয়েছে যা তোমাকে শুনানো তার কাম্য নয়। সুতরাং কারও অজ্ঞাতসারে তার কোন গুপ্তভেদ জেনে নেয়া চরম অপরাধ ও অসংগত আচরণ।

কারণ, হতে পারে তোমার উপস্থিতি না জেনে সে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। তাই এ–অবস্থায় সেখান থেকে কেটে পড়বে। তেমনি ভাবে তোমাকে ঘুমন্ত ভেবে যদি সে এ ধরণের আলোচনায় লিপ্ত হয় তাহলে, তৎক্ষণাৎ নিজের জাগ্রত অবস্থা প্রকাশ করে দিবে। কিন্তু যদি তোমার কিংবা অন্য কোন মুসলমানের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে তাহলে, ভালভাবে কান পেতে শুনবে যেন, প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করতে পারে।

সাক্ষাতের পূর্বেই অবস্থা জেনে নিবে

আদব ঃ অনেক সময় কিছু খেদমত অন্যের থেকে নিতে পছন্দ লাগে না; বরং যার খেদমত করা হয় তিনি খেদমত দ্বারা কষ্ট পান। এমন মুহূর্তে খেদমত করার জন্যে খুব বেশী পীড়াপীড়ি করবে না। তিনি খেদমত পছন্দ করেন কি–না সেটা তাঁর প্রকাশ্য নিষেধ অথবা আলামত দ্বারা বুঝা যাবে।

আদব ঃ যার সাথে সংকোচমুক্ত হওয়া যায় না তার সাথে দেখা হলে বাড়ীর খোঁজ–খবর জিজ্ঞাসা করতে নেই।

আদব ঃ যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে যাও, তাহলে দীর্ঘ সময় সেখানে বসা কিংবা কথা বলা ঠিক নয়, কারণ এতে সে বিরক্তি বোধ করতে পারে কিংবা তার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

আরও কতিপয় আদব

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করবে

আদব ঃ কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করবে ; বরং হেসে দেখা করাই সঙ্গত যাতে সে খুশী হয়।

(তালিমুদ্দীন পৃঃ ১০২)

আদব ঃ নতুন কোন জায়গায় গেলে তাদেরকে কয়েকটি জিনিষ জানিয়ে দিবে তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এবং কেন এসেছ?(এফাজাত পৃঃ ২৬৫)

সাক্ষাতের বিবিধ আদব

আদব ঃ যার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে সে যদি কোন কাজে রত থাকে তাহলে যাওয়া মাত্রই নিজের বক্তব্য শুরু করে দিবে না; বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। যখন সে তোমার প্রতি মনোনিবেশ করবে তখন তোমার বক্তব্য পেশ করবে।

আদব ঃ কারও নিকট এমন সময় যাবে না যখন সে নির্জনে যাওয়ার ইচ্ছা করেছে তখন কারও উপস্থিতি তার নিকট বিরক্তিকর মনে হবে।

(কামালাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬)

আদব ঃ কারও সামনে থেকে কোন লিখিত কাগজ কিংবা কিতাব নিয়ে দেখবে না। কারণ সেটা যদি লিখিত কাগজ হয় তাহলে হতে পারে সেখানে কোন গোপনীয় কথা লিখিত রয়েছে। আর যদি ছাপানো কিতাব হয় তাহলে হতে পারে সেখানে এমন কোন কাগজ রয়েছে যাতে গোপনীয় কথা আছে।

আদব ঃ কেউ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে মজলিসে জায়গা না থাকা সত্বেও তুমি আপন স্থান থেকে একটু সরে বসবে। এতে সাক্ষাৎকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। (তালিমুদ্দীন- পৃঃ ৯৯)

আদব ঃ মানুষের সাথে ভদ্র ও সুন্দর ব্যবহার করবে।

(তালিমুদ্দীন পৃঃ ১১১)

আদব ঃ কারও নিকট গেলে তাকে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করবে। নির্বোধ পশুর ন্যায় এসেই চুপ করে বসে পড়বে না। এদিকে খুবই লক্ষ্য রাখবে। (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪)

আদব ঃ প্রত্যেকের উচিত যখন সে নতুন কোন জায়গায় যাবে তখন সাক্ষাতেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনীয় পরিচয় দিয়ে দিবে এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিবে। মেযবানের প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকবে না, তবে মেযবানের কর্তব্য হলো তাকে বিষয়গুলো বলার অবকাশ দেয়া, অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় নিজের কাজকর্ম ছেড়ে দেয়া।

আদব ঃ এক নবাগত ব্যক্তি শুধু মুসাফাহা করে চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত তাকে বললেন ঃ এটা কি কোন মানবতা হলো? নিজের অন্তর খুশী করে অন্যের মনকে চিন্তাযুক্ত রেখে গেলে? কোন নবাগত মানুষ আসলে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, লোকটি কে? কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে আসল? তুমি কি আমাকে প্রতিমা মনে করেছ যে, শুধু হাত লাগিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছ। মনে হচ্ছে যেন আমি অনুভূতিশূণ্য। তখন লোকটি কাতর স্বরে বলল ঃ হুযূর আমার জানা নেই। তখন হযরত বললেন ঃ এসব তো স্বভাবগত বিষয়। এতে জানা না থাকার ওযর কি করে হয়? (আল এফাজাত ৫ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯)

আদব ঃ কিছু লোক এমন আছে, যারা পূর্বে যোগাযোগ ব্যতীত অসময়ে খানা না খেয়ে এসে মেহমান হয়, তখন বাড়িওয়ালার জন্যে খাবার তৈরী করা কষ্ট হয়। যদি দেখা যায় গন্তব্যস্থানে পৌছতে খানার সময় পার হয়ে যাবে তাহলে আগেই খাবারের ব্যবস্থা করে নিবে। তারপর গন্তব্য স্থানে যাবে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই জানিয়ে দিবে যে, আমার জন্য খাবার প্রস্তুতের প্রয়োজন নেই। (এসলাহে ইনকেলাব, পৃঃ ২৫৮)

মেহমানের আদব

কোথাও যাওয়ামাত্রই মেযবানকে প্রোগ্রাম জানিয়ে দিবে

আদব ঃ এমন একজন তালিবে ইলম মেহমান এল সে পূর্বে এসে সাধরণতঃ অন্য বাড়ীতে থাকতো তবে এবার এসে এখানে অবস্থান করতে ইচ্ছে করল কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কথা কারো কাছে প্রকাশ করল না। এ কারণে তার জন্য খানাও পাঠান হলো না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, সে খানা খায় নাই। অতঃপর তাকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, এখানে থাকবে ও খাবে, একথা পূর্বেই তোমার ব্যক্ত করা উচিত ছিল। তা নাহলে কি করে তোমার প্রয়োজনটা বুঝব। কারণ তুমি পূর্বে অন্য বাড়িতে থাকতে। অতএব, এ ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছেটাকে পূর্বেই সরাসরি খুলে বলা দরকার ছিল।

আদব ঃ তুমি যদি কারও নিকট মেহমান হও এবং তোমার খাওয়ার চাহিদা না থাকে। কারণ তুমি পূর্বে খেয়েছ কিংবা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে যাওয়া মাত্রই জানিয়ে দিবে আমি এখন খানা খাব না। সাবধান! এমন যেন না হয়, সে কষ্ট ক্লেশ করে সব কিছুর আয়োজন করল আর খাওয়ার সময় তুমি বললে আমি খাব না। কারণ এতে তার সকল পরিশ্রম বিফলে গেল ও বিরাট আর্থিক ক্ষতি হলো।

আদব ঃ মেহমানের উচিত কোথাও যেতে হলে মেযবানকে জানিয়ে যাওয়া, যাতে খাওয়ার সময় তার খোঁজে মেযবানকে কষ্ট পোহাতে নাহয়

আদব ঃ অনুরূপ ভাবে মেহমানকে মেযবানের অনুমতি ছাড়া কারও তরফ থেকে দাওয়াত কবুল করা উচিত নয়।

আদব ঃ কোন মেহমানের যদি মরিচ কম খাওয়ার অভ্যাস থাকে অথবা কোন বিশেষ খাদ্য বেছে খাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে মেযবানের বাড়ীতে পৌছার সাথে সাথেই এ ব্যাপারে মেযবানকে জানানো উচিত। খানা সামনে আনার পর আপত্তি করা অভদ্রতা।

সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করে দিবে

আদব ঃ কারো কাছে কোন প্রয়োজন নিয়ে গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই প্রকাশ করে দিবে, অপেক্ষায় থাকবে না। অনেক লোকের অভ্যাস হলো, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রয়োজন গোপন রেখে বলে, শুধু আপনার সাথে দেখা করার জন্যে এসেছি। যখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হন এবং বলার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন বলে, আমার কিছু কথা ছিল। এতে তার মনে খুবই কষ্ট পায়।

মেহমানের জন্য অতিরিক্ত কথা বলা ও অতিরিক্তকাজ করা উচিত নয়

আদব ঃ কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে সেখানকার ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপক হিসেবে কখনো নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত নয়। অবশ্য মেজবান কোন বিশেষ কাজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলে তা সম্পন্ন করতে কোন দোষ নেই।

আদব ঃ মেহমানের জন্য অতিরিক্ত কথাবার্তা না বলা উচিত, যেমন এক মেহমান অন্য মেহমানকে বলল, খানা তৈয়ার। একথাও অতিরিক্ত কেননা একথা বলার তার কোন অধিকার নেই।

আদব ঃ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে কোন কিছুর আদেশ দিবে না। কারণ, অনেক সময় জিনিষ থাকা সত্বেও সময়ের অভাবে তা যোগাড় করা সম্ভব হয় না। ফলে মেযবান তা পূরণ করতে পারে না। এতে অনর্থক তাকে লজ্জা পেতে হয়।

আদব ঃ একজন মেহমান মেযবানের খাদেমের কাছে এ কথা বলে পানি চাইল যে, "আমাকে পানি দাও"। হযরত তাকে বললেন, নির্দেশ সূচক শব্দ না বলে অনুরোধ সূচক শব্দ বলা দরকার। শরীয়াত অনুযায়ী এমন করে কাউকেও হুকুম করা ঠিক নয়। এটা খারাপ অভ্যাস। এক্ষেত্রে বলা উচিত ছিল আমাকে দয়া করে এক গ্লাস পানি দিন।

আদব ঃ একবার আমার এখানে এক ব্যক্তি এল, এখানে আসা যাওয়া করে এমন এক লোকের নিকট তার প্রয়োজন ছিল। তাই সে উদ্দেশ্যও সাথে নিয়ে এল, লোকটির সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে চলে যেতে চাইল, তাকে পরামর্শ দেয়া হলো ; সন্ধ্যার দিকে আসলে সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, যাই হউক এ লোকের আচরণে তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। সেখানে আরও কিছু মেহমান ছিল। তারা অন্য কোন কাজে চলে গিয়েছে এবং আসতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছে, ফলে অন্যেরা খাওয়ার সময় তাদের অপেক্ষা করে কষ্ট করেছে এবং বাড়ীতে মহিলারা দীর্ঘ সময় ধরে খানা নিয়ে বসে আছে। এতে তারা খুবই কষ্ট পেয়েছে এবং মনে মনে বিরক্তি বোধ করেছে। তাই স্মরণ রাখবে, যেখানে অন্যের অধীন হয়ে যাবে সেখানে একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কাজে লিপ্ত হয়ে আসল উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়।

আদব ঃ আর এক ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটল। ইশার নামাযের পর তিনি হঠাৎ করে বললেন, আমি এক জায়গা থেকে গায়ে দেওয়ার জন্যে একটি লেপ নিয়ে আসব। তখন তাকে বলা হলো, এ সময় মাদ্রাসায় দরজা বন্দ হয়ে যায়। তারপর তুমি এসে চিৎকার করে সকলের আরাম নষ্ট করবে। তুমি দিনে কোথায় ছিলে? দিনে কি ঘুমিয়ে ছিলে? তাকে গায়ে দেওয়ার জন্যে একটি কাপড় দেওয়া হলো এবং বলা হলো; তোমার এ কাজ করা যখন জরুরী ছিল তখন সকাল থেকে সেরে রাখা উচিত ছিল। মনে রাখবে নিজ প্রয়োজনীয় কাজ সময়মত শেষ করে রাখা উচিত।

আদব ঃ মেহমানের পেট ভরে গেলে কিছু সালন, রুটি রেখে দেওয়া উচিত, যাতে মেহমানের খানা কম পড়েছে মনে করে মেযবান লজ্জিত না হয়।

আদব ঃ যে ব্যক্তি খেতে চলছে অথবা তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকা হয়েছে তার সঙ্গে খাওয়ার স্থান পর্যন্ত যাবে না। কেননা, মেযবান লজ্জায় পড়ে তোমাকে খেতে অনুরোধ জানাবে। তখন তুমি যদি রাজী হও তাহলে মালিকের সন্তুষ্টি ব্যতীত তার খাবার খেলে, আর যদি না খেতে চাও তাহলে

সে অপমানিত হবে। তাছাড়া তোমার উপস্থিতি প্রথমেই মালিকের উদ্বিগ্নতার কারণ হবে। এতে সে কষ্ট পাবে।

আদব ঃ কারো বাড়ীতে কোন প্রয়োজনে (যেমন ঃ কোন বুজুর্গের থেকে কোন তাবারুক নিতে) গমণ করলে এমন সময় তোমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর যাতে তোমার কাংক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মত সময় থাকে। কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা ঠিক বিদায় নেয়ার সময়ই বাড়ীওয়ালাকে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে, ফলে এটা পূর্ণ করা বাড়ীওয়ালার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, সময় কম; অন্যদিকে মেহমানও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই এ অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো তার উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, বাড়ীওয়ালা তার কাজ ছেড়ে মেহমানের আদেশ রক্ষা করাকে অপছন্দ করেন। আবার অন্যদিকে মেহমানের আবেদন রক্ষা না করাকেও তিনি পছন্দ করেন না। ফলে এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালা খুবই মুসীবতে পড়বেন। অতএব, যথা সময়ে নিজ বক্তব্য পেশ করা উচিত, যাতে কাউকে মুসীবতে পড়তে না হয়।

আরও কতিপয় আদব

মেহমানের জন্য প্রেরিত পান কাউকে খাওয়াবে না

আদব ঃ মেহমানের জন্যে প্রেরিত পান অন্য কাউকে খাওয়ানো কিংবা কারো জন্যে পান আনার নির্দেশ দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ অনেক সময় মেযবান এ ধরণের আচরণ অপছন্দ করেন। (আত্যাবলীগ, ২৩৩)

মেজবানের উপর বোঝা চাপানো উচিত নয়

আদব ঃ উলামায়ে কেরাম ও পীর সাহেবানদের এদিকে খুবই লক্ষ্য রাখা চাই যাতে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সকল সঙ্গী নিয়ে মেযবানের বাড়িতে উঠে মেযবানের কাঁধে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো না হয়। মোট কথা, মানুষের মালের ব্যাপারে খুব কমই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমাদের সমাজ বিনষ্ট হতে চলেছে। এ ব্যাপারে গ্রামের লোক অনেক ভাল তারা দাওয়াত বিহীন খায় না, তারা অনামন্ত্রিত কোথাও গেলে খাওয়ার কথা শুনা মাত্রই ছুটে পালায়। (আত্তাবলীগ পৃঃ ২৩১)

মেযবানের আদব

মেহমানের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে মেহমানদারী করবে

আদব ঃ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে লৌকিকতা দেখিয়ে মেহমানের মর্জির খেলাপ মেহমানদারী করা উচিত নয়।

আদব ঃ খাওয়ার দস্তরখানে তরকারীর প্রয়োজন হলে যারা খাচ্ছে তাদের সামনের তরকারীর পাত্র দস্তরখান থেকে উঠিয়ে নিবে না। অন্য পাত্রে করে আনিয়ে নিবে।

আরও কতিপয় আদবসমূহ

আদব ঃ মেহমানের মেহমানদারী ও তার মন জুড়ানোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তিন দিন তার মেহমানদারী পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর মাঝে একদিন **খুব ভালভাবে খাওয়াবে। (তালিমুদ্দীন** পৃঃ ৮৮)

আদব ঃ মেহমানের সামনে খানার জিনিষ ঢেকে নিবে।

আদব ঃ মেহমানকে বিদায়ের সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া সুন্নত

আদব ঃ মেযবান কখনও মেহমানকে কোনঠাসা করে রাখবে না ; বরং তাকে **সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিবে। যাতে** সে যেভাবে ইচ্ছা খেতে পারে, অনেকে **মেহমানের খাওয়ার সময় তাকিয়ে** দেখে কিভাবে খাচ্ছে এবং কি খাচ্ছে, এতে মেহমানের খুবই কষ্ট হয়। (ওয়াযে আসলুল ইবাদাহ পৃঃ ২৪)

মেহমান আসার পর আদব

আদব ঃ নবাগত মেহমানদের মেহমানদারী করা ইসলামের আদাব ও মহানুভবতার পরিচায়ক এবং নবী ও পূণ্যবান লোকদের স্বভাব। সুতরাং মেহমানের সাথে হাস্যজ্জোল মুখে দেখা করবে।

আদব ঃ মেহমান আসার পরই মেহমানের বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে

আদব ঃ মেহমানের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পেশাব–পায়খানার জায়গা চিনিয়ে দিবে যাতে হঠাৎ প্রয়োজন হলে কষ্ট করতে না হয়।

আদব ঃ মেহমান আসার সাথে সাথে উপস্থিত যা কিছু থাকে, কিংবা তাড়াতাড়ি যতটুকু ব্যবস্থা করা যায় তা মেহমানের সামনে উপস্থিত করবে। সামর্থ্য থাকলে পরবর্তীতে অতিরিক্ত মেহমানদারীর ব্যবস্থা করবে

আদব ঃ মেহমানের জন্যে আড়ম্বরপূর্ণ কোন কিছু ব্যবস্থা করার চিন্তায় নিমগ্ন হবে না। সহজে যতটুকু ভাল ব্যবস্থা করা যায় সেটাই মেহমানের খেদমতে পেশ করবে।

আদব ঃ মেহমানের সম্মুখে খাবার রেখে মেযবান উদাও হয়ে যাবে না ; বরং মেহমান খাচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তবে খাবারের প্রতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাকাবে না ; বরং মোটামুটি ভাবে দেখবে, কেননা মেহমানের লোকমার প্রতি তাকানো মেহমানদারীর আদবের পরিপন্থী এবং মেহমানের জন্যে লজ্জার কারণ হয়। (মাআরেফুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড)

একটি স্মরণীয় ঘটনা

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর দস্তরখান খুব প্রশস্ত ছিল এবং সর্বস্তরের লোকের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। বাদশা, ফকীর, শহরের, গ্রাম্য, মুসাফের ও ইয়াতীম যে কেউ খাওয়ার সময় আসত তাকে দস্তরখানে শরীক করা হতো।

একবার এক গ্রাম্য লোক দস্তরখানে উপস্থিত ছিল সে শহরের লোকদের অভ্যাস বিরোধী গ্রাম্য লোকদের অভ্যাস অনুযায়ী বড় বড় লোকমা নিয়ে খানা খাচ্ছে। তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ মিয়া! ছোট ছোট লোকমা লও, নচেৎ গলায় বেঁধে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। লোকটি তাঁর কথা শুনামাত্রই দস্তরখান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আপনার দস্তরখান এতটুকু উপযুক্ত নয় যে, সেখানে কোন ভদ্র ও অভিজাত লোক এসে বসবে। কারণ আপনি মেহমানদের লোকমার প্রতি তাকান কে ছোট লোকমা নিচ্ছে আর কে বড় লোকমা নিচ্ছে তা হিসেব করেন।

তারপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) লোকটিকে খাওয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়ে বললেন ঃ ভাই আমিও শুধুমাত্র তোমার স্বার্থে বলেছি, কিন্তু লোকটি তাঁর অনুরোধ রাখল না। সে বলল ঃ আপনি যে কোন উদ্দেশ্যে বলুন না কেন, আপনার আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, আপনি মেহমানদের খানার লোকমার প্রতি তাকান, অথচ মেযবানের উচিত মেহমানের সামনে খানা রেখে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকা যাতে সে তার স্বাধীন ভাবে খেতে পারে। হ্যাঁ, তবে স্বাভাবিকভাবে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখবে খানায় কোন কিছু কম পড়ছে কিনা অথবা কোনকিছুর প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু লোকমা ছোট বড় তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করা নিষ্প্রয়োজন। (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৯ম খণ্ড, ২য় অংশ)

মেহমান ও মুসাফিরের পার্থক্য

মেহমান বলা হয় যে ভালবাসা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছে, তার মেহমানদারীর দায়িত্ব নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর যার সাথে সে দেখা করতে এসেছে। আর মুসাফির বলা হয় যে নিজস্ব কোন কাজে এসেছে এর মাঝে কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছে কিন্তু সে সাক্ষাতের উদ্দেশে আসেনি। এ লোকের আতিথেয়তার দায়িত্ব সকল প্রতিবেশীর উপর। (মাকালাতে হেকমাত পৃঃ ৬)

দাওয়াত ছাড়া খানায় অংশগ্রহণ করা উচিত নয়

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন ঃ একবার নবাব সলিমুল্লার দাওয়াতে ঢাকা গিয়েছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের বহু উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে এসেছিল। আমি সকলকে বাজার থেকে খানা খেয়ে নিতে বললাম। নবাব সাহেব এ সংবাদ জানতে পেরে আপন চাচাকে (যিনি খানার দায়িত্বে ছিলেন) বলেছিলেন ঃ সকলের খানার আয়োজন আমাদের এখানে হবে। চাচা এসে আমাকে এ সংবাদ জানালে আমি বললাম ঃ এরা সকলেই আমার বন্ধু–বান্ধব, সফরসঙ্গী নয়। অতএব আমি তাদেরকে বলতে পারি না। আপনি নিজেই তাদেরকে দাওয়াত

করুন। যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ করে ভাল, তাতে আমার দ্বিমত নেই। অতঃপর সন্ধান করে এক একজন করে সকলকে দাওয়াত দেওয়া হলো। ফলে সকলে আমার সঙ্গে খানায় শরীক হয়েছে। আমি না বললে সকলেই দাওয়াত বিহীন খানা খেত। সাথীরা আমার নিকট অনুমতি চাইলে সকলকে অনুমতি দিয়েছিলাম। তারপর সকলকে সম্বোধন করে বললাম ঃ বলুন, সম্মান কি এর মাঝে, না দাওয়াত বিহীন খানায় অংশগ্রহণ করার মাঝে?

মেহমানদারীতে সীমালংঘন করা উচিত নয়

আমাদেরকে সহজ সরল ইসলামী জীবন যাপন অবলম্বন করা উচিত। কোন মেহমানের খাতিরে যদি উন্নতমানের খাবার তৈরী করতে হয় তাহলে সেখানেও মধ্যম পন্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। সীমালঙ্ঘন করবে না। এতেই আমাদের সম্মান রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল মানুষ পাশ্চাত্যের অনুসরণ করাকে নিজেদের সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে। তাদের সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি অবলম্বন করে নিজেদের উন্নতি লাভ করতে চায়। আমি কসম করে বলছি, এতে মুসলমানদের কোন ইয্যত নেই।

মেহমানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করা

* হযরত বলেন ঃ আমার নিকট দু'জন মেহমান আসলে আমি খাওয়ার ব্যাপারে উভয়ের সঙ্গে একই ধরণের ব্যবহার করি। মেহমানদের মাঝে বৈষম্যমূলক আচরণ করা আমার নিকট অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। সকল মেহমানের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার হওয়াই সঙ্গত। (একাজাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯)

* বর্ণিত আছে, ইমাম শাফী (রঃ) এক ব্যক্তির মেহমান হয়েছেন। মেযবানের নিয়ম ছিল, তিনি তাঁর গোলাম দ্বারা প্রতিবেলার খাবারের তালিকা তৈরী করত। ইমাম শাফী (রঃ) একদিন গোলাম থেকে খাবারের রুটিন নিয়ে সেখানে তাঁর পছন্দনীয় একপ্রকার খাবার যোগ করে দিল। খানা তৈরী করে গোলাম খাবার এনে মেহমানের সামনে রাখল। মালিক নতুন খাবারটি দেখে

বলল ঃ তুমি এ খাবার কেন পাকিয়েছ? গোলাম উত্তরে বলল ঃ এ খাবার মেহমান বাড়িয়ে দিয়েছেন। মালিক তার কথা শুনে পরম আনন্দিত হলো এবং মেহমানের আদেশ পালন করার প্রতিদান স্বরূপ গোলামকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে দিলো। (হুসনুল আজীজ পৃঃ ৪৫৫, ৪র্থ খণ্ড)

আদব ঃ প্রথমে মেযবানের হাত ধোয়াবে এবং খানাও প্রথমে মেযবানের সামনে রাখবে। (ওয়াজ আসলুল এবদ্দাহ পৃঃ ২৪)

আদব ঃ এক দস্তরখানে এক শ্রেণীর লোককে বসাবে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক একই দস্তরখানে বসার ফলে মন সংকোচিত হয়ে থাকে। খানার মজলিস সংকোচমুক্ত হওয়া চাই।

অতএব মেযবান কোন নতুন লোককে মেহমানের সঙ্গে বসাতে হলে মেহমান থেকে অনুমতি নিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ হতে পারে লোকটি ভিন্ন শ্রেণীর, ফলে মেহমানদের প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে তার সঙ্গে বসে খানা খাওয়া মেহমানদের জন্যে অস্বস্তিকর হবে।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর একটি নিয়ম

আমার আর একটি নিয়ম হলো ঃ একাধিক মেহমান হলে তাদের মাঝে যদি পূর্ব সম্পর্ক না থাকে তাহলে তাদেরকে এক সঙ্গে খানা খেতে বসাই না। হ্যাঁ আমি নিজে যদি তাদের সাথে বসি তাহলে সকলকে এক জায়গায় বসাই, কারণ তখন আমি নিজেই সকলের মাঝে মাধ্যম হয়ে যাই এবং আমার মাধ্যমে সকলের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে যায়। মেহমানদের ব্যাপারে আমি এতটুকু লক্ষ্য রাখার পরেও আমি সর্বত্র কঠোর বলে পরিচিত।

এ নিয়ম অনুসরণ করার কারণ হলো, খানার দস্তরখানে বিভিন্ন স্বভাবের লোক একত্রিত হওয়ার পর আপোষে সংকোচমুক্ত না হওয়ার ফলে মন সংকোচিত হয়ে থাকে। মন খুলে প্রশস্ততার সাথে আহার করা যায় না। অনেকের স্বভাব এমন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খানার সঙ্গী সাথীর সাথে নিঃসংকোচ না হয় ততক্ষণ খানায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়।

খেদমতের আদব

বড়দের জুতা হেফাযত করা

আদব ঃ কোন বুযুর্গের জুতা হেফাযত করার ইচ্ছে হলে জুতা পা থেকে খোলার পূর্বে লওয়ার চেষ্টা করবে না। কারণ তোমাকে দেখে অন্যেরাও এ সুযোগ হাছিল করার প্রতিযোগিতা করবে।

আদব ঃ পা থেকে জুতা খোলার পর মেহমানের সম্মতি নিয়ে জুতা হেফাযত করবে এবং মেহমান জুতার প্রয়োজন হওয়া মাত্র যাতে সহজেই পেয়ে যান এদিকে লক্ষ্য রাখবে।

আদব ঃ অপরিচিত লোকে জুতা উঠানোর ফলে অনেক সময় মেহমানের কষ্ট হয়, কখনও বা জুতা হারিয়েও যায়।

খেদমত করতে পিড়াপীড়ি করা ঠিক নয়

আদব ঃ অনেক সময় কিছু খেদমত অন্যের থেকে নিতে পছন্দ লাগে না, বরং যার খেদমত করা হয় তিনি খেদমত দ্বারা কষ্ট পান। এমন মুহূর্তে খেদমত করার জন্যে খুব বেশী পীড়াপীড়ি করবে না, তিনি খেদমত পছন্দ করেন কিনা সেটা তাঁর প্রকাশ্য নিষেধ অথবা আলামত দ্বারা বুঝা যাবে।

আদব ঃ কোন ব্যক্তিকে হুকুম তামিল করে জানিয়ে দিবে তার মুরুব্বী কোন কাজের আদেশ করলে কাজটি সম্পন্ন করে সাথে সাথে এ ব্যাপারে মুরুব্বীকে জানানো প্রয়োজন। কারণ তা না হলে মুরুব্বী হয়তো তার অপেক্ষায় থাকবেন।

আদব ঃ প্রথম পরিচয়ে বুযুর্গ ব্যক্তিদের খেদমত করা খুবই কষ্টসাধ্য (লজ্জাস্কর) মনে হবে। তাই যদি আগ্রহ থাকে তবে সর্বাগ্রে নিজেকে সংকোচ মুক্ত করে নিবে।

আদব ঃ কোন উস্তাদ কোন ছাত্রকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা সম্পন্ন করে উস্তাদকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যথায় তিনি অপেক্ষায় থেকে অধৈর্য হবেন।

আদব ঃ কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে সেখানকার ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপক হিসেবে কখনো নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত নয়। অবশ্য মেযবান কোন বিশেষ কাজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিলে তা সম্পন্ন করতে কোন দোষ নেই।

বাতাস করতে পাঁচটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে হবে

আদব ঃ পাখা চালককে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথমতঃ পাখাটা হাত বা কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে নিবে। কারণ কোন কোন সময় পাখা কার্পেটের উপর পড়ে থাকায় পাখার উপর কিছু কিছু ময়লা, ধুলির পাতলা আবরণ, চুনা বা কংকর ইত্যাদি লেগে যায়। আর পাখা চালাবার সময় সেগুলো চোখ, মুখ ইত্যাদিতে প্রবেশ করায় কষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ পাখা চালাবার সময় হাত এতটুকু দূরে রাখবে যাতে তা মাথা ইত্যাদিতে স্পর্শ না করে। তবে এত বেশী দূরে রাখবে না যাতে শরীরে বাতাসই না লাগে। পাখা এত জোরে চালাবে না যাতে অন্যে পেরেশানী হয়।

তৃতীয়তঃ এটাও লক্ষ্য রাখবে, যেন পাখা তোমার পাশে বসা লোকদের চোখের সামনে আড় হয়ে বাঁধা সৃষ্টি না করে।

চতুর্থতঃ যাকে বাতাস করছ তিনি উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলে ঠিক উঠার পূর্বেই পাখা সরিয়ে নিবে, কারণ দেরী হলে পাখা তার পায়ে লেগে যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ কোন কাগজপত্র বের করার সময় পাখা সরিয়ে রাখবে।

আদব ঃ এক ব্যক্তি ঝুলন্ত পাখা টেনে বাতাস করছিল। আমি কোন প্রয়োজনে উঠতে উদ্যত হলে সে তাড়াতাড়ি পাখার রশিকে নিজের দিকে

এমন জোরছে টেনে নিল যাতে আমার মাথায় না লাগে। তখন আমি তাকে বুঝালাম কখনও এমন করবে না। কারণ মনে কর আমি পাখার স্থান খালি পেয়ে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম আর হঠাৎ পাখার রশি তোমার হাত থেকে ছুটে গেল, তখন পাখা মাথায় এসে লেগে যাবে। তার চেয়ে পাখার রশি একেবারেই ছেড়ে দিলে পাখা তার নিজ জায়গায় এসে স্থির হয়ে যাবে। ফলে উঠনেওয়ালা নিরাপদে উঠে যেতে পারবে।

হযরত থানবী (রহঃ)কে জনৈক খাদেমের অজুর পানি পেশ করার ঘটনা

* এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে আমার জন্য এ উদ্দেশ্যে এক লোটা পানি ভরে তার উপর মেসওয়াকটা রেখে দিল যাতে আমি ঘর থেকে বের হয়ে ওজু করতে পারি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি সেদিন আগে থেকেই ওযু করে এসে সোজা মসজিদে প্রবেশ করলাম, কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করার পর হঠাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উক্ত লোটার উপর দৃষ্টি পড়াতে আমার নিজের মেসওয়াক দেখে চিনতে পারলাম যে, ঐ লোটাটা আমার জন্যই রাখা হয়েছে। লোটাটা কে রেখেছে জানতে ইচ্ছে হলো, অনেক খুজাখুজির পর খাদেম নিজেই তার নাম প্রকাশ করল। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ সংক্ষেপে এবং নামাজের পরে বিশেষ ভাবে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বললাম, দেখ তুমি সম্ভবত এ কথা মনে করে লোটা ভরে পানি রেখেছিলে যে, আমি এ পানি দিয়ে অযু করব। তবে তুমি এ কথা চিন্তা কর নাই যে, আমার তো পূর্বে অযু করা থাকতে পারে।

যা হোক তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আর এমতাবস্থায় হঠাৎ করে এ ভাবে আমার দৃষ্টি যদি লোটার উপর না পড়তো এবং লোটা রক্ষক নিজেও অনুপস্থিত থাকতো তবে ঐ লোটাটা সেখানে পানি ভরা অবস্থায় থেকে যেত; কেউই তা ব্যবহার করতো না।

তার প্রথম কারণ হলো লোটা ভরা অবস্থায় থাকা প্রমাণ করে যে, কেউ হয়তো নিজের জন্য উহা ভরে রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ মেসওয়াক রাখার কারণে এ ধারণা আরো প্রকট হয়। এ কারণে কেহই ওটা ব্যবহার করতে

পারলো না। বিনা প্রয়োজনেই তুমি সেটা আটকিয়ে রাখলে যার মধ্যে সকলের হক সংরক্ষিত ছিল। আর উক্ত লোটার সাথেই অযু ও নিয়তের সম্পর্ক। তাই এ ধরণের আচরণ অবৈধ, এটা গেল লোটা প্রসঙ্গে। আর মেসওয়াক প্রসঙ্গে বলতে হয় অযথা মেসওয়াকটা নির্ধারিত সংরক্ষিত স্থান থেকে অরক্ষিত স্থানে রেখেছ। অথচ তুমি তা সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত অনুভব করলে না।

অধিকন্তু লোটার উপরে মেসওয়াকটি রেখে অন্যদের এ ধারণা দিলে যে, অমুক ব্যক্তি এটা ব্যবহার করে যথাস্থানে তুলে রাখবে। এভাবে মেসওয়াকের কারণে পানিটুকুও নষ্ট হওয়ার সুযোগ করে দিলে। তাই তোমার এ প্রকারের খেদমতকে একেবারেই অবৈধ বলে ধরে নেয়া হবে। পরবর্তিতে আর কখনও এমন করবে না। যদি করতে চাও তবে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে করবে। তবে যদি দেখ কেউ ওযুর জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তবে এ ভাবে লোটায় করে পানি রাখাতে কোন অন্যায় হবে না। স্মরণ রেখ অবাঞ্ছিত খেদমত শান্তির বদলে অশান্তিই বয়ে আনে।

সূক্ষ্মকথা এ সবই হলো এক ধরণের বদ অভ্যাস। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এটা সেবামূলক কাজ বলে মনে হয়, মূলতঃ এর মধ্যে খারাপী রয়েছে। অল্প জ্ঞানীরা এর সূক্ষ্ম খারাপ দিকটা বুঝতে পারে না। এমনকি এখানে আলোচিত খাদেমও বুঝতে পারে নাই।

খাদেমের সাবধানতা প্রয়োজন

আদব ঃ কোন কোন সময় দস্তরখানার উপর চিনি রাখা থাকে, খাদেম উহা নাড়া চাড়া করার সময় উড়ে অন্যের উপর পড়তে পারে। আর কোন কোন সময় ঐ বর্তন থেকে যখন অন্যকে দেওয়ার জন্য চামচে লয় তখন চামচ থেকে পড়তে থাকে যা অন্যের কষ্টের কারণ হয়। তাই খাদেমের এ দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

খেদমতের পূর্বে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন

আদব ঃ একদা ঘটনাক্রমে ইশার নামাযের পর মসজিদে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে আমার পা টিপতে আরম্ভ করল।

আমার নিকট এটা খারাপ মনে হলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে? সে তার নাম বলল, কিন্তু আমি চিনতে পারলাম না। তাকে পা টিপতে নিষেধ করে দিয়ে বললাম, প্রথমে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন তারপর অনুমতি নিয়ে খেদমত করাতে কোন অসুবিধা নেই। নইলে খেদমতের দ্বারা অস্বস্তিবোধ হয়। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য পরিচয় করাই হয়ে থাকে তাহলে তার পদ্ধতি এরূপ নয়। তারপর তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, ইশার পরের সময় হলো আরামের সময়। সুতরাং তুমি ঘুমাও, সকালে দেখা করো। তারপর সকালে তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

চলার পথ কখনও বন্ধ করে দাড়াবে না

আদব ঃ অনেকে মসজিদের মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করে যাতে মুসল্লীদের চলার পথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন ঃ দরজার সামনে কিংবা পূর্ব দেয়ালের সাথে ঘেঁসে দাড়ায়, যার ফলে মানুষ তার পিছন দিক দিয়ে যেতে পারে না এবং গুনাহের ভয়ে সামনের দিক দিয়েও যেতে পারে না। তাই এমন করবে না, বরং পশ্চিম দেয়ালের নিকট এক পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

আদব ঃ রাস্তায় দাড়ানোর সময়ও এক দিকে সরে দাড়াবে যাতে যাত্রী সাধারণের কষ্ট না হয়। আর তুমি নিরাপদ থাক।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

এক ব্যক্তি জুমুআর দিন ১২টার গাড়ীতে সাহারানপুর থেকে আমার কাছে (থানাভবন) এসে পৌঁছল। আমার কোন এক প্রিয় বন্ধু তার মাধ্যমে আমার জন্য কিছু বরফ পাঠিয়েছিল। লোকটি এমন সময় পৌঁছেছিল—যখন ছাত্ররা মসজিদে নামায পড়তে যায় নাই। ঐ ব্যক্তি বরফের টুকরাটা এক জায়গায় রেখে দিয়ে জুমুআর মসজিদে চলে গেল। নামাযের পর আমার এক বন্ধু যাকে আমি ওয়ায করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম সে ওয়ায শুরু করল। বন্ধু আমার সামনে কিছু বলতে লজ্জাবোধ করল বিধায় আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়লাম। কিন্তু উক্ত লোকটি আমাকে অনুসরণ

না করে ওয়ায মাহফিলে বসে থাকল। মাহফিল শেষ হলে সে বেরিয়ে এল। কিন্তু বরফ খণ্ডটি অনাবৃত অবস্থায় থাকায় ইতিমধ্যে বেশীর ভাগই গলে গেল। লোকটি অবশিষ্ট বরফটুকু আমার সামনে রাখতেই আমি সব ঘটনা জানলাম, তার গাফলাতির জন্যে বরফ গলে গেছে প্রসঙ্গে তাকে উপদেশ দিয়ে বললাম, যখন অন্যের এ আমানত তুমি আমার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলে; তখন তো তোমার উচিত ছিল এখানে আসার সংগে সংগেই প্রথমে এটা আমার কাছে পৌছে দেওয়া বা মসজিদ হতে নামায শেষ করে বেরনো মাত্রই আমার হাতে দেওয়া তাও যদি তোমার জন্য অসম্ভব মনে হয়ে থাকে তবে অন্ততঃ আমাকে বলে দিলেই আমি নিজে নিয়ে যেতে পারতাম। তাতে জিনিসটা অপচয়ের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পেত। সুতরাং জিনিসের এ অপচয় তোমাকে আমানতদারীর অনুপোযুক্ত হিসাবেই প্রমাণ করেছে। অথচ আমানতদারীই দ্বীনের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য। আমার এ উপদেশ তার অন্তরে মোটেই দাগ কাটেনি দেখে বিস্মিত হলাম।

তাই তাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করার উদ্দেশ্যে সে বরফ গ্রহণ করলাম না। ভাবলাম এতে দাতার কাছে বরফ গ্রহণ না করার সংবাদ দিতে গিয়ে লজ্জায় পড়ে হলেও তার শিক্ষা হবে। আমার বরফ গ্রহণের অস্বীকৃতিতে লোকটি বেশ অস্থির হয়ে উঠল। আমি বললাম—তুমি যখন আমানতের হক আদায় না করে অপচয় করলে, এখন অস্থির হয়ে আর কি হবে? দায়িত্ব যখন নিয়েই ছিলে তবে আদায় করাও দরকার ছিল।

হাদিয়ার আদব

সময় বুঝে হাদিয়া দিবে

আদব ঃ হাদিয়ার আদবসমূহের মধ্যে একটি আদব হলো যদি কারো কাছে কোন কিছু চাওয়ার থাকে তবে তাকে সে মুহূর্তে কোন কিছু হাদিয়া দিবে না। কারণ এতে হাদিয়া গ্রহীতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দাবী পূরণে বাধ্য করা হবে। তেমনি কাউকে সফরের সময় এত পরিমাণ হাদিয়া দিবে না যা তার বহন করতে কষ্ট হয়। একান্তই যদি দেয়ার ইচ্ছে হয় তাহলে তার আবাস স্থলে পৌঁছে দিবে।

আদব ঃ কারো থেকে হাদিয়া পাওয়ার সাথে সাথে হাদিয়াদাতার সামনেই সেটা দান বা চাঁদা হিসেবে বা অন্য কাজে খরচা করবে না। তাহলে হাদিয়াদাতা কষ্ট পাবেন। একান্তই দিতে হলে এমন সময় দিবে যেন দাতা জানতে না পারেন।

হাদিয়া গ্রহণ করতে সংকোচ বোধহয় এমন সময় হাদিয়া দিবে না

আদব ঃ স্বভাবতঃ এমন ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ হয় যার নিকট হাদিয়া দাতার কোন প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ঃ দুআ করান, তাবীয নেয়া, মুরীদ হওয়া, সুপারিশ করান ইত্যাদি।

তাছাড়া হাদিয়া আদান-প্রদান তো শুধু আন্তরিকতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকা চাই। হাদিয়া দেয়া যদি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে, তোমার প্রয়োজনের প্রসঙ্গটা তুলবে না। কারণ, তাহলে তার মনে এ সন্দেহ জাগবে যে, ঐ হাদিয়াটা হয়তো এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই দেয়া হয়েছিল।

কারও অজ্ঞাতে হাদিয়া দেওয়া উচিত নয়

আদব ঃ একজন অতিথি আমার অজ্ঞাতে হাদিয়াস্বরূপ আমার কলমদানীতে দু'টি টাকা রেখে গেল। আসরের নামাযের পর কোন প্রয়োজনে কলমদানি আনতে যেয়ে তার মধ্যে এ টাকা দু'টি দেখলাম। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর দাতাকে পেয়ে এ কথা বলে টাকা ফেরত দিলাম যে, যদি তুমি সরাসরী হাদিয়া দিতে না পার তবে, হাদিয়া দেয়ার কি প্রয়োজন আছে। আর এটা কি হাদিয়া দেয়ার পদ্ধতি হলো।

প্রথমতঃ হাদিয়া আদান-প্রদান হলো খুশীর ব্যাপার আর যখন হাদিয়া দাতার খবর নিতে প্রাপককে এত পেরেশান হতে হয় তখন, হাদিয়া প্রদানের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ টাকা দু'টো যদি কলমদানী থেকে কেউ নিয়ে যেত তবে, তুমি বা আমি কেহই তা জানতে পারতাম না। তুমি তো জানতে যে, আমি টাকা দু'টো গ্রহণ করেছি। অথচ আমি তার দ্বারা সামান্যতম উপকৃত হতাম না। এ দিকে অজ্ঞাতে হলেও তোমার এ অনর্থক ঋণের বুঝা আমাকে বহন করতে হতো।

তৃতীয়তঃ যদি কেউ নাও নিত এবং আমার হাতে তা পড়ত তথাপি আমি কি করে বুঝতাম যে, কে এ টাকা দিয়েছে এবং কি কারণে ও কাকে দিয়েছে কিছুই বুঝা যেত না। কিছুদিন আমানত হিসেবে তা রেখে দিয়ে যখন অসুবিধাবোধ করতাম তখন ভুলে ফেলে যাওয়া টাকা মনে করে (আল্লাহর ওয়াস্তে তা) খরচ করা হতো। আর এগুলো সবই হলো একটা বাড়তি ঝামেলার কাজ। তাই সহজ কথা হলো যাকে হাদিয়া দেয়ার প্রয়োজন তাকে সরাসরী দিয়ে আসা। আর যদি মানুষের মধ্যে দিতে সংকোচবোধ হয় তবে, একাকী দিবে। যদি এ সুযোগও না মেলে তবে, তাকে আপনার সাথে আমার কিছু গোপন আলোচনা আছে একথা বলে নির্জনে নিয়ে হাদিয়া দিবে। আর যিনি হাদিয়া দিলেন তার সম্পর্কে অন্যকে বলা না বলা গ্রহীতার নিজের ব্যাপার। দাতার নাম প্রকাশে লজ্জার কারণ হলে তার চলে যাওয়ার পর এ হাদিয়া কে দিল তা বলা যেতে পারে।

আদব ঃ এক ব্যক্তি কিছু আটা রেখে বলল, আটা এনেছি। কিন্তু কি

জন্য এনেছে তা বলল না। অতঃপর আটা ফিরত দিয়ে তাকে বলা হলো যতক্ষণ পর্যন্ত আটা কার জন্য এনেছ অর্থাৎ আমার জন্য না মাদ্রাসার জন্য, এ কথা না জানা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উহা গ্রহণ করা হবে না।

চাঁদা উঠিয়ে হাদিয়া দেয়া ঠিক নয়

আদব ঃ কোন গ্রামবাসীর দাওয়াতে একবার এক দুপুরে বের হলাম। সেখান থেকে যখন বিদায় নেয়ার সময় হলো তখন ঐ গ্রামের লোকেরা সমস্ত গ্রাম থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে আমাকে হাদিয়া দেয়ার জন্যে একত্রিত করল। আমি জানতে পেরে কঠোরভাবে নিষেধ করে বললাম, এতে অনেক অপকারিতা রয়েছে। কারণ চাঁদা দানকারী সন্তুষ্টচিত্তে চাঁদা দিচ্ছে কিংবা কেউ তাকে চাঁদা দানে উদ্বুদ্ধ করার কারণে দিচ্ছে এদিকে চাঁদা গ্রহণকারীগণ লক্ষ্য করে না।

দ্বিতীয়তঃ যদি ধরে নেয়া যায় যে, চাঁদা উসূলকারীদের মনোরঞ্জনের জন্য চাঁদা দেওয়া হয়েছে তথাপি হাদিয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ হাদিয়া আদান–প্রদানের উদ্দেশ্য হলো পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধি, কিন্তু এখানে তা হয় নাই। কারণ কে কি পরিমাণ দিয়েছে তা জানা যায়নি।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় কোন উর্যরের কারণে হাদিয়া গ্রহণ করা অসংগত হয়ে পড়ে আর এ সমস্যার সমাধান হাদিয়া দাতা ছাড়া সম্ভব না। এ কারণে সম্মিলিত হাদিয়া যাঁচাই করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়, তাই যদি হাদিয়া দিতে হয় তবে, সরাসরী দাতাকে নিজ হাতে দেয়াই উত্তম।

কারো স্বাধীনতা খর্ব করা ঠিক নয়

আদব ঃ কোন এক সফরের মধ্যে কিছু লোক আমার সাথে দেখা করল এবং একের পর এক সবাই আমাকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে হাদিয়া দিতে শুরু করল। তখন আমি তাদের নিষেধ করে বললাম তোমরা এভাবে হাদিয়া দিতে থাকলে অন্যরা হয়তো মনে করবে বাড়ীতে নিলেই হাদিয়া দিতে হয়। তাই গরীবেরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লজ্জায় আমাকে বাড়ীতে দাওয়াত দিতে পারবে না। কারও কিছু দেয়ার বা বলার থাকে তবে আমার বাড়ীতে এসেই বলবে ও দিবে এতে আমার স্বাধীনতা খর্ব হবে না।

হাদিয়া সম্পর্কে বিবিধ আদব

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হাদিয়া দেয়ার আরও কিছু আদব বয়ান করব। এ আদবগুলোর প্রতি মনোযোগ না রাখলে হাদিয়া দানের স্বাদ ও আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আদবগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ—

আদব ঃ হাদিয়া গোপনে দিবে, হাদিয়া গ্রহীতার উচিত হাদিয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। হাদিয়াদাতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে আর গ্রহীতা গোপন রাখার চেষ্টা করে।

আদব ঃ হাদিয়া যদি টাকা ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে যাকে হাদিয়া দিবে তার রুচি জানার চেষ্টা করবে। অতঃপর তার পছন্দনীয় জিনিস হাদিয়া দিবে।

আদব ঃ হাদিয়া দেয়ার সময় কিংবা হাদিয়া দেয়ার পরে নিজের কোন প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করবে না। তাহলে হাদিয়া গ্রহীতার মনে হাদিয়ার ব্যাপারে স্বার্থ হাসিলের সন্দেহ জাগবে না।

আদব ঃ হাদিয়ার পরিমাণ এত বেশী না হওয়া চাই যাতে হাদিয়া গ্রহীতা উহাকে বোঝা মনে করে। হাদিয়ার পরিমাণ যত কম হউক না কেন অসুবিধা নেই। আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টি নিয়্যতের বিশুদ্ধতার প্রতি থাকে, সংখ্যা বা পরিমাণের আধিক্যের প্রতি থাকে না। তাছাড়া পরিমাণ বেশী হলে ফেরত দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আদব ঃ হাদিয়া গ্রহীতা যদি হাদিয়া ফেরত দেন তাহলে, ফেরত দেয়ার কারণ ভালভাবে জেনে নিবে এবং ভবিষ্যতে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে কিন্তু সেই মুহূর্তে গ্রহণ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে না। তবে যে কারণে ফেরত দিচ্ছে বাস্তবে যদি সে কারণ না থাকে তাহলে সে ব্যাপারে তাকে অবহিত করলে কোন অসুবিধা নেই ; বরং অবহিত করাই ভাল।

আদব ঃ হাদিয়া গ্রহণকারীর নিকট হাদিয়ার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না করা পর্যন্ত হাদিয়া পেশ করবে না।

আদব ঃ যথাসম্ভব রেল কিংবা ডাকযোগে হাদিয়া পাঠাবে না কারণ এতে হাদিয়া গ্রহণকারীর নানাহ রকম কষ্ট পোহাতে হয়।

সুপারিশের আদব

আদব ঃ আজ-কালের সুপারিশ অর্থই জবরদস্তি করা এবং জোর করে অবৈধ অধিকার আদায় করা। অর্থাৎ নিজ ক্ষমতার জোরে অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সেটা শরীয়তে জায়েয নয়। সুপারিশ যদি করতেই হয় তবে এমনভাবে করা উচিত যেন সুপারিশকৃত ব্যক্তির স্বাধীনতা সামান্যতম নষ্ট না হয়। এ প্রকার সুপারিশ বৈধ বরং ছওয়াবের কাজ।

আদব ঃ অনুরূপভাবে কারো ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ কোন প্রভাবশালী নিকট আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে তার অনুসারী বা অধীনস্ত ব্যক্তির নিকট নিজের কোন কাজ নিয়ে তার নির্দেশের বরাত দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা খুবই অন্যায়। কারণ সাধারণভাবে ঐ ব্যক্তি তার কাজ করে দিত না কিন্তু প্রভাবশালী লোকের খাতিরে সে তার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

আদব ঃ জনৈক ব্যক্তি তার ছেলেকে সংগে নিয়ে আমার নিকট এসে এক মক্তবের শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে, শিক্ষক তার ছেলেকে মক্তব থেকে বহিস্কার করে দিয়েছে। আমি তখন নম্রভাবে বুঝিয়ে বললাম যে, এই মক্তবে আমার কোন ক্ষমতা নেই। ঐ ব্যক্তি বলতে লাগল যে, আপনি এই মক্তবের পরিচালক। সুতরাং একটা ব্যবস্থা করুন। আমি বললাম, আমি শুধুমাত্র শিক্ষকদের বেতন সরবরাহ করে থাকি। অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় আমার ক্ষমতা নেই। তথাপিও সে, শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ করতে থাকলো। আমি বললাম এ সম্বন্ধে আলোচনা করাতে কোন ফল হবে না ; বরং শুধু গীবতই করা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর চলে যাবার জন্য মুসাফাহা করতে গিয়ে আবার বলল, শিক্ষক সাহেব, আমার ছেলেকে বহিস্কার করে খুবই সীমালংঘন করেছে। তখন আমি তাকে স্পষ্টভাবে মূল বিষয়টা প্রকাশ করে গীবত করা থেকে নিষেধ করে দিলাম এবং তার ঐ কথাটা বারবার বলার কারণে তাকে কিছু উচ্চ-বাক্য বললাম। যে বিষয়গুলো আমার নিকট বললেন কোনই ফল হবে না, সেগুলো উল্লেখ করা অবুঝের কাজ। আর অবুঝের নিকট কথা বলে সময় নষ্ট করা নিরর্থক ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাচ্চাদের আদব

আদব ঃ ছোট্ট শিশুদেরকে খুব বেশী হাসাবে না এবং জানালা ইত্যাদির উপর ঝুলাবে না। কারণ যে কোন অসর্তক মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে।

আদব ঃ শিশুদের সামনে লজ্জাজনক কোন কথা আলাপ করবে না।

আরও কতিপয় জরুরী আদব

সন্তান লালন পালনের আদব

আদব ঃ সন্তানের লালন পালনের জন্যে মহিলাদের সংশোধন অপরিহার্য। মহিলাদের সংশোধন খুব তাড়াতাড়ি ও সহজে সম্ভব। কারণ তাদের মাঝে নম্রতা ও লজ্জা খুব বেশী এবং এরা সংশোধন হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আগত সন্তান সন্ততি শিক্ষিত ও চরিত্রবান হতে পারে। কেননা, মায়ের সান্নিধ্যের প্রভাব সন্তানের উপর প্রথম থেকেই পড়ে।

মহিলাদের সংশোধনের জন্যে তাদেরকে ধর্মীয় বইপুস্তক পড়ানোই যথেষ্ট। কিন্তু মহিলা যদি লেখাপড়া না জানে তাহলে তাদের সংশোধনের নিয়ম হলো, **স্বামী কিতাব পড়ে স্ত্রীকে** শুনাবে। এতে সংশোধন হলেও ভাল, না **হলেও স্বামী আল্লাহর সমীপে** গ্রেফতার ও জবাবদেহী থেকে বেঁচে যাবে।

সন্তান লালন-পালনের কয়েকটি বিশেষ আদব

আদব ঃ সন্তানের লালন পালনে ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে লালন পালনে আরও বেশী ছওয়াব রয়েছে।

আদব ঃ সন্তান পালনে খুব কঠোর কিংবা খুব শিথিল হওয়া যাবে না। বরং মধ্যম পন্থা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

আদব ঃ ঘরের সবাইকে খুব সতর্ক করে দিবে যাতে শিশুকে অন্যের জায়গায় কিছু না খাওয়ায়। কেউ শিশুর জন্যে কোন খাওয়ার জিনিস দিলে বাড়িতে এনে মাতাপিতার সামনে রেখে দিবে, নিজে নিজে খাওয়াবে না।

আদব ঃ একটু জ্ঞান হলে শিশুকে নিজ হাতে খেতে দিবে এবং খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে দিবে। ডান হাতে পানাহার করা শিক্ষা দিবে। তাকে কম খাওয়ায় অভ্যস্থ করাবে যাতে রোগ–ব্যাধি ও লোভ–লালসা থেকে মুক্ত থাকে।

আদব ঃ শিশুদেরকে মাজন ও মেসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্থ করাবে।

আদব ঃ শিশুরা যাতে নিজেদের মুরুব্বী ছাড়া অপর কারো কাছে কিছু না চায় এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কারও দেয়া জিনিস গ্রহণ না করে ছোট সময় হতে এ অভ্যাস গড়ে তুলবে।

আদব ঃ ছোট বেলা হতেই আদব–কায়দা, খাওয়া–দাওয়া, উঠা–বসা ইত্যাদির নিয়ম–কানূন শিক্ষা দিবে। এ ভরসায় থাকবে না যে, বড় হলে নিজেই শিখে নিবে অথবা তখন শিখবে।

মনে রাখবে, নিজের অনুপ্রেরণায় কেউ কোন কিছু শিখে না। আর লেখাপড়ার দ্বারা জ্ঞান হলেও কিন্তু অভ্যাস গড়ে না, যে পর্যন্ত ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে না উঠবে যতই লেখাপড়া করুক না কেন সর্বদা তার দ্বারা অভদ্র, অসমীচীন ও অন্যের কষ্টদায়ক কাজ প্রকাশ পাবে।

আদব ঃ তোমার সন্তান যদি কারও কোন অপরাধ করে তাহলে তুমি কখনও তোমার সন্তানের পক্ষপাতিত্ব করবে না। বিশেষভাবে সন্তানদের সম্মুখে তাদের পক্ষপাতিত্ব করার ফলে সন্তানের অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়।

আদব ঃ নিজের সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে তারা যেন চাকর–চাকরানী অথবা তাদের সন্তানদেরকে কষ্ট না দেয়। কারণ এরা হয়ত লজ্জার খাতিরে কোন কিছু বলবে না। কিন্তু মনে মনে অবশ্যই অভিশাপ দিবে। আর বদদুআ যদি নাও দেয় তবুও অত্যাচারের শাস্তি গোনাহ অবশ্যই হবে।

আদব ঃ সন্তানদেরকে যে কোন বিষয় শিক্ষা দিবে যথাসম্ভব এমন শিক্ষক দ্বারা শেখাবে যিনি সে বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। অনেকে পয়সা বাঁচানোর

জন্যে কম পয়সায় অযোগ্য শিক্ষক রেখে সন্তানদেরকে শিক্ষা দান করে। এতে শুরু থেকেই শিক্ষার মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে ঠিক করা অসুবিধা হয়ে পড়ে। (বেহেস্তী জেওর ১০ম খণ্ড)

আদব ঃ রাগের অবস্থায় কাউকে মারা উচিত নয় চাই সে নিজ সন্তান হউক কিংবা ছাত্র ; বরং রাগের সময় তাকে সামনে থেকে দূরে সরিয়ে দিবে কিংবা নিজেই দূরে সরে যাবে। তারপর যখন রাগ থেমে যাবে তখন তিনবার চিন্তাভাবনা করে উপযুক্ত শাস্তি দিবে।

আদব ঃ ছোট ছেলেমেয়ে অথবা ছাত্রদেরকে শাস্তি দিতে হলে লাথি–ঘুসি অথবা মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করবে না। আল্লাহ রক্ষা করুন যদি কোন নাজুক জায়গায় লেগে যায় তাহলে ভীষণ অসুবিধা হবে। তেমনিভাবে চেহারা ও মাথায় প্রহার করবে না। (বেহেস্তী জেওর ১০ম খণ্ড)

আদব ঃ প্রাথমিক কিতাবগুলো পড়ানোর জন্যে সাধারণ শিক্ষকই যথেষ্ট মনে করা হয়। এটা একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। মানুষ মনে করে মিজান কিতাবের মধ্যে এমন কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কি আছে? আমি বলব, প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্যে অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন। অতএব মিজানুস ছরফ যিনি পড়াবেন তাঁকেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

আদব ঃ ছোট ছেলেমেয়েদেরকে মাতাপিতা, দাদা–পরদাদার নাম বরং সম্ভব হলে সম্পূর্ণ ঠিকানা শিখিয়ে দিবে এবং মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করবে তাহলে আর ভুলবে না। এতে লাভ হলো, বাচ্চা যদি আল্লাহ না করুন কখনও হারিয়ে যায় এবং কেউ তাকে তার নাম পিতার নাম ইত্যাদি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে তখন সে যদি বলতে পারে তাহলে কেউ অবশ্যই তাকে তোমার নিকট পৌঁছে দিবে।

আদব ঃ শিক্ষারত ছেলেমেয়েদেরকে সর্বদা মস্তিষ্কে শক্তি বৃদ্ধিকর জিনিস খাওয়াতে থাকবে। (বেহেস্তী জেওর ১০ম খণ্ড)

আদব ঃ যে সকল মেয়েদের বাহিরে যেতে হয় তাদেরকে গয়না পরাবে না। কারণ তাতে জান–মাল উভয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

আদব ঃ মেয়েদেরকে সতর্ক করে দিবে যাতে তারা ছেলেদের সঙ্গে না খেলে। কেননা এতে উভয়ের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। অন্য পরিবারের

ছেলে যদি ঘরে আসে ছোট হলেও তার থেকে মেয়েদেরকে দূরে হটিয়ে রাখবে।

আদব ঃ যে সকল মেয়েরা তোমার নিকট পড়তে আসে তাদের দ্বারা তোমার ঘরের কোন কাজ নিবে না এবং নিজের বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ঘুরফিরা করতে দিবে না ; বরং তাদেরকে আপন সন্তান সন্ততির ন্যায় রাখবে। সাথে সাথে খেয়াল রাখবে তারা যেন প্রয়োজনীয় শিল্প কার্যও শিখে নেয়। যেমন ঃ খানা পাক করা, সেলাই করা ইত্যাদি।

আদব ঃ অনেক জিনিস এমন আছে যা শেখানো ছাড়া কেবল প্রকৃতিগত ভাবে জানা যায় না। উদাহরণতঃ পেশাব পায়খানার সময় কেবলামূখী না হওয়া, কেমন বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করতে হবে, কিভাবে পানি খরচ করবে, এসকল বিষয়গুলো শেখানো ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

আদব ঃ অনেক লোকের অভ্যাস রয়েছে তারা দাওয়াতে যাওয়ার সময় ছোট বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে যায়। এটা মোটেও ঠিক নয়। কেননা, এতে বাচ্চাদের অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত থানবী (রহঃ)-এর ছোটবেলার একটি ঘটনা

আমার (হযরত থানবী) আব্বাজান মিরাটে থাকতেন এবং শৈশবে আমরা দু'ভাইও সেখানে থাকতাম। যেদিনই মসজিদে কুরআন শরীফ খতম হত, তিনি আমাদেরকে ডেকে বলতেন ঃ দেখ সাবধান! তোমরা আজ মসজিদে যাবে না, সামান্য জিনিষের জন্যে মসজিদে যাবে! কি নিশ্চয়তা রয়েছে। সেটা পেতেও পার নাও পেতে পার। যদিও পাও তার পিছনে কতটুকু লাঞ্ছনা উঠাতে হয় তা বলা যায় না। তোমরা এখানেই থাক, আমি তোমাদের জন্যে বাজার থেকে অনেক মিষ্টি পাঠিয়ে দেব।

এভাবে তিনি আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে দাওয়াতেও নিতেন না। যাতে এর অভ্যাস না হয়ে যায় এবং মনের মধ্যে নীচুতা সৃষ্টি না হয়। তিনি আমাদেরকে খুবই সুন্দর শিক্ষা দান করেছেন।

বাচ্চাদেরকে শৈশবেই শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে

আদব ঃ অধিকাংশ লোক শৈশব কালে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। তারা বলে, এখনও ছোট মানুষ। বড় হলে শিখে ফেলবে, অথচ বাল্যকালের অভ্যাসই মানুষের মাঝে সুদৃঢ় হয়ে বসে যায়। বাল্যকালে যে অভ্যাস গড়ে তোলা হয় তা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। চরিত্র গঠন ও মনোভাব সুদৃঢ় করার এটাই হলো সোনালী সুযোগ।

আদব ঃ জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত জ্ঞানের কথা বলেছেন, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখার উপযুক্ত। তিনি বলেন ঃ বাচ্চা যদি কোন কিছু চায় তাহলে প্রথমেই হয়ত তার দাবী পূরণ করবে, প্রথম বারে যদি তাকে নিষেধ করে দাও তাহলে বাচ্চা পরে যতই জেদ করুক না কেন তার জেদ কিছুতেই পূর্ণ করবে না। নচেৎ ভবিষ্যতে তার এ অভ্যাসই গড়ে উঠবে।

মোটকথা হলো, বাচ্চাদের লালন পালন ও চরিত্র গঠনে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন।

আদব ঃ বর্তমান যুগে মানুষ নিজের সন্তানের লালন পালন এমনভাবে করে যেমন কসাই ষাড় লালন পালন করে। কসাই তার ষাড়কে খুব খাওয়া দাওয়া করায়, এমনকি উহা খুব মোটা তাজা হয়ে উঠে, কিন্তু তার পরিণামে ষাড়ের গলায় ছুরি চালানো হয়। তেমনিভাবে এরা নিজেদের সন্তানদিগকে খুব সাজ সজ্জা ও আরাম আয়েশের ভিতরে লালন পালন করে, পরিণামে সন্তানরা জাহান্নামের ইন্ধন হয়। এদের কারণে মুরুব্বীদেরকেও ঘাড় ধরে বেহেস্ত থেকে বের করে দেয়া হবে। কারণ এ ধরনের লালন পালনের দ্বারা সন্তানের নামায রোযা কোন কিছুর খবর থাকে না। অনেক আহমক এমন সীমালংঘন করে যে, বাচ্চাদের ইসলামের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না।

ছুটির সময় ছেলেদেরকে আল্লাহ ওয়ালাদের খেদমতে পাঠিয়ে দিবে

আমার কথা হলো, স্কুলে যে সকল ছেলেরা লেখাপড়া করছে তাদের

স্কুলের ছুটিতে আল্লাহ ওয়ালাদের সান্নিধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হউক। সেখানে গিয়ে চাই তারা নামায পড়ুক কিংবা না পড়ুক কিন্তু আকিদা বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।

আজকাল স্কুলগুলোর মাঝে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে রাখা হয়েছে যা আগেকার স্কুলগুলোতে ছিল না। এর কারণ হলো আগেকার ছেলেদের লালন পালন ধার্মিক লোকদের তত্ত্বাবধানে হতো। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে ছেলেদের লালন পালন ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। ভবিষ্যত বংশধরের জন্যে আরও বেশী অবনতির আশংকা হচ্ছে। এটা খুবই নাজুক সময়, এটাই সামলে রাখার উপযুক্ত সময়।

আদব ঃ বন্ধুগণ! বড়ই আক্ষেপের কথা, ফুটবল খেলার সময় পায় কিন্তু আত্মশুদ্ধির সময় বের করা যায় না।

অতএব নিজের ছেলেদের জন্যে এ নিয়ম অবশ্যই অনুসরণ করবে অর্থাৎ তাদের দৈনন্দিন কাজগুলোর জন্যে যেমনি ভাবে রুটিন রয়েছে তেমনিভাবে তাদের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলবে, অমুক স্থানে অথবা অমুক মসজিদে অমুক আলেমের নিকট গিয়ে প্রতিদিন কিছু সময় বসবে।

যদি নিজ শহর অথবা বসতিতে এ ধরনের কোন বুযুর্গ বা আলিম না থাকে তাহলে ছুটিতে কোন বুযুর্গের সান্নিধ্যে পাঠিয়ে দিবে। ছুটিতে তাদের কোন কাজ থাকে না। হতভাগা দিন রাত ঘুরাফেরার মধ্যে কাটায়। নামায রোযার কোন খবর নেই। তাদের মাতাপিতা অত্যন্ত খুশী। যেহেতু তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায রোযার অত্যন্ত পাবন্দ। অথচ তাদের খোঁজ নেই যে, এ সমস্ত বেনামাযী সন্তানদের সঙ্গে তারা কেয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরা মুসলমানদের সন্তান সন্ততি। অভিজাত মুসলিম মহিলাদের কোলে লালিত সন্তান অথচ তাদেরকে জাহান্নামের কোলে নিক্ষেপ করছে।

আপনি সন্তানকে আই এ, এম এ, পাশ করিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন অথচ আপনার খবর নাই যে, আপনি এ শিক্ষা দ্বারা সন্তানকে জাহান্নামের রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন। আর চক্ষু এমনভাবে বন্ধ করে রেখেছেন। যে জান্নাতের রাজপথ পর্যন্ত দৃষ্টিতে আসছে না।

চিঠিপত্রের আদব

অনুমতি ছাড়া কারো চিঠি বা কাগজ পড়বে না

আদব ঃ যে চিঠির প্রাপক তুমি না তার উপস্থিতিতে হোক (যেমন তোমার পাশে কেউ লিখছে) কিংবা অনুপস্থিতিতে হোক কখনও পড়বে না।

আদব ঃ এভাবে কারো সামনে কাগজ–পত্র থাকলে সেটা পড়তে যাবে না। যদিও তা অসংরক্ষিত হউক না কেন। কারণ হতে পারে তুমি তার লিখা পড় কিংবা তার নিকট কিছু লেখা রয়েছে সেটা তুমি জান তা সে পছন্দ করবে না। ফলে সে খুবই মর্মাহত হবে।

কারো কাছে টাকা পাঠানোর আগে অনুমতি নিবে এবং টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করবে

আদব ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি চিঠিতে কিছু বিষয় সম্পর্কে লিখে তার উত্তর চাইল এবং উহাতে একথাও লিখল যে আপনার নামে ৫ টাকার মনিঅর্ডার করা হয়েছে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মনিঅর্ডার হাতে এলে রশিদ ও পত্রের উত্তর একত্রে পাঠাব, অপেক্ষা করতে করতে কয়েক দিন কেটে গেল, জানিনা কি কারণে মনিঅর্ডারটা এলনা। অন্যান্য বিষয়ের উত্তর প্রেরণের ব্যাপারে অন্তরে খারাপ লাগছিল। আরো কয়েক দিন অপেক্ষা করার পর তার নিকট পত্রের উত্তর লিখলাম। সাথে ইহাও লিখলাম যে, কোন পত্রে একই সংগে টাকা পাঠানোর সংবাদ ও পত্রের উত্তর চাওয়া ঠিক না। কারণ এতে উভয়েই অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

আদব ঃ এক জায়গা থেকে সীলকৃত খামের মধ্যে আমার নিকট পঞ্চাশটি টাকা আসল। যেহেতু খাম খোলা ছাড়া টাকা পাঠাবার উদ্দেশ্য জানা সম্ভব নয় এবং খোলার পরে হয়ত এমন কোন উদ্দেশ্য জানা যাবে যা পূর্ণ করা

আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। যার ফলে সে টাকা আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠাতে হবে অথবা উদ্দেশ্যের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকার কারণে আবার খোঁজ নিয়ে জানতে হবে। আর সেটার খোঁজ-খবর নেয়া পর্যন্ত বিনা দরকারে টাকাগুলো আমানত রাখতে হবে।

অধিকন্তু ফেরত দিতে গিয়ে অহেতুক আমাকে আরও কিছু টাকা ব্যয়ের বোঝা মাথায় উঠাতে হবে। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে আমার সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগবিহীন যাওয়ার জন্যে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে অথচ আমি যেতে পারিনি। অথবা টাকা ব্যয় করার স্থান অস্পষ্ট থাকার ফলে আমার এখান থেকে আবার পত্র দিয়ে জানতে হয়েছে।

আবার অপর দিক থেকে উত্তর আসতে বিলম্ব হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজনে আমাকেই তার নিকট তোষামোদ করতে হয়েছে। আর যাদের ঝামেলা বেশী তারা এ সমস্ত ব্যাপারে খুবই আঘাত পায়। এসব কিছু চিন্তা করে অবশেষে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।

যাদের অবস্থা আমার মত তাদের সঙ্গে আবশ্যকীয়ভাবে এবং অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এ পন্থা অবলম্বন করা চাই। অর্থাৎ প্রথমে চিঠি-পত্র দিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে অনুমতি নিয়ে নিবে তারপর টাকা পাঠাবে, অথবা মনিঅর্ডার কুপনের মধ্যে পরিস্কারভাবে লিখে দিবে যেন প্রাপক নিশ্চিন্ত হতে পারে। অতঃপর তার ইচ্ছে হলে গ্রহণ করবে অথবা ফেরত দিবে।

আরও কতিপয় আদব

আদব ঃ চিঠির বর্ণনা, বিষয়বস্তু ও হস্তাক্ষর অত্যন্ত পরিস্কার ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আদব ঃ প্রত্যেক চিঠিতে প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা লিখে দেয়া চাই, কারণ প্রেরকের ঠিকানা মুখস্ত করে রাখা প্রাপকের দায়িত্ব নয়।

আদব ঃ যদি পূর্বের চিঠির কোন কথা এ চিঠিতে লিখতে হয় তাহলে পূর্বের চিঠিতে সে কথাগুলো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দিবে। তারপর এ

চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিবে তাহলে পূর্বাপর বুঝতে কষ্ট হবে না। অনেক সময় পূর্বের কথা মোটেও স্মরণ থাকে না।

আদব ঃ এক চিঠিতে এতগুলো প্রশ্ন না থাকা চাই যাতে উত্তরদাতার পক্ষে উত্তর দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। চার পাঁচটা প্রশ্ন হলেও অনেক। অবশিষ্ট প্রশ্নাবলী উত্তর আসার পর আবার পাঠাবে।

আদব ঃ প্রাপক যদি কর্মব্যস্ত লোক হয় তাহলে তাকে সংবাদ অথবা সালাম পৌছানোর দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখবে। এভাবে যারা নিজের চেয়ে বয়সে বড় কিংবা শ্রদ্ধার পাত্র তাদেরকেও এ ধরণের দায়িত্ব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তাদেরকে যা বলার তা সরাসরি লিখে দিবে। প্রাপকের জন্যে শোভনীয় নয় এমন কাজের তাকে নির্দেশ দেয়া আরও মারাত্মক বে-আদবী।

আদব ঃ নিজস্ব প্রয়োজনে কারো কাছে বেয়ারিং চিঠি পাঠাবে না

আদব ঃ বেয়ারিং খামে উত্তর তলব করবে না। কেননা অনেক পিয়ন উত্তর তলবকারীকে না পেয়ে সে চিঠি ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ফলে বিনা দরকারে উত্তরদাতার জরিমানা দিতে হয়।

আদব ঃ উত্তরে রেজিস্ট্রিকৃত চিঠি পাঠানো ভদ্রতা বহির্ভূত। এর প্রয়োজন বা কি? কারণ হেফাযতের দিক থেকে রেজিস্ট্রি ও রেজিস্ট্রিবিহীন চিঠি উভয় সমান। হাঁ এতটুকু পার্থক্য রয়েছে, রেজিস্ট্রি চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে প্রাপকের অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বলাবাহুল্য, সম্মানিত লোকের নিকট এ ধরণের চিঠি দেয়ার অর্থ হলো তাকে মিথ্যা বলার সন্দেহ করা, তাহলে এটা কত বড় বে-আদবী।

মসজিদের আদব

মুসল্লীদের চলার পথ বন্ধ করে নামাযে দাড়াবে না

আদব ঃ অনেকে মসজিদের মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করে যাতে মুসল্লীদের চলার পথ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন ঃ দরজার সামনে কিংবা পূর্ব দেয়ালের সাথে ঘেঁষে দাঁড়ায়। যার ফলে মানুষ তার পিছন দিক দিয়ে যেতে পারে না এবং গুনাহের ভয়ে সামনের দিক দিয়েও যেতে পারে না, তাই এমন করবে না। বরং পশ্চিম দেয়ালের নিকট একপাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

আদব ঃ অনেক লোক আছে যারা নিষ্প্রয়োজনে অন্যের পিছনে বসে পড়ে। এতে করে সে ব্যক্তির মনের মধ্যে অহেতুক দ্বিধা-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অথবা কারও পিছনে গিয়ে নামায পড়া শুরু করে। তখন সে ব্যক্তির উঠার প্রয়োজন হলেও পিছনে নামাযরত ব্যক্তির কারণে উঠতে না পেরে অনুন্যপায় হয়ে আবদ্ধ হয়ে বসে থাকে এবং খুবই বিরক্তিবোধ করে। তাই এমন কাজ করা চাই না।

আদব ঃ মসজিদে এসে অন্যের জুতা সরিয়ে সে স্থানে নিজের জুতা রাখবে না। কারণ জুতার মালিক যথাস্থানে জুতা না পেয়ে হয়তো চিন্তিত হবে।

আরও কতিপয় আদব

আদব ঃ অনেকেই সুবিধামত বর্ধিত জায়গা থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকের বরাবর পিছনে নামাযের নিয়ত বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। প্রথমতঃ ইহা শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ এতে একজন লোককে আটকে রাখা যে, সালাম না ফিরানো পর্যন্ত বেচারাকে আর সেখান থেকে উঠতেই পারবে না। এটা বড় বিবেকহীনতা! (হুকুকে মোয়াশারাত)

আদব ঃ অনেকেই বে-পরোয়া ভাবে মসজিদে বসে ওযূ করে থাকে। অথচ ওযূর অংগসমূহ থেকে যে পানি ঝরে পড়ে কোন কোন আলেম তাকে নাপাক বলেছেন। আর যদি তা পাক হয়েও থাকে, তবুও পানি মসজিদে ফেললে মসজিদের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এ কারণে মসজিদে কাপড় নিংড়ানোও আদবের খেলাফ।

হুজুর (সঃ)-এর ওযূতে ব্যবহৃত পানি পাক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো মসজিদে বসে ওযূ করেননি। তাহলে আমাদের জন্য তা কিভাবে জায়েয হতে পারে? (দাওয়াতে আবদিয়াত খঃ ২, পৃঃ ২৫৬)

আদব ঃ ইতেকাফরত ব্যক্তির জন্য মসজিদে বাতকর্ম করার অনুমতি নেই। এজন্য পায়খানার ন্যায় মসজিদের বাহিরে চলে যেতে হবে। (কালিমাতুল হক্ক ৭৬)

আদব ঃ মসজিদের ভিতর দিয়ে চলাচল করা মাকরূহ। হঠাৎ যদি কখনো এমন হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অভ্যাসে পরিণত করা অন্যায়, মসজিদের অত্যন্ত সম্মান করা উচিত। আজকাল মানুষের মধ্যে কোন অনুভূতি নেই। এসব ব্যাপারে মোটেই লক্ষ্য করা হয় না।

(আলইফাজাত খঃ ৪, পৃঃ ২৯৯)

আদব ঃ মসজিদে ব্যবহারের জন্য চাটাই বা চট-ই যথেষ্ট। কার্পেট বা গালিচা ব্যবহারে কোন উপকারিতা আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ইহাকে অপচয় মনে করে থাকি। এসবই ধনীলোকদের বিলাসিতা আর লৌকিকতা। এতে কোন ছওয়াব হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। (হুসানুল আজীজ খঃ ১, পৃঃ ১৬৬)

আদব ঃ মসজিদে বসে কোন তাবীয লেখাও অনুচিত। কারণ ইহা মূলতঃ ব্যবসা, যদি তাঁর বিনিময় বা উজরত নেয়া হয়। যদি নিজের জন্য কোন আমল পাঠ করা হয়; তা ব্যবসা বলে গণ্য হবে না। কিন্তু দুনিয়ার কাজ বিধায় ; তাও মসজিদে বসে না করা ভাল। (তালীমুত তালীম পৃঃ ৩১)

আদব ঃ মসজিদে বসে বেতন নিয়ে শিশুদেরকে পড়ানো, লিখা বা সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি করা অনুচিত।

আদব ঃ একমাত্র ইতেকাফকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা, চাই যত তুচ্ছ-ই হোক নিষিদ্ধ।

আদব ঃ মসজিদের উপরে উঠা বেআদবী। ফুকাহাগণ ইহা কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। (হাসানুল আজীজ পৃঃ ১৩০)

আদব ঃ আযানের পর যদি জামাতের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে ইমাম জামাতের জন্য অন্য মসজিদে যাবে না। বরং সে মসজিদেই একাকী নামায পড়ে নিবে। কারণ কোন মসজিদকে আবাদ করা জামাতের সাথে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (মাকতুবাতে হুসনুল আজীজ পৃঃ ১৯)

আদব ঃ হাদীছে আছে যে, মহল্লার মসজিদে নামায পড়লে পঁচিশগুণ আর জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশত গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে মহল্লার মসজিদ ছেড়ে জামে মসজিদে যাওয়া মহল্লাবাসীদের জন্য জায়েয হবে না। যদি কেউ এমন করে সে গুনাহগার হবে। কারণ এমন ব্যক্তির জন্য পরিমাণের দিক থেকে জামে মসজিদের নামাযের ছওয়াব বেশী হলেও মানগত দিক থেকে মহল্লার মসজিদের ছওয়াব বেশী।

কেননা, মহল্লার মসজিদকে আবাদ করা মহল্লাবাসীদের উপর ওয়াজিব। অতএব মহল্লার মসজিদে নামায আদায়কারী নামাযও পড়ে এবং সাথে সাথে মসজিদ আবাদ করার দায়িত্বও পালন করে। পক্ষান্তরে জামে মসজিদে নামায আদায়কারী মসজিদ আবাদ করার দায়িত্ব পালন করে না। কারণ সেই মসজিদ আবাদ করা তাঁর দায়িত্ব নয় বরং সে দায়িত্ব জামে মসজিদের মহল্লাবাসীদের উপর। (আনফাসে ঈসা পৃঃ ৩৭৮)

আদব ঃ মসজিদের কোন কাজে হারাম মাল ব্যবহার না করা ও মসজিদের একটি আদব। চাই তা টাকা-পয়সা হোক বা ইট-কাঠ কিংবা জায়গা যমীন হোক। (হায়াতুল মুসলিমীন)

আদব ঃ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলাও বেআদবী। (হায়াতুল মুসলিমীন)

আদব ঃ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস যেমন তামাক ইত্যাদি মসজিদে নিয়ে যাওয়া বা হুক্কা,বিড়ি,সিগারেট ইত্যাদি পান করে মসজিদে যাবে না।

(হায়াতুল মুসলিমীন)

আদব ঃ হাদীছে আছে যে, প্রতি জুমুআর দিন মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার কর। জুমুআর দিন যেহেতু মসজিদে বহু লোকের সমাগম হয় এবং সর্বস্তরের লোক মসজিদে আগমন করে এ জন্য সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে

জুমুআর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় এরজন্য জুমুআ শর্ত নয় বরং মাঝে মাঝে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়া মসজিদের আদব ও সম্মানের অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য আতর, আগরবাতি বা অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

আদব ঃ হাদীছে আছে যে, যদি তোমরা কাউকে মসজিদে বেচাকেনা করতে দেখ; তাহলে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ যেন তোর ব্যবসায় মুনাফা না দেয়। আর যদি এমন ব্যক্তিকে দেখ যে মসজিদে কোন হারানো বস্তু উচ্চস্বরে খোজ করছে, তাহলে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ যেন সে জিনিসটি তোকে ফিরিয়ে না দেয়।

এ কথার অর্থ হলো যে, যে জিনিস মসজিদের বাইরে হারিয়ে গিয়েছে, যেহেতু মসজিদে বিভিন্ন স্তরের লোকের সমাগম হয়, এজন্য মসজিদে তালাশ করা। আর যে বদ দুআ দেয়ার কথা বলা হয়েছে তা শুধু সতর্কতার জন্য। যেন ভবিষ্যতে এমন কাজ আর না করে। কিন্তু যদি ফেতনা ফাসাদ বা ঝগড়া বেঁধে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বদদুআর কথাগুলো মনে মনে বলবে। মুখে উচ্চারণ করবে না। (হায়াতুল মুসলিমীন)

আদব ঃ সুযোগ পেলে মসজিদে গিয়ে কিছু সময় বসে থাকবে এবং দ্বীনের কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকবে। সকলেই যদি এই নিয়ম পালন করে তাহলে ছওয়াবের সাথে সাথে সকলের মধ্যে ঐক্যও সৃষ্টি হবে।

(হায়াতুল মুসলিমীন)

আদব ঃ অনেকে মসজিদের হাত পাখা নিজের কামরায় নিয়ে যায়। মনে করে যে, এ আর কি, একটা পাঁখাই তো! অনুরূপ ভাবে মসজিদের লোটা, চাটাই ইত্যাদিও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে থাকে। ইহাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে থাকে। অথচ ইহা মারাত্মক অপরাধ। (হুসনুল আজীজ ৪৩৯)

আদব ঃ মসজিদের লোটা ওয়াকফের সম্পদ। এতে সকলের অধিকার সমান। এখন যদি আগেই কেউ তাতে মেসওয়াক ইত্যাদি রেখে তা দখল করে রাখে, তাহলে অন্য কেউ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। এটা নাজায়েয। (মাকালাত পৃঃ ৪০)

আদব ঃ কানপুরে একবার দু'টি ছেলে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে। তাদের একজন ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে অপরজন বলল, ভাই! মসজিদে ইংরেজীতে বলো না। বলল, কেন? মসজিদে ইংরেজী বলা নাজায়েয না–কি? অতঃপর তারা দু'জন মিমাংসার জন্য আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দেয়। আমি বললাম ঃ জায়েয না হলেও মসজিদের আদবের খেলাফ তো বটে। মানুষ একে সাধারণ ব্যাপার মনে করে। আদবের গুরুত্বও তো আর কম নয়। (হুসানুল আজীজ খঃ ৪, পৃঃ ৪৭৫)

বিঃ দ্রঃ আদব একটি বড় জিনিস আর আদব বর্জন করা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। অন্তরে যখন আদব থাকে না, তখনই মানুষ হারাম ও অবৈধ পথে চলতে পারে। কিন্তু যখন অন্তরে আদব বিদ্যমান থাকে, তখন মানুষ যে কোন নির্দেশের সামনেই মাথা নত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরামদের অবস্থা ঠিক এমনই ছিল। তাঁরা কখনও হারাম বা মাকরূহ কাজে লিপ্ত হয়নি। (হুসানুল আজীজ খঃ ৪, পৃঃ ৪৭৫)

আদব ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ হওয়ার সময় এই দুআটি পাঠ করার তালীম দিয়েছেন। দুআটি এই–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আদব ঃ এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতে বলেছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

সুবহানাল্লাহ! কি বিচক্ষণতার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রতিটি সময়ের উপযোগী দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন। আখেরাতের নেয়ামত লাভের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হয়। তাই তখন রহমতের দুআ করতে বলেছেন। আবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর শুরু হয় দুনিয়ার ধান্দা, তাই তখন আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য দুআ করতে তালীম দিয়েছেন। দুনিয়ার নেয়ামতকে 'ফযল' এই জন্য বলা হয় যে, দুনিয়ার সব নেয়ামতই আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত দান। আর আসল

নেয়ামত তো দেয়া হবে আখেরাতে। উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত নেয়ামতকে 'ফযল' বলা হয়।

আদব ঃ মসজিদ হলো আল্লাহর দরবার ও রাজসিংহাসন। তাই বাজারের ন্যায় এখানে উচ্চস্বরে কথা বলবে না ও অযথা শোরগোল করবে না। পবিত্রতা পরিচ্ছন্ন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (আলকালামুল হাসান পৃঃ ২৬)

আদব ঃ অনেকে মসজিদে আসার সময় অন্যদের জুতা এদিক ওদিক সরিয়ে জায়গা খালি করে নিজের জুতা রেখে মসজিদে প্রবেশ করে। আমি এটাকে নাজায়েয মনে করি। কারণ এতে অন্যের কষ্ট হয় আর কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম। (হুসানুল আজীজ খঃ ১, পৃঃ ৩৩৩)

আদব ঃ দু'ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলছিল। হযরত উমর (রাঃ) সাবধান করে দিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ? বহিরাগত মুসাফির না হলে আজ আমি তোমাদেরকে কড়া শাস্তি দিতাম।

কেউ হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে, উচ্চস্বরে কথা না বলার এই নির্দেশ তো মসজিদে নববীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, সকল মসজিদই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর।

পবিত্র হাদীছে—

فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا

"তোমরা আমাদের মসজিদের কাছেও আসবে না বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মসজিদই নিজের বলে দাবী করেছেন।"

(আদাবুল মাসজিদ)

ব্যবহারিক জিনিস পত্রের আদব

সম্মিলিত জিনিস ব্যবহারের পর নির্ধারিত জায়গায় রেখে দিবে

আদব ঃ কোন জিনিস যদি সম্মিলিতভাবে কয়েকজনে ব্যবহার করে তাহলে প্রত্যেকে আপন প্রয়োজন পূর্ণ করার পর জিনিসটি যথাস্থানে রেখে দিবে। তাহলে তালাশ করে কষ্ট পাওয়া থেকে অপর ভাই রক্ষা পাবে।

আদব ঃ কোন কোন জায়গায় শোয়ার অথবা বসার জন্যে চৌকি থাকে না। এমন স্থানে শোয়ার বা বসার জন্যে চৌকি আনলে অবসর হওয়ার পর একপাশে সরিয়ে রাখবে, যাতে অন্যের হাঁটা-চলায় কষ্ট না হয়।

আদব ঃ আমার মাদ্রাসার একটি কিতাবের প্রয়োজন হলো। কিতাবটি আমার এক বন্ধুর কাছে রাখা ছিল। তিনি সেখানে ছিলেন না। আমি তার টেবিল ও দেরাজে খুজেও কিতাবটি পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন ছাত্র ঐ কিতাবটিকে বালিশের মত হাতের নীচে দিয়ে রেখেছিল। ছাত্রটিকে কিতাবের অবমাননার জন্য ধমক দিলাম। কারণ বিনা ইজাযতে অন্যের জিনিষ ব্যবহার করা প্রথমতঃ অন্যায় ও নাজায়েয কাজ দ্বিতীয়তঃ তোমার এ অন্যায় কাজের জন্য আমারও এত কষ্ট করতে হলো তাই এমন আচরণ করা ঠিক নয়।

আদব ঃ যদি কারো নিকট তুমি নিজের কোন দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে চাও। আর সে ব্যক্তি যদি তোমার নিকটে ঐ সম্পর্কে যাঁচাইয়ের জন্য কিছু জানতে চায়। তাহলে তুমি তালগোল করে উত্তরও দিও না। এতে সে ভুল বুঝে চিন্তিত হবে। অথবা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে করতে তার সময়ের অপচয় হবে। কেননা সে তো তোমার জন্যই জিজ্ঞেস করছে। তার কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি পরিস্কার ভাবে উত্তর নাই

দাও তাহলে তোমার সমস্যা তার নিকট না বলাটাই উচিত ছিল। তুমি নিজেই তো তার নিকটে নিজের সমস্যা ব্যক্ত করেছো। আর এখন তুমি গোপন করতে চাও আর এরূপ করাটা নিতান্তই অন্যায়।

ব্যবহারিক জিনিসপত্রের বিবিধ আদব

আদব ঃ শরীর এবং কাপড় দুর্গন্ধ হতে দিবে না। যদি ধোপার ধৌত করা কাপড় না থাকে তাহলে নিজ হাতে ধুয়ে নিবে।

আদব ঃ কাউকে কিছু দিতে হলে সে কুড়িয়ে নেবে মনে করে ছুঁড়ে মারবে না।

আদব ঃ লোক চলাচলের পথে চকি, পিড়ি, থালা-বাসন, ইট পাথর অথবা এমন জিনিষ যার কারণে পথ চলতে অসুবিধা হয় ফেলে রাখবে না।

আদব ঃ কোন জিনিসের বিচি অথবা খোসা কারও প্রতি নিক্ষেপ করবে না।

ওয়াদা অঙ্গীকারের আদব

অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজে ভাল হতে চাওয়া খুবই মন্দ স্বভাব

আদব ঃ জালালাবাদে জনৈক মক্তবের শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লে মক্তবের মুহতামিম সাহেব আমার নিকট দু' চার দিনের জন্যে একজন লোক পাঠানোর আবেদন করলেন। আমার বলার কারণে কেউ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে বাধ্য না হয় সেজন্যে তাঁকে বললাম, এখানে যারা রয়েছেন তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যে সেচ্ছায় যেতে রাজী হবে তার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্ণ অনুমতি রয়েছে।

তারা একজন যাকের ভাইকে রাযী করল, যাকের আমার অনুমতি সাপেক্ষে রাযী হলো, এ কথার উপর মুহতামিম সাহেব চলে গেলেন। পরের দিন সে আমার নিকট এসে ওযর পেশ করল। তার যাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে আমি তাকে বললাম, মুহতামিম সাহেবের নিকট তোমার এ ওযর পেশ করা উচিত ছিল। যেহেতু তুমি আমার অনুমতির শর্তে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তাই তুমি যদি না যাও তাহলে মুহতামিম সাহেব মনে করবেন। তুমি যেতে রাযী ছিলে। কিন্তু আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করেছি। তুমি কি আমার প্রতি অপবাদ দিতে চাচ্ছ? এটা কেমন অশ্লীল আচরণ। তুমি এখন জালালাবাদ চলে যাও। সেখানে গিয়ে তাঁকে বলবে, অমুক ব্যক্তি আমাকে অনুমতি দান করেছেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও থাকতে পারছি না। অবশেষে তাকে আমি পাঠিয়ে দিলাম। এ উপদেশটি সর্বসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয়। কারণ অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে নিজে ভাল হতে চাওয়া খুবই মন্দ স্বভাব।

ওয়াদা সম্পর্কে আরও কতিপয় আদব

এক মহিলা হযরতের নিকট সুরমা চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত এই ওয়াদা করলেন না যে, ঠিক আছে আমি এনে দেব ; বরং তিনি বললেন ঃ একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিও, আমি সুরমা দিয়ে দিব। মহিলাটি যুহরের নামাযের পর একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিল আর হযরত বাক্স থেকে সুরমার ডিবা বের করে তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, নিয়ম-শৃংখলা মত কাজ করায় অনেক সুবিধা। মানুষ এই শৃংখলাকে সংকীর্ণতা মনে করে। আমি যদি বলে দিতাম যে, ঠিক আছে আমি নিয়ে আসব আর কাজের ঝামেলায় ভুলে যেতাম, তাহলে সে আমাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিত আর আমি ভুলে যেতাম। এভাবে অনেকে সময় অতিবাহিত হয়ে যেত আর কাজও হতো দেরীতে এবং ওয়াদা খেলাফীও হতো। কিন্তু নিয়ম মতো করার কারণে কত সহজেই কাজটা হয়ে গেল। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃঃ ১৩৫)

ওয়াদা মত না আসার পরিণাম

আমাদের গ্রামে বাহরাম বখশ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। এক কৃষক তার কাছে কিছু বীজ চেয়েছিল। তিনি বলে দিলেন যে, পরশু এসো কিন্তু তার দেরী হয়ে গেল। সময়মত আসতে পারল না। কয়েকদিন পর এসে বলল, কই আমার বীজ দাও! বললেন, না আমি দিতে পারব না। কৃষক বলল, কেন আপনি তো ওয়াদা করেছিলেন? বললেন, কোন্ দিন দেয়ার ওয়াদা ছিল? কৃষক বলল, জনাব আমার দেরী হয়ে গেছে। বললেন, যখন তুমি নেয়ার ব্যাপারেই এত দেরী করে এসেছ তাহলে, দেয়ার ব্যাপারে যে, কত দেরী করবে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। লোকটি বড় চতুর ও বুদ্ধিমান ছিল। (হুসানুল আজীজ খ. ১ পৃ.২৪)

ওয়াদাপূরণ ও ভক্তদের পীড়াপীড়ির মৃদু সংশোধন

হযরত যখন আণ্ডারা নামক ষ্টেশন থেকে রওয়ানা হলেন, তখন ভক্তগণ প্রত্যেকেই হযরতকে নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে

লাগল। কেউ একদিন, কেউ আধাদিন আবার কেউ বা দু' এক ঘন্টার মেহমান হওয়ার জন্য হযরতের নিকট দাবী তুলল। হযরত এদের জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

অবশেষে হযরত বললেন, আমার তো আপত্তি ছিল না কিন্তু আগের থেকেই প্রোগ্রাম যে, মঙ্গলবার দিন খাজা আজীজুল হাসান নামক এক ব্যক্তি এলাহাবাদে আসবেন, সেদিন আমাকে সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে। আপনাদের দাবী পূরণ করতে পারি নাই বলে আমি যারপর নাই দুঃখিত। ওয়াদা তো আর পূরণ না করে পারি না, তবে এতটুকু করতে পারি যে, মঙ্গলবার দিন আপনারাও এলাহাবাদে গিয়ে তাঁর নিকট সব কথা খুলে বলুন। যদি তিনি আমার জন্য যে সব প্রোগ্রাম করেছেন তা মুলতবী রেখে অনুমতি দেন তাহলে, আমি পুনরায় এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে আপনাদের যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয় যাব। তবে শর্ত হলো যে, খাজা সাহেবের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না।

এখানকার প্রত্যেক এলাকার এক একজন প্রতিনিধি আমার সাথে চলুন। আলোচনার মাধ্যমে আপনারা তাকে রাযী করিয়ে নিন। অতঃপর যা সিদ্ধান্ত হবে তদনুযায়ী আমল করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আরেক শর্ত হলো যে, মাত্র দু'একটি প্রোগ্রামের জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার করতে পারবো না। কমপক্ষে পাঁচটি প্রোগ্রাম থাকা চাই। এভাবে আমি আসতে প্রস্তুত আছি। (হুসানুল আজীব খ.৪, পৃ: ১৮৬)

অপেক্ষা করার আদব

কারো মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে না

আদব ঃ যদি কারও অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন হয় তাহলে এমন জায়গায় এমন ভাবে বসবে না যাতে সে লোক তার অপেক্ষায় বসে রয়েছ মনে করতেপারে। কারণ তাতে অনর্থক তার মনে অস্থিরতা জাগবে এবং একাগ্রতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে ; বরং তার চক্ষুর আড়ালে দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে বসবে।

আদব ঃ কিছু লোক আছে কারো পিছনে বসে গলা খাখা ও কাঁশি দিবে যাতে সে তার প্রতি মনোযোগ দেয় এবং তার কথা শ্রবণ করে। এতে সে ভীষণ কষ্ট পাবে। এর চেয়ে সুন্দর হলো যে বলার সামনে গিয়ে বলবে। কাজে রত ব্যক্তির নিকট বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এভাবে গিয়ে বসাও উচিত নয়। কারণ এতে অনেক সময় সে বিরক্তি বোধ করতে পারে। সে যখন কাজ থেকে অবসর হবে নিকটে গিয়ে যা বলার বলবে এবং তার কথা শুনবে।

আদব ঃ অযীফা পাঠকালে কারো অতি নিকটে (গা ঘেষে) বসবে না। কারণ এতে অযীফা পাঠকারীকে অন্যমনস্ক করে ফেলায়— অযীফা পাঠে বিঘ্ন ঘটে। অবশ্য কেউ নিজ স্থানে বসে থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

অপেক্ষা করা সম্পর্কে আরও কতিপয় আদব

আদব ঃ যদি কেউ কোন কাজে লিপ্ত থাকে, আর তার অপেক্ষা করা তোমার প্রয়োজন হয়; তাহলে তাঁর সামনে বসে অপেক্ষা করবে না। কারণ এতে তাঁর তবীয়ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং কাজ ভাল ভাবে করতে পারবে না। তাই (সামনে বা নিকটে নয়) দূরে এমন কোন জায়গায় বসে অপেক্ষা

করবে যেন তিনি তোমাকে দেখতে না পান। পরবর্তীতে যখন তিনি অবসর হবেন; তখন তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করবে। (দাওয়াতে মাকালাত)

আদব ঃ যে দিনের ডাক সেদিনই শেষ করে ফেলি। এর কারণ দু'টি। প্রথমতঃ প্রত্যেকেই যেন চিঠি সময়মত পেতে পারে। অপেক্ষা করে কষ্ট করতে না হয় দ্বিতীয়তঃ আমিও এতে নিশ্চিন্ত হতে পারি। কোন ব্যাপারে কাউকে আমি অপেক্ষায় রাখতে চাইনা আর নিজেও অপেক্ষার কষ্ট সহ্য করতে পারি না। (মাকতুবাত ও মালফুজাত)

আদব ঃ সফরের জন্য ষ্টেশনে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পৌছান ভাল ও নিরাপদ। এতে অসুবিধার কোন কারণ থাকে না। দেরী করে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। কখনো আবার গাড়ীই পাওয়া যায় না। (আল ফসলু ওয়াল ওয়াসাল, পৃঃ ২২৯)

আদব ঃ অনেক লোক মুসাফাহার জন্য এমন জায়গায় এসে থাকে যাতে লোকটি আমার অপেক্ষায় আছে বলে মনে করে আমার যথেষ্ট পেরেশানী হয়। ভাবে মনে হয় যে, তারা বলতে চায় উঠে এস আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি। বস্তুতঃ এমন স্থানে বসা বা দাড়ানো চাই যা অন্যের একথা মনে না হয় যে, লোকটি আমার অপেক্ষায় আছে।

(আল ইফাজাত,খঃ ৪, পৃঃ ২৩৯)

ঋণ দেয়া ও নেয়ার আদব

যার তার কাছে ঋণ চাইবে না

আদব ঃ যার সম্পর্কে জানতে পার তার নিকট কিছু চাওয়ার পর সে তার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে নিষেধ করতে পারবে না তার নিকট কোন কিছু ধার করজ চাইবে না। কিন্তু যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, তার কোন অসুবিধা হবে না অথবা অসম্মতি থাকলে নির্দ্বিধায় বলে দিবে তাহলে চাওয়াতে কোন অসুবিধা নাই। কাউকে কিছু বলা বা হুকুম করা বা কারও জন্যে সুপারিশ করার ব্যাপারে এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আজকাল মানুষ এ ব্যাপারে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়ে থাকে।

ঋণ সম্পর্কে আরও কতিপয় আদব

আদব ঃ যথাসম্ভব কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করবে না। একান্ত প্রয়োজন যদি করতে হয়; তাহলে আদায় করার চিন্তা করবে বেপরোয়া হবে না। পাওনাদার যদি তোমাকে কোন কটু কথা বলে তাহলে অধৈর্য্য হবে না। কারণ তার বলার অধিকার আছে। (তালীমুদ্দীন পৃঃ ৬৬)

আদব ঃ যদি তোমার যিম্মায় কারো ঋণ আমানত বা অন্য কোন পাওনা থাকে, তাহলে তা অসীয়তরূপে তোমার ডায়েরীতে লিখে নিজের কাছে রেখে দাও।

আদব ঃ মন্দ জিনিস দ্বারা কারো ঋণ আদায় করবে না বরং পাওনার চেয়ে উত্তম জিনিস দ্বারা আদায় করার চেষ্টা কর। (কিন্তু লেন–দেনের সময় এমন ওয়াদা করবে না)

আদব ঃ যখন কারো ঋণ পরিশোধ করবে তখন তার সাথে সাথে পাওনাদারের জন্য দুআ করবে এবং কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবে।

আদব ঃ তোমার করযদার যদি গরীব হয়, তাহলে তাকে পেরেশান করো না। তাকে আদায় করার সুযোগ দাও কিংবা অংশবিশেষ বা পুরোটাই মাফ করে দাও। তাহলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তোমাকে কেয়ামতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (তালীমুদ্দীন পৃঃ ৬৫)

আদব ঃ যদি তোমার করযদার করয আদায়ের দায়িত্ব অন্যকে বুঝিয়ে দেয় আর যদি তা আদায় হওয়ার আশা থাকে, তাহলে অযথা করয দাতাকে বিরক্ত করো না বরং তা মেনে নাও। (তালীমুদ্দীন পৃঃ ৬৬)

আদব ঃ কেউ আমার থেকে করয নিয়ে যদি তার একাংশ আদায় করতে আসে; তাহলে আমি তাকে আমার কাছে বসিয়ে আমার ডায়েরীতে আদায় লিখে তাকে দেখিয়ে নেই। অন্যথায় পরে আদায় লিখতে স্মরণ না-ও থাকতে পারে। (আল ইফাজাত খঃ ৪, পৃঃ ২৮৩)

আদব ঃ যারা অসহায় গরীব, তাদের নিজের কাছে কারো আমানত না রাখাই উচিত। অন্যথায় ঠেকায় পড়ে তা খরচ করে ফেলতে পারে। আর খরচ করার সময় যদিও পরে আদায় করে দেয়ার খেয়াল থাকে কিন্তু আদায় করার সুযোগ নাও আসতে পারে।

এমনিভাবে যথাসম্ভব করযও না নেয়া উচিত। আর একান্ত প্রয়োজনে নিলেও যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আদায় করে দিবে। কারণ করয যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পাওনাদারদের সংখ্যাও বেড়ে যায়; তখন আর করযদারের নিয়ত ঠিক থাকে না। তখন মনে করে যে, সব তো আর আদায় করা সম্ভব নয়, অপমান যখন হবেই তাহলে দুএক জনেরটা আর আদায় করে লাভ কি! (মাকালাতে হেকমত ২০৮)

আদব ঃ আমি কখনো এমন ব্যক্তি থেকে করয গ্রহণ করি না, আমার নিকট যার আমানত আছে কিংবা আমি জানি যে, তার হাতে টাকা আছে যা আমার আসবে এবং আমি যে তা জানি সে সম্পর্কেও সে অবগত। সর্বদা এমন ব্যক্তির নিকট থেকে করয নিয়ে থাকি যে ইচ্ছা করলে অস্বীকার করতে পারে এবং তার উপর কোন প্রকারের চাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কেউ তোমাকে শ্রদ্ধা করে বিধায় তুমি তার থেকে স্বার্থ উদ্ধার করা কি যুক্তির কথা? এমন ব্যক্তি

থেকে উপকার লাভ করার চেষ্টা করবে যে ইচ্ছা করলে স্বাধীনভাবে সরাসরি অস্বীকার করতে পারবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা বা চক্ষুলজ্জার কারণে অস্বীকার করতে অপারগ, তার থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কখনো করবে না। (হাসানুল আযীয পৃঃ ২১৪)

আদব ঃ কাউকে করয দিলে তা ডায়েরীতে লিখে রাখবে এবং আদায় করার পরও লিখে নিবে। (আল ইফাজাত খঃ ৭, পৃঃ ২৩৯)

আদব ঃ ঋণ বড় ভয়ানক ব্যাপার। যদি কেউ ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার আত্মা বেহেশতে প্রবেশ করার অধিকার পাবে না। ঋণগ্রস্থ হয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকা বড়ই নির্লজ্জতার কথা। নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত বেপরোয়া থাকা নির্লজ্জতা হবে না তো আর কি হবে! (মাকালাত পৃঃ ৩৬৩)

আদব ঃ তুমি যদি কারো কাছে ঋণী হও, আর তোমার দেয়ার সামর্থ্য থাকে তাহলে তা আদায় না করে অযথা গড়িমসি করা বড় যুলুম। যেমন অনেকের অভ্যাস যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনাদার বা শ্রমিক-মজুরদেরকে অনর্থক হয়রানী করে থাকে। আজ দিব, কাল দিব, পরশু দিব বলে কেবল মিথ্যা ওয়াদাই দিয়ে বেড়ায়। নিজের সবখরচই চলতে থাকে, কিন্তু অন্যের পাওনা আদায়ের ব্যাপারেই যত টাল বাহানা।

রোগী পরিদর্শন সম্পর্কীয় আদব

রোগীর সাথে দেখা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিবে

আদব ঃ রোগীর সাথে দেখা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিবে। যাতে রোগী কিংবা তার বাড়ীর লোকদের কষ্ট না হয়। রোগীর বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকলে নিঃসঙ্কোচে বলে দিবে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আপনাদের উপস্থিতিতে তা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাই কিছু সময়ের জন্য অন্যত্র বসলে ভাল হয়। অনেকে ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলে যা পরিদর্শনকারী ভালভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে রুগীর কষ্ট হয়।

রোগী দেখা সম্পর্কে বিবিধ আদব

আদব ঃ কারো গোপন জায়গায় ফোঁড়া অথবা ঘা হলে কোথায় হয়েছে তা বার বার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ তাতে সে ব্যক্তি লজ্জা পায়।

আদব ঃ রোগী অথবা তার পরিবার পরিজনের নিকট এমন কথাবার্তা বলতে নেই যাতে তারা রোগীর হায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। অনর্থক মনভাঙ্গা ঠিক নয়। বরং শান্তনার বাণী শুনাবে। যেমন,চিন্তা করো না ইনশাআল্লাহু তা'আলা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে।

হাজত পেশ করার আদব

কারো কাছে কোন প্রয়োজন নিয়ে গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই বলে দিবে

আদব ঃ কারো কাছে কোন প্রয়োজন নিয়ে গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই বলে দিবে। অপেক্ষায় থাকবে না। অনেক লোকের অভ্যাস হলো, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রয়োজন গোপন রেখে বলে, শুধু আপনার সাথে দেখা করার জন্যে এসেছি। যখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে লিপ্ত হন এবং বলার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন বলে, আমার কিছু কথা ছিল। এতে তার মনে খুবই কষ্ট পায়।

আদব ঃ যদি কারো নিকট তুমি নিজের কোন দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে চাও। আর সে ব্যক্তি যদি তোমার নিকটে ঐ সম্পর্কে যাঁচাইয়ের জন্য কিছু জানতে চায়। তাহলে তুমি তালগোল করে উত্তরও দিও না। এতে সে ভুল বুঝে চিন্তিত হবে। অথবা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে করতে তার সময়ের অপচয় হবে। কেননা সে তো তোমার জন্যই জিজ্ঞেস করছে। তার কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি পরিস্কার ভাবে উত্তর নাই দাও তাহলে তোমার সমস্যা তার নিকট না বলাটাই উচিত ছিল। তুমি নিজেই তো তার নিকটে নিজের সমস্যা ব্যক্ত করেছো। আর এখন তুমি গোপন করতে চাও আর এরূপ করাটা নিতান্তই অন্যায়।

হাজত পেশ করা সম্পর্কে বিবিধ আদব

আদব ঃ যার সম্পর্কে জানতে পারবে তার নিকট কিছু চাওয়ার পর তার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে নিষেধ করতে পারবে না তার নিকট কোন কিছু ধার করয চাইবে না। কিন্তু যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, তার কোন অসুবিধা হবে না অথবা অসুবিধা হলে নির্দ্ধিধায় বলে দিবে তাহলে চাওয়াতে কোন

অসুবিধা নাই। কাউকে কিছু বলা বা হুকুম করা বা কারও নিকট সুপারিশ করার ব্যাপারে এ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। আজকাল মানুষ এ ব্যাপারে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়ে থাকে।

আদব ঃ কারো বাড়ীতে কোন প্রয়োজনে যেমন কোন বুযুর্গের থেকে কোন তাবারুক নিতে গমন করলে এমন সময় তোমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কর যাতে তোমার কাংক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মত সময় থাকে। কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা ঠিক বিদায় নেয়ার সময়ই বাড়ীওয়ালাকে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে, ফলে এটা পূর্ণ করা বাড়ীওয়ালার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ, সময় কম অন্যদিকে মেহমানও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই এ অল্প সময়ের মধ্যে হয় তো তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বাড়ীওয়ালা তার কাজ ছেড়ে মেহমানের আদেশ রক্ষা করাকে অপছন্দ করেন। আবার অন্যদিকে মেহমানের আবেদন রক্ষা না করাকেও তিনি পছন্দ করেন না। ফলে এমতাবস্থায় বাড়ীওয়ালা খুবই মসীবতে পড়বেন। অতএব যথাসময়ে নিজ বক্তব্য পেশ করা উচিত। যাতে কাউকে মসীবতে পড়তে না হয়।

আদব ঃ এক ব্যক্তি এসে তাবীয চাইলে তাকে পরে একটা নির্দিষ্ট সময় আসতে বললাম। কিন্তু সে অন্য সময় এসে তাবীয চেয়ে বলল, আমাকে আপনি আসতে বলেছিলেন তাই এসেছি। তবে একথা প্রকাশ করল না যে,কখন তাকে আসতে বলা হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, কখন তোমাকে আসতে বলেছিলাম? তখন সে বলল, অমুক সময়। আমি বললাম, এখন তো অন্য সময়, যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তখন আসা উচিত ছিল। তখন সে বলল, আমি উক্ত সময় একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমি বললাম, তুমি যেমন অসুবিধার কারণে তখন আসতে পার নাই, আমারও তেমনি এখন অসুবিধা আছে। তাই এখন কি করে তোমার কাজ করা সম্ভব। কারণ সব সময়তো তোমার একটা কাজের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। আমার নিজেরও তো কাজ কাম আছে।

মনে রাখা উচিত নিজের কাজ নিজের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যের কাজও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উচিত।

পানাহারের আদব

খানা খাওয়ার সময় ঘৃণ্য জিনিসের নাম মুখে আনবে না

আদব ঃ খাওয়ার সময় এমন জিনিসের নাম মুখে আনবে না যা শুনে অন্য লোকের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দূর্বল নাড়ির লোকের জন্যে এটা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আদব ঃ এমন জায়গা যেখানে অন্য লোকজন বসে আছে বা খাওয়া দাওয়া করছে সেসব জায়গায় থু থু ফেলা, কিংবা নাক সাফ করবে না। প্রয়োজন হলে এক পাশে গিয়ে সেরে আসবে।

আদব ঃ কারও শোক–দুঃখ কিংবা অসুস্থতার সংবাদ শুনলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কাউকে জানাতে নেই। বিশেষ করে তার প্রিয়জনদের নিকট বলবে না।

পানাহারের আরও কয়েকটি আদব

পানাহারের সময় করণীয় কাজসমূহ

১। খানা খাওয়ার আগে মালিকের ইজাযত আছে কি না ও খাদ্যটি শরীয়ত মতে হালাল কি না তা অবগত হওয়া।

২। দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ও কুল্লি করা।

৩। বসে আহার করা।

৪। দস্তরখান পাতিয়া খাওয়া–দাওয়া করা।

৫। একাধিক লোক এক বর্তনে আহার করা।

৬। বসার তিন অবস্থার যে কোনও এক অবস্থায় বসা।

৭। বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে খানা শুরু করা।

৮। ডান হাতে খাওয়া।

৯। বর্তনের নিজ পার্শ্ব হতে শুরু করা।

১০। নিমক দ্বারা শুরু করা।

১১। খুব উত্তমরূপে চিবিয়ে খাওয়া।

১২। মাছের কাটা, শাকের ডাটা ও গোশ্‌তের হাড্ডি ছাফ করে খাওয়া।

১৩। পানি পান করার সময় ডান হাতের আঙ্গুল চাটিয়া ঐহাতের তালুতে পানির গ্লাস রেখে বাম হাতে ধরে পানি পান করা।

১৪। অধিক পানি পান করতে হলে কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা।

১৫। কিছু ক্ষুধা থাকতে আহার শেষ করা।

১৬। আঙ্গুল চাটিয়া খাওয়া।

১৭। বর্তন বা পেয়ালা অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমভাবে চাটিয়া খাওয়া।

১৮। দস্তরখানে খাদ্যের টুকরা পড়লে উঠিয়ে সাফ করা।

১৯। খাওয়া শেষে আল্লাহ্‌ পাকের শুক্‌র করা।

২০। দাওয়াত খেলে মেয্‌বানের জন্য দুআ করা।

পানাহারের সময় বর্জনীয় কাজসমূহ

১। সন্দেহযুক্ত খাদ্য খাওয়া।

২। বাম হাতে পানাহার করা।

৩। খুব গরম খাদ্য পানাহার করা।

৪। বাজারের খোলা ভাণ্ডে রক্ষিত খাদ্য খাওয়া।

৫। দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে আহার করা।

৬। বর্তনের মধ্যবর্তী স্থান থেকে খাদ্য উঠান।

৭। কোনও জীব-জন্তুর দৃষ্টির সামনে আহার করা।

৮। কাঁটা চামচ দ্বারা খাওয়া।

৯। চেয়ারে বসে টেবিলে বর্তন রেখে খাওয়া।

১০। অধিক আহার করা।

১১। বিরতি না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করা।

১২। তাড়াতাড়ি করে কিংবা অর্ধ চিবিয়ে গিলে ফেলা।

১৩। বর্তন চাটিয়া না খাওয়া।

১৪। খানা অযত্নে ফেলে দেয়া।

১৫। নিজে খানা খাওয়ার সময় পরিবারের অন্য কারও খবর না রাখা।

১৬। আহারের সময় বেহুদা গল্প-গুজব করা।

১৭। দস্তরখানে পতিত খাদ্য উঠিয়ে না খাওয়া।

১৮। অরুচিকর খাদ্য আহার করা।

১৯। অন্যের বর্তনের দিকে তাকিয়ে আহার করতে থাকা।

২০। মেহ্‌মানকে তাঁর তবিয়তের খেলাফ খাদ্য পরিবেশন করা।

ইস্তেঞ্জার আদব

লোক চলাচলের রাস্তার উপর ইস্তেঞ্জা করবে না

আদব ঃ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, লোক চলাচলের রাস্তার উপর সে তার সাথীদের কুলুখ নেয়ার নিয়ম শিখাচ্ছে। তাকে জানিয়ে দিলাম যে যথা সম্ভব মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে কুলুখ নেয়ার নিয়ম কানূন শিক্ষা দেয়া উচিত। কারণ এভাবে শিক্ষা দেয়া আদব বহির্ভূত কাজ।

আদব ঃ পেশাবখানায় গিয়ে দেখলাম, একজন তালিবে ইলম পেশাব করছে। আমি তার ইস্তেঞ্জা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আড়ালে দাড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছু সময় কেটে গেলে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম ঐ তালিবে ইলম পেশাব শেষ করে একই স্থানে কুলুখ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। অবশেষে তাকে বুঝিয়ে দিলাম; তোমার কাজ শেষ হওয়ার পর স্থানটা আটকে রাখার কি প্রয়োজন ছিল? ওখান থেকে সরে কুলুখ নেয়া উচিত ছিল। কারণ অন্যরা হয় তো জায়গা খালি হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অথচ তোমার কারণে তারা আসতে সংকোচ বোধ করছে। ভবিষ্যতের জন্য এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

ইস্তেঞ্জা সম্পর্কে আরও কতিপয় আদব

আদব ঃ ময়দানে এমনভাবে পায়খানা করতে বসবে যেন কেহ দেখতে না পায় এবং যমীনের কাছাকাছি হয়ে তারপর সতর খুলবে।

আদব ঃ পায়খানা করার সময় পিছনে কোন আড়াল থাকা চাই। যদি কিছুই পাওয়া না যায়; তাহলে অন্ততঃ পক্ষে বালির স্তূপ দিয়ে নিবে।

আদব ঃ রাস্তাঘাটে কিংবা গাছের ছায়ায় পায়খানা করবে না।

আদব ঃ পায়খানা করার সময় কথা বলা নিষেধ।

আদব ঃ কোন গর্তে পেশাব করবে না। অন্যথায় গর্ত থেকে বিষাক্ত

কিছু বের হয়ে তোমাকে দংশন করতে পারে।

আদব ঃ জমাট পানি যত বেশীই হোক তাতে পেশাব করবে না

আদব ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না।

আদব ঃ পেশাব এমন জায়গায় করবে যেখান থেকে পেশাবের ছিটা কাপড় বা শরীরে লাগতে না পারে। এতে অসতর্কতার কারণে কবর আযাব হয়ে থাকে।

আদব ঃ গোসলখানায় পেশাব করবে না, পায়খানা করার তো প্রশ্নই উঠে না।

আদব ঃ কেবলামুখী হয়ে বা কেবলাকে পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করবে না। (অনুরূপভাবে চান্দ-সূর্য ও বাতাসের দিকে ফিরেও না)

আদব ঃ পায়খানার প্রবেশের পূর্বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

এবং বাহির হওয়ার সময়—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

পাঠ করবে।

আদব ঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় প্রথমে বা পা রেখে প্রবেশ করবে এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা রেখে বের হবে।

আদব ঃ যেসব আংটি বা অন্য কিছুর উপর 'আল্লাহ' বা 'রসূল' লিখা আছে, পায়খানার যাওয়ার পূর্বে তা খুলে রাখবে।

আদব ঃ ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করবে না।

আদব ঃ যথাসম্ভব তিন ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করবে। ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার পর পানি দ্বারাও ইস্তেঞ্জা করবে।

আদব ঃ পানি ব্যবহার করে তা পায়খানার পা-দানির উপর ফেলবে না ; বরং এর জন্য পৃথক জায়গা করে নিবে। (বেহেস্তী জেওর, ১০ম খণ্ড)

আদব ঃ পুরুষগণ পায়খানায় শুধু ঢিলা নিয়ে যাবে এবং সম্ভব হলে পৃথক জায়গায় গিয়ে পানি ব্যবহার করবে। (টীকা ঃ বেঃ জেওর, ১০ম খণ্ড)

আদব ঃ হাড্ডি, কয়লা এবং নাপাক বস্তু দ্বারা ইস্তেঞ্জা করবে না

আদব ঃ পায়খানা ইত্যাদিতে চেরাগ নিয়ে গেলে খুব সাবধানে রাখবে যাতে কাপড়ে আগুন লাগতে না পারে। অনেক লোক এভাবে পুড়ে যেতে দেখা গেছে। বিশেষ করে কেরোসিন তেল হলে তো আরো সমস্যা।

খাজা আযীযুল হাসান মজযুব (রহঃ)এর একটি স্মরণীয় কথা

হযরত খাজা আযীযুল হাসান সাহেব বলেন যে, ইস্তেঞ্জার ব্যাপারে আমার বড় সমস্যা হয়। সম্পূর্ণ পরিস্কার হতে অনেক সময় লেগে যায়, ঘষা দিলে কিছু না কিছু বের হতেই থাকে। হযরত বললেন, না, খুব ভাল করে ঘষতে হবে না ; বরং সাধারণ ভাবে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে। 'আত্তারিকুল মাআরিফে' আছে যে, ইস্তেঞ্জার জায়গা হলো স্তনের ন্যায় যতক্ষণ ঘষতে থাকবেন; ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু বের হতেই থাকবে। অন্যথায় কিছুই বের হবে না।

আদব ঃ এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার পর দুএক ফোটা পেশাব লাগার সাথে সাথেই তো তা নাপাক হয়ে গেল। এমতাবস্থায় এরপর নাপাক কুলুখ দ্বারা ইস্তেঞ্জা করি কিভাবে। ফুকাহাগণ তো নাপাক ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত উত্তরে বললেন ঃ নাপাক ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ হওয়ার অর্থ হলো একসময় যে ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা হয়েছে; তদ্বারা আরেক সময় ইস্তেঞ্জা করা। একই সময় যে ঢিলা ব্যবহার করা হয়; শেষ পর্যন্ত তাকে একই পবিত্রতা বলে গণ্য করা হয়। কাজেই দু'এক ফোটা পেশাব লেগে যাওয়ার দরুণ তা মাকরুহের আওতায় আসবে না। তবে পরবর্তীতে অন্য সময় তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

আদব ঃ আমি নিয়ম-শৃংখলার এতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, ইস্তেঞ্জার ঢিলাও যেটা সবচেয়ে বড় প্রথমে সেটা ব্যবহার করি অতঃপর তদপেক্ষা ছোটটা তারপর তারচেয়ে ছোটটা।

আদব ঃ ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। তাই শীত ও গরমের মৌসুমে ইস্তেঞ্জার ঢিলা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ফুকাহাগণ তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। (হুসানুল আজীজ, ছোট সাইজ, খঃ ২, পৃঃ ২৫৩)

আদব ঃ ফুকাহাগণ লিখেছেন যে, পুরুষের ইস্তেঞ্জা (ঢিলা দ্বারা পায়খানার জায়গা পরিস্কার করা) করার নিয়ম এই যে, প্রথম ঢিলা সম্মূখ দিক থেকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ঢিলা পিছন থেকে সম্মূখ দিকে নিয়ে যাবে। তৃতীয় ঢিলা প্রথমটির ন্যায় সম্মূখ থেকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে। যখন অণ্ডকোষদ্বয় ঝুলে থাকবে তখনকার জন্য এই নিয়ম। যা সাধারণতঃ গরমের মৌসুমে হয়ে থাকে। আর যদি অণ্ডকোষদ্বয় ঝুলে না থাকে (যেমন শীতের মৌসুমে হয়ে থাকে) তখন উক্ত নিয়মের বিপরীত করবে। মহিলাগণ সর্বদা প্রথম ঢিলা সম্মূখ থেকে পিছন দিকে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয় এর বিপরীত আর তৃতীয়টি প্রথমটির ন্যায় করবে। (নূরুল ইযাহ)

ছাত্রদের আদব

ছাত্রদের দুনিয়াবী কাজের দায়িত্ব নেয়া ঠিক নয়

আদব ঃ জনৈক ছাত্র (কোন সন্তান সম্ভবা রমণীর জন্য) প্রসব বেদনার একটা তাবীয চাইলে তাকে এ শিক্ষা দেয়া হলো যে, ছাত্রদেরকে অন্যের দুনিয়াবী প্রয়োজন সম্পর্কে দায়িত্ব নেয়া ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ আদেশ করে তবে আপত্তি জানিয়ে বলে দিবে—আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ এটা আদবের খেলাপ কাজ।

নিজের প্রয়োজন নিজেই পেশ করবে

আদব ঃ এক তালিবে ইলম মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে কাপড়ের আবেদন করে এক দরখাস্ত লিখে অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিল। দরখাস্তকারীকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল আমার অন্য একটা কাজ থাকায় অন্যের হাতে দরখাস্তটা পাঠিয়েছি। অতঃপর তাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, এর মধ্যে ভদ্রতার অভাব প্রকাশ পেয়েছে। আর সর্বদা এক জায়গায় থাকার পরও ঠিক এ সময় বিশেষ কোন কাজের উল্লেখ করাটা ঠিক হয় নাই। কারণ নিজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য কোন ওযর পেশ করাটা একপ্রকার অভদ্রতা। তুমি নিজে দরখাস্ত নিয়ে আস নাই। অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছ সেটা কেবল সেবক ও মনিবের জন্য মানায়। এখন থেকেই মনিবগিরি শিখে গেছ। আরো বলা হলো তোমার এ ধৃষ্টতার সাজাস্বরূপ এখন দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। চার দিন পর নিজে দরখাস্ত নিয়ে আসবে। অবশেষে চারদিন পর নিজ হাতে দরখাস্ত নিয়ে আসলে তা খুশী মনে গ্রহণ করা হলো।

আদব ঃ এক তালিবে ইলম অন্য একজন তালিবে ইলমের মাধ্যমে একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নিজে গোপনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ আমি তাকে দেখে ডেকে এনে ধমক দিয়ে বুঝিয়ে বললাম, চোরের মত চুপিচুপি শুনার কি অর্থ? তোমাকে এখানে আসতে কে নিষেধ করেছে। আর যদি তোমার লজ্জা করে তবে যাকে পাঠিয়েছ তার থেকে তো জবাব জেনে নিতে

পারতে। এরকম চুপি চুপি কারো কথা শুনা অন্যায় ও গুনাহ্‌র কাজ। কারণ এমনও তো হতে পারে যে, বক্তা এমন কোন বিষয় আলোচনা করছেন যা লুকানো ব্যক্তির থেকে গোপন করতে চান।

আদব ঃ একজন তালিবে ইলম বাজারে যাওয়ার অনুমতি নিতে এসে দাড়িয়ে রইল। এ সময় আমি কোন একটা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। আমার অপেক্ষায় তার এ দাড়িয়ে থাকাটা আমার নিকট খুবই বোঝা (অসুবিধা) মনে হচ্ছিল। আমি তাকে বুঝালাম; এরূপ দাড়িয়ে থাকায় মেযায খারাপ হয়। তোমার উচিত ছিল আমাকে ব্যস্ত দেখে বসে যাওয়া এবং যখন অবসর হই তখন কথা বলা।

আদব ঃ একদা যায়েদ নামে একটি ছাত্র ওমর নামের একজন ছাত্রের সাথে বিকেলে মাঠে ভ্রমণের জন্য আমার নিকট অনুমতি চাইল। তবে ওমরের সাথে বকর নামে কমবয়সী একটি ছেলে উস্তাদের অনুমতিক্রমে আসা-যাওয়া করত। আর যায়েদ ওমরের সাথে মেলামেশাটা অনুপযুক্ত ছিল। তাই যায়েদের উচিত ছিল অনুমতি নেয়ার সময় ইহা প্রকাশ করা যে, তার সাথে বকর চলাফেরা করে. যাতে পূর্ণ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। যায়েদ ইচ্ছায় না অনিচ্ছায় আমার নিকট উহা গোপন করল। যদি আমার নিকট বিষয়টা সন্দেহজনক না হতো, তাহলে অবশ্যই যায়েদের আবেদন মঞ্জুর করতাম। আর ইহা বড় ধোকাপূর্ণ কাজ হতো। কিন্তু ভাগ্যবশতঃ ব্যাপারটি আমার জানা ছিল। সাথে সাথে মনে পড়ায় যায়েদকে জিজ্ঞেস করলাম— ওমরের সাথে কি অন্য কেউ আসা যাওয়া করে? সে বলল— হাঁ, বকর আসা যাওয়া করে। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ কথা কেন পূর্বে উল্লেখ করলে না সে কোন জবাব দিতে পারল না। তারপর আমি তাকে এ দোষের কারণে ধমক দিলাম ও বুঝিয়ে দিলাম যে, খুব সতর্ক থাকবে যেন বড়দের ও শুভাকাংখীদের সাথে কোন ধোকাবাজি না হয়।

ধারণা করে ও বাস্তব অবস্থা না জেনে কখনও কথা বলবে না

আদব ঃ একটি ছাত্রকে মাদ্রাসার একজন চাকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে কি করছে এখন? ছাত্রটি উত্তরে বলল— সে শুয়ে রয়েছে।

পরে জানা গেল সে নিজ কামরায় জেগে আছে। তারপর ছাত্রটিকে বলা হলো, প্রথমতঃ তুমি একটি ধারণামূলক বিষয়কে সুনিশ্চিত মনে করা এক প্রকার ভুল। যদি কোন একটা বিষয়কে অনিশ্চিত বলে মনে হয় তাহলে সম্বোধনকারীকে অনিশ্চিত ভাবেই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। এরূপ ভাবে বলা যে, সম্ভবতঃ সে শুয়ে রয়েছে। অন্যথায় সবচেয়ে এই উত্তরটাই ভাল যে, আমার জানা নেই। আমি দেখে বলব, তারপর যাঁচাই করে সঠিক উত্তর দিবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহার একটি খারাপ দিকও রয়েছে। তাহলো যদি আমি এরপরে তার জেগে থাকাটা না জানতে পারতাম এবং এই খেয়ালেই থাকতাম যে, সে শুয়ে আছে। অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে সে ঘুমিয়ে আছে মনে করে বিশেষ প্রয়োজনেও ডাকাটা ঠিক মনে করতাম না কেননা ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো নির্দয়তার পরিচয়। অথচ তাকে খুবই প্রয়োজন আবার সে জেগেও আছে। এ সমস্ত কিছু চিন্তা করে বিশেষ কাজটি ফেলে রাখতাম আর মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতাম। আর অনিশ্চিত ভাবে সংবাদ দাতার উপরে রাগ হতো। এর একমাত্র কারণ বিনা যাঁচাইয়ে সংবাদ দিয়ে দেয়া। তাই উচিত হলো কেউ কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক খবর বলা। আর না জানা থাকলে না বলে দেয়া। তাই এই সকল ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছাত্রদের পালনীয় বিবিধ আদব

আদবঃবক্তা যে দলিলের মাধ্যমে কোন বিষয় খণ্ডন করেছে কিংবা কোন দাবীর উল্টো প্রমাণ করেছে তোমার সে দলিলের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হুবহু সে দলিল বা দাবীর পুনরাবৃত্তি করার ফলে বক্তার মনে কষ্ট পায়। তাই এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।

আদব ঃ অপরের কথা খুবই ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত। কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকলে পুনরায় বক্তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া চাই। না বুঝে শুনে অনুমান করে কাজ করবে না। কোন কোন সময় না বুঝে কাজ করার ফলে বক্তার কষ্ট হয়।

বড়দের আদব

বড়রা ছোটদের অপরাধকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে

আদব ঃ বড়দের খিটখিটে মেযায হওয়া উচিত নয়। যার ফলে কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় অসন্তুষ্ট হবে। এটা নিশ্চিত কথা ছোটরা যেমনিভাবে তোমার সাথে বেয়াদবী করছে তদ্রূপ তুমি যদি তোমার বড়দের সাথে থাক তাহলে তোমার থেকেও বেয়াদবী প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। একথা চিন্তা করে তাদের অপরাধ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে, দু'একবার নরম ভাষায় বুঝিয়ে দিবে কিন্তু যদি নরমে কাজ না হয় তাহলে তার সংশোধনের নিয়তে কিছু গরম ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি যদি মোটেও ধৈর্যধারণ করতে না পার তাহলে গোটা জীবনই সহনশীলতার ফযীলত থেকে বঞ্চিত থাকলে আল্লাহ যখন তোমাকে বড় বানিয়েছেন তখন সব ধরণের লোক তোমার নিকট আসবে। সেখানে বিভিন্ন মেযাযের লোক থাকবে, কারণ সকলের এক রকম হওয়া অসম্ভব। এ হাদীছখানা স্মরণযোগ্য ঃ—

اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ

যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে চলে এবং চলতে গিয়ে অন্যদের থেকে যে সব দুঃখ–কষ্ট পায় উহাতে ধৈর্যধারণ করে সে অবশ্যই ঐ মুমিন থেকে শ্রেষ্ঠ। যে মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং তাদের পক্ষ থেকে দেয়া কষ্ট–ক্লেশে ধৈর্যধারণ করে না।

প্রয়োজনের বেশী আয়োজন করতে ও হাদীয়া দিতে নিষেধ করবে

আদব ঃ কেউ যদি নিজ থেকে তোমার আর্থিক কিংবা শারীরিক খেদমত করতে এগিয়ে আসে তবে লক্ষ্য রাখবে তার আরামে যেন কোন বিঘ্ন না

ঘটে। বিশেষ করে তার ঘুমের প্রতি খেয়াল থাকবে, তার সামর্থ্যের অধিকতার থেকে হাদিয়া কবূল করবে না। সে তোমাকে দাওয়াত করলে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাবার আয়োজন করতে নিষেধ করবে এবং তোমার সঙ্গী–সাথীদের থেকে বেশী লোককে আমন্ত্রণ করতে দিবে না।

বড়দের বিবিধ আদব

আদব ঃ যখন তুমি মুরব্বিদের সাথে থাকবে তখন তাদের অনুমতি ব্যতীত নিজের মতে কোন কাজ করা উচিত নয়।

আদব ঃ কোন বুযুর্গের জুতা হেফাযত করার ইচ্ছে হলে জুতা পা থেকে খোলার পূর্বে লওয়ার চেষ্টা করবে না। কারণ তোমাকে দেখে অন্যেরাও এ সুযোগ হাছিল করার প্রতিযোগিতা করবে।

আদব ঃ পা থেকে জুতা খোলার পর মেহমানের সম্মতি নিয়ে জুতা হেফাযত করবে এবং মেহমান জুতার প্রয়োজন হওয়া মাত্র যাতে সহজেই পেয়ে যান এদিকে লক্ষ্য রাখবে।

আদব ঃ অপরিচিত লোকে জুতা উঠানোর ফলে অনেক সময় মেহমানের কষ্ট হয়, কখনও বা জুতা হারিয়েও যায়।

আদব ঃ অনেক সময় কিছু খেদমত অন্যের থেকে নিতে পছন্দ লাগে না। বরং যার খেদমত করা হয় তিনি খেদমত দ্বারা কষ্ট পান। এমন মুহূর্তে খেদমত করার জন্যে খুব বেশী পীড়াপীড়ি করবে না। তিনি খেদমত পছন্দ করেন কিনা সেটা তাঁর প্রকাশ্য নিষেধ অথবা আলামত দ্বারা বুঝা যাবে।

আদব ঃ কোন মুরব্বি কাউকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা সম্পন্ন করে মুরব্বিকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যথায় তিনি অপেক্ষায় থেকে অধৈর্য হবেন।

আদব ঃ প্রথম পরিচয়ে বুযুর্গ ব্যক্তিদের খেদমত করা খুবই কষ্টসাধ্য (লজ্জাস্কর) মনে হবে। তাই যদি আগ্রহ থাকে তবে সর্বাগ্রে নিজেকে সংকোচ মুক্ত করে নিবে।

আদব ঃ কোন ব্যক্তিকে তার মালিক কোন কাজের আদেশ করলে কাজটি সম্পন্ন করে সাথে সাথে এ ব্যাপারে মালিককে জানানো প্রয়োজন। কারণ তা না হলে মালিক হয় তো তার অপেক্ষায় থাকবেন।

আদব ঃ বিনা প্রয়োজনে কারো মাধ্যমে সংবাদ পাঠাবে না। কিছু বলার থাকলে নিজেই সরাসরি বলবে।

আদব ঃ একজন গ্রাম্য লোক কথা বলার সময় মাঝে মধ্যে কিছু অশালীন উক্তি করছিল। তখন মজলিসের মধ্যে অবস্থানরত এক ব্যক্তি তাকে কথা বন্ধ করার জন্য ইশারা করলে মজলিসের নেতা তাকে কঠোর ভাবে ধমক দিয়ে বলল, তাকে বাঁধা দেওয়ার কি অধিকার তোমার আছে? তুমি লোকদের ভয় দেখাচ্ছ। আমার মজলিসকে ফেরাউনের মজলিসে পরিণত করেছ। যদি বল সে বে–আদবী করেছে, তাহলে আমি বলব, তার বেয়াদবী থেকে বাধা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তো আমাকে মুখ দিয়েছেন। অতঃপর গ্রাম্য লোকটিকে বলা হলো যা কিছু বলার তুমি স্বাধীনভাবে বলে যাও।

আদব ঃ কোন বুযুর্গের সাথে তার কোন সঙ্গীকে দাওয়াত দিতে হলে সরাসরি তাঁকে একথা বলবে না যে, অমুককেও সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কারণ তিনি হয় তো সাথীর কথা ভুলেও যেতে পারেন। তাছাড়া নিজের দায়িত্ব অপরের মাধ্যমে সম্পন্ন করানো আদবের খেলাপ। তাই এক্ষেত্রে বরং বুযুর্গের অনুমতিক্রমে নিজেই তাকে বলা উচিত আর সঙ্গীরও উচিত বুযুর্গের নিকট অনুমতি নিয়ে দাওয়াত কবূল করা।

আদব ঃ কোন এক ব্যক্তি মাঝে মধ্যে গ্লাসে পানি নিয়ে এসে কখনও তার নিজের জন্য, আবার কখনও বা অপরের জন্য পড়ে নিত। কিন্তু তাকে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত এখন কার জন্য পানি পড়ে নিচ্ছে তা বলত না। তাকে বুঝানো হলো যেহেতু আমার অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান নেই বা কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই যার দ্বারা পানি কার জন্য পড়ে দিতে হবে বুঝে নিব। তাই এভাবে বার বার তোমাকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার দায়িত্বটা আমার উপর চাপানো এক ধরণের বে–আদবী। তোমার উচিত গ্লাস রেখেই কার জন্য পানি পড়তে হবে তা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া।

আদব ঃ যখন তোমার সাথে কেউ কথা বলে তখন তার কথার প্রতি অমনোযোগী না হওয়া উচিত। এতে বক্তার অন্তরে আঘাত পায়। বিশেষ করে যখন তোমারই উপকারের জন্য কথা বলে বা তোমারই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এসব ক্ষেত্রে খুবই মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আর তোমার সাথে বক্তার অন্তরঙ্গতা থাকুক বা নাই থাকুক। বক্তা যখন কথা বলে তখন অন্যমনস্ক হওয়া বড় অন্যায়।

আদব ঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন কারণে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় তাকে কোন আদেশ দিলে সে অবশ্যই উহা পালন করবে এমতাবস্থায় সে কাজ ফরয কিংবা ওয়াজিব না হলে করতে আদেশ দিবে না।

আদব ঃ যদি কারো উপর ইচ্ছাকৃত অথবা ঘটনাক্রমে রাগ হয়ে বস তাহলে অন্য সময় কোন কাজে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর যদি প্রকৃতপক্ষে তোমার অপরাধ হয় তাহলে অন্য সময় নিজের অপরাধ স্বীকার করে তার কাছে মাফ চেয়ে নিতে লজ্জাবোধ করবে না। মনে রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার আদালতে সে এবং তুমি বরাবর হবে।

আদব ঃ কোন অভদ্র লোকের সাথে কথা বলার সময় তার ভাষায় যদি তোমার রাগের উদ্রেক হয় তাহলে তুমি সরাসরি তার সাথে কথা বলবে না ; বরং তার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত এমন একজন লোক ডেকে এনে তার মাধ্যমে কথা বল তাহলে তোমার রাগ অন্যের উপর এবং অন্যের বে-আদবী তোমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না।

আদব ঃ নিজের খাদেম অথবা সম্পর্কীয় লোককে এত বেশী ঘনিষ্ট বানাবে না যাতে মানুষ তার নিকট তোষামোদ শুরু করে এবং সে তাদের তোষামোদের বস্তুতে পরিণত হয়, এভাবে সে যদি তোমার নিকট কারো সম্পর্কে বদনাম করে অথবা কোন ঘটনা বয়ান করে তাহলে শক্তভাবে নিষেধ করে দিবে। অন্যথায় মানুষ তাকে ভয় করবে এবং তোমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। এভাবে সে যদি তোমার কাছে কারও ব্যাপারে সুপারিশ করে তাহলে কঠোরভাবে বারণ করবে যাতে করে মানুষ তাকে তোমার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ভেবে তোষামোদ ও হাদিয়া দেয়া আরম্ভ না করে এবং তোমাকে সামনে রেখে মানুষের উপর মাতব্বরী করতে না পারে। মোট কথা,

সমস্ত মানুষের সম্পর্ক সরাসরি তোমার সাথে রাখবে। কাউকে মাধ্যম বানাবে না। কিন্তু নিজের খেদমতের জন্যে দু'একজনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মানুষের সাথে লেন-দেনের ব্যাপারে তাকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দিবে না। এমনিভাবে মেহমানদের ব্যবস্থাপনা কারও হাতে ছেড়ে দিবে না বরং নিজ দায়িত্বে রাখবে, নিজেই দেখাশুনা করবে। এতে নিজের কিছুটা কষ্ট হলেও অন্যের তো আরাম হচ্ছে। তাছাড়া মানুষ তো বড় হয় কষ্ট করার জন্য। কবি এদিকে ইঙ্গিত করে বলছেন ঃ—

آں روز کہ مرشدی نمی دانستی ؛ کانگشت نمائے عالمے خواہی شد

অর্থাৎ যেদিন তুমি মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছ সেদিন তোমার একথাও জেনে নেয়া উচিত ছিল তুমি মানুষের লক্ষ্যস্থল হবে।

এখন সমস্ত আদবগুলো একটি অনিয়মতান্ত্রিক আদবের উপর সমাপ্ত করছি। কিছু আদব তো ব্যাপক অর্থাৎ সে গুলো সর্বাবস্থায় সকলের জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু এ আদবগুলোর পাবন্দী থেকে বহির্ভূত। এদের পরস্পর আদব নির্ণয়ের দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হলো এবং আমার গ্রন্থকে সংকোচবোধ ও সংকোচহীন উভয় ধরণের আদবের বেলায় প্রযোজ্য এমন একটি কবিতা দ্বারা সমাপ্ত করছি ঃ—

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا آدَابٌ ؛ أَدِّبُوا النَّفْسَ أَيُّهَا الْأَصْحَابُ

প্রেমের সমস্ত পন্থা অর্জন করার নামই হলো আদব এবং আদবের সমষ্টি হলো প্রেম বা ভালবাসা। তাই যার মাঝে আদব নেই তার মাঝে মুলতঃ প্রেমই নেই। অতএব, প্রেমের পথে যারা পা বাড়িয়েছে তাদের উচিত অন্তরকে আদব দ্বারা সুসজ্জিত করা। যদিও বাহ্যিক আদবের অনুসরণ করতে মন সাড়া না দেয়।

সমাপ্ত